সুকুমার বিলাস

এই অভিনব গ্রন্থ।

কয়েক জন সুকবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত

দ্বারা সংশোধিত

এবং

কলিকাতাস্থ

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৭৯। ১২৬৪ সাল। ৬ মাঘ।

মূল্য ১ এক তঙ্কা মাত্র

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, এ যন্ত্রালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ

ভূমিকা।

যদ্রূপ লুব্ধ মধুপগণ সদ্য প্রস্ফুটিত নবসরোজিনী কলিত মকরন্দ সুধারসাস্বাদন করিয়াও অপরিতৃপ্ত চিত্তে পুনর্ব্বার অন্য অভিনব প্রফুল্লকমলিনীতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ, যদিও এতন্মহানগর ও অপরাপর স্থানস্থিতসভ্যজনগণ-মদনানন্দবর্দ্ধক-রসাভাষিত নানা মত গ্রন্থ প্রকটিত হইয়াছে, তথাপি সুরসিক গুণ গ্রাহকগণ অন্য কোন নূতন কাব্যরসানুভাবক-পুস্তক প্রকাশিত হইলে অবশ্যই তাহা পাঠ করিতে সমুৎসুক হয়েন। কেবল এই সাহসে সহসা প্রবৃত্ত হইয়া ইতি-হাসস্থলে “সুকুমার বিলাস” অভিধেয় এই অভি-নব সন্দর্ভ বিরচন পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিতেছি, যদি কার্য্যান্তরব্যপদেশে সাবকাশ-সময়ে বিদগ্ধ-রসিকজন সমূহ এতৎ গ্রন্থেগ্রথিত-বিষয়-সকল অবলোকন করি-য়া কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত কৌতূহলান্বিত হয়েন তবে বিরচকের শ্রম-সকল সফল হইয়া সম্ভাবিত সন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় জয়, অশোক অভয়,
ক্ষয়োদয় বিরহিত।
নিখিল প্রচার, মহিমা অপার,
চরাচর চিরহিত॥
আনন্দ পূরিত, খণ্ডিত দুরিত,
নিরাকার নিরঞ্জন।
সকলে সমান, বিভু দয়াবান,
সর্ব্বব্যাপি সনাতন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, মানবাদি জীব,
তুমি সকলের হেতু।
সৃজন পালন, নিধন কারণ,
সংসারসাগর সেতু॥
রবি আদি করি, ভগণাদি ধরি,
জীব-জন্তু কীট কণা।
যার যে যে স্থান, করিছ বিধান,
কৃপা করি অগণনা॥
পবন তপন, লোক অগণন,
তোমার সত্তায় চলে।

নিয়ম পরম, নিবারণে ক্ষম,
কে আছে বিশ্বের তলে ॥
আগম নিগম, ভাবিয়া দুর্গম,
তন্ন তন্ন শেষে বলে।
যার ভক্তি মূল, সেই জানে স্থূল,
কি করিবে বিদ্যাবলে ॥
বিনা শুদ্ধ মন, ভজন পূজন,
সব বৃথা তব স্থানে।
ধন্য সেই জন, অকপট মন,
তব কৃপা বহুমানে ॥
বেদে নাহি পায়, পুরাণ পলায়,
ন্যায়ে নহে অনুভব।
আমি অভাজন, হয়ে হীনজন,
কি করিব তব স্তব ॥
তুমি দয়া কর, পরম ঈশ্বর,
সকলে জান সমান।
তোমা প্রতি নতি, থাকে শুভমতি,
এই বর কর দান ॥
মানস আমার, পূজা উপহার,
দিলাম পরম পদে।
বিতর বিজ্ঞান, করুণা নিধান,
পুরাও কবিতা পদে ॥

সুকুমার বিলাস।

——0000——

গ্রন্থারম্ভে

রাজা এবং রাজপুত্রের পরিচয়।

বিজয় নগরপতি, শ্রীমোহন মহামতি,
শুদ্ধমতি অতি বিচক্ষণ।
যুদ্ধে বীর বুদ্ধে ধীর, প্রিয়পুত্র পৃথিবীর,
শিষ্টপাল, দুষ্টের দমন॥
অশেষ গুণের তরে, কমলা অচলা ঘরে,
দয়া সত্য দান সদাব্রত।
সাধু সহ সদালাপ, প্রতাপে তপন তাপ,
চতুর চরিত্র সত্যব্রত॥
বিপুল বিভবান্বিত, রাজ্য অতি সুশাসিত,
বাণিজ্যে বণিক্ যত ধনি।

অশ্ব হস্তি পদাতিক, নিযোজিত লক্ষাধিক,
শত রাজ্যাধিপ চূড়ামণি ॥
কুমার রাজার সুত, তুল্যরূপ গুণযুত,
বর্ণে বর্ণ বর্ণন দুষ্কর।
অনুপম নবভূপ, ভুবনমোহন রূপ,
সুরসিক গুণের সাগর ॥
বলে জিনে বলবান, রূপে জিনে ফুলবাণ,
শস্ত্রে শত্রু হারায় পরাণ।
ন্যায়ের নির্ণয় ভুলে, তর্কী ভাবে তর্ক তুলে,
শাস্ত্রে শাস্ত্রী না পান সন্ধান ॥
কথার কৌশল ছলে, শিষ্টে মিষ্টভাষী বলে,
দুষ্ট বুঝে বিষম বিরস।
গুরুজনে নম্রতায়, বন্ধুজনে শীলতায়,
কটাক্ষে কামিনী করে বশ ॥
অসি চক্র খরশাণ, কামান ধনুক বাণ,
সর্ব্ব অস্ত্রে সমান সন্ধান।
প্রণয়ের ফুলধনু, সংগ্রামে সিংহের তনু,
মল্ল মাঝে মল্লের প্রধান ॥
এইরূপে যুবরায়, রাজকুলে শোভা পায়,
যেন অকলঙ্ক শশধর।
পুত্রে দেখি গুণান্বিত, রাজা রাণী আনন্দিত,
প্রজাকুল সুখি নিরন্তর ॥

রাজসভা বর্ণনা।

একদা পাত্রমিত্রামাত্য-বেষ্টিত বেদাধ্যাপকাধ্যেত
গণ পুরোহিত স্বজন-বান্ধব-কবিজন পণ্ডিতমণ্ডিতাতি
যোদ্ধৃ পরমরণবোদ্ধৃব্যূহ সমূহ সংঘটনা ঘটনসমং
মহামতি সেনাপতিগণরাজিত বহুতরুণীকৃত সুললিত
চামরব্যজনজনিত কর-কঙ্কণ ঝনৎ ধ্বনিত বিকশিত
কেতকী কমলকলাপ বিলাপবিমোচন চন্দনগন্ধ
বিলিপ্ত সমীরণপূর্ণিত গায়কগুণিগণ গুঞ্জিত ভট্ট
সুবিজ্ঞ কুলজ্ঞ সুরঞ্জিত বিপুলবলিশতরক্ষিত রাজ
সমাজবিরাজিত প্রতাপান্বিত ধৈর্য্যগম্ভীর্য্যবীর্য্যবান
নরপতি শ্রীমোহন মহামতি স্বীয় পুরোহিতকে সা[illegible]
সম্ভাষণপূর্ব্বক মানস ব্যক্ত করিলেন যে হে মতিমন্
জগদীশ্বর আমাকে যদবধি এই রাজকার্য্যে নিযুক্ত
করিয়াছেন তদবধি স্বকীয় সাধ্যানুসারে আমি সমূহ
প্রজাকে স্বাপত্য বোধে নিয়ত প্রতিপালননিরত
আছি, অধুনা যদি আমার নবীন-কুমার শস্ত্র এবং
শাস্ত্র বিদ্যাতে নিপুণ এবং রাজকার্য্যে উ[illegible]ক্ত বটে,
তথাপি রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের মূলীভূতা যে বৈষয়িক
চতুরতা তাহা কোন্ উপায় দ্বারা মদীয় তরুণপুত্রে.
অচিরাৎ লভ্য হইতে পারে? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক
এই সভাসদ্গণ সন্নিধানে প্রকাশ করুন। রাজপুরো-
হিত, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন যে মহা

রাজের বিমলবদনবিনির্গত বচনসুধাধারে এই সভা মধ্যে কোন্ সাধুব্যক্তির চিত্ত সন্তুষ্ট না হইয়াছে, এবং ভাবিসুখের আস্বাদে আশা না করিতেছে? অপিচ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও এবম্ভূত মহৎরাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ অবশ্যই লোকের চাতুর্য্য অপেক্ষা করে, এবং সেই চতুরতা কি কি উপায়ে পুরুষে পর্য্যাপ্তি হইতে পারে তাহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

যথা।

দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতাচ, বারাঙ্গনারাজসভাপ্রবেশঃ।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি চাতুর্য্যভূতানি ভবন্তিপঞ্চ॥

দেশ পর্য্যটন এবং পণ্ডিতগণের সহিত মিত্রতা বেশ্যালয় আর রাজসভায় গমনাগমন এবং বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন, এই পাঁচ প্রকারই চতুরতা লাভের আমূল হইয়াছে, অতএব হে রাজন্! রাজকুমারকে দেশ পরিভ্রমণে প্রেরণ করুন, তাহাতে বহুদর্শী হইলে রাজপুত্রের চাতুর্য্য বৃদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরোহিতের এতৎ সৎপরামর্শ নৃপতির মনের সহিত ঐক্য হইলে রাজা বহুযত্নপূর্ব্বক রাণীকে সান্ত্বনা করিয়া কুমারকে দেশ পর্য্যটনে অনুজ্ঞা করিলেন। নবীন নৃপতি নবনব দেশাবলোকনের উৎসাহ প্রযুক্ত হর্ষ

যুক্ত হইয়া মাতৃ পিতৃ চরণারবিন্দ এবং ব্রাহ্মণাশীর্ব্বা
শিরোধারণ পূর্ব্বক প্রবাস গমনোদ্যুক্ত হইলেন।

কুমারের প্রদেশ গমনোদ্যোগ।

যাইতে প্রবাস হয় বুড়ার প্রমাদ।
যুবজন মনে বাড়ে দ্বিগুণ আহ্লাদ॥
কুমারের স্নেহে আজ্ঞা দিল নরনাথ।
মনোমত সৈন্য যত লহ নিজ সাথ॥
বাছিয়া লইল সঙ্গে হাজার সোয়ার।
এক এক জন তার অন্যের হাজার॥
বিপুল ভীষণমূর্ত্তি প্রকাণ্ড আকার।
দাড়ি গোঁফে সকলের মুখ অন্ধকার॥
লালফেটি মাথায় কোমরে লালফের।
জামাগায় জুতাপায় সেরেক ডুসের॥
ঘোড়ায় সোয়ার তলবার ঝুলে পাশে।
ছোরা ছূরী কিরীচ কোমরবন্ধ বাসে॥
আকর্ণ বেড়িয়া গোঁফ আছে পাকাইয়া।
কার সাধ্য তার পানে থাকে তাকাইয়া॥
বিষম গম্ভীর বুলি ভ্রূকুটী বিকট।
ধমকে চমকে বাঘ ভাবিয়া সংকট॥
ঘোড়ায় চড়িয়া সবে পরম সন্তোষে।

তোষদান বন্দুক বাঁধিল জিনপোষে ॥
তড়পার বন্দুক তাহার বড় জাঁক।
তুলিতে বীরত্ব বটে ছুড়িতে বিপাক॥
তোড়া জ্বালি রঞ্জকে ফুঁ দেয় তাড়াতাড়ি।
নিশানা ভুলিয়া যায়, পোড়ে গোঁফ দাড়ী ॥
তথাপি বন্দুকে তার নব অনুরাগ।
পুরা আস্‌বাব সঙ্গে না নিলে বিরাগ॥
তোষদানে প্রমাণস্থানের নাহি ক্রুটি।
এক দিগে বারুদ অপর দিগে রুটি ॥
এরূপ সত্বর সাজে সহস্র সোয়ার।
শত অশ্বপতি ক্রমে, দশ জমাদার ॥
সুরসেন সেনাপতি সাধু সদালাপ।
সৈন্য সংযমন হেতু যমের প্রতাপ ॥
শস্ত্রে শক্রজিত বলে পবন তনয়।
মন্ত্রণায় মাধব সমরে ধনঞ্জয়॥
রাজ আজ্ঞা পেয়ে গৃহে হইয়া বিদায়।
সৈন্য মাঝে চলে যুবরাজের সহায় ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ উষ্ট্র কতই বলদ।
তাঁবু সরঞ্জাম আর বহিছে রসদ॥
সঙ্গিদল বল দেখি হয়ে আনন্দিত।
রাজগৃহে কুমার হইল উপনীত ॥
যাত্রাকালে উলু ধ্বনি ব্রাহ্মণের গোল।

সকল ছাড়িয়া উঠে রোদনের রোল ॥
এক পুত্র বিদেশে পাঠাতে কত ক্লেশ।
যার এক পুত্র সেই জানে সবিশেষ ॥
বিষণ্ণবদন রাজা অন্তরে বিব্রত।
পুত্র কোলে রাণীকে বুঝান বিধিমত ॥
অমঙ্গল হবে ভাবি রাণী ধৈর্য্যধরে।
বিদায় হলেন রায় এই অবসরে ॥
সভক্তি প্রণমি পিতা মাতার চরণে।
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ লইল যতনে ॥
পাত্র মিত্র সহালাপ করিয়া তৎপর।
যাত্রা করে যুবরাজ হইয়া তৎপর ॥
কড়িলোভে দ্বিজ সবে হরি হরি বলে।
চল চল সেনাদলে কহে কুতূহলে ॥
একত্রে সহস্র অশ্ব চলিল যখন।
ধূলিময় গগণ হইল আচ্ছাদন ॥

কুমারের সজ্জা।

নৃপকুমার গুণযুত, তুরঙ্গ মজবুত,
সাজিত অদ্ভুত সাজে।
নিজ পোষাগ কত মত, প্রবাল মরকত,

জড়াও জহরৎ কাজে ॥
তথি প্রকাশ্য ঘন ঘন, সহাস্য সুবদন,
রহস্য রতি মনোলোভা।
মরি কিরূপ নটবর, সমান স্মরবর,
বয়ান শশধর শোভা ॥
মতি সুদাম নিরমল, রসান ঝলমল,
কুমার টলমল ভারে।
মণি বিণাটি বিরচন, যতেক অভরণ,
সুশোভি গল ঘন হারে ॥
সব হিরার চক চক, জরীর চকমক,
প্রবাল তক তক তাজে।
শির কিরীট কললিত, সুরূপ সুললিত,
সমুজ্জ্বলিত মণি রাজে ॥
হয় খুরের খটমট, নিনাদ চট চট,
ধূলায় লটপট সাজে।
নৃপকুমার বিকাশিত, স্বসৈন্যগণ বৃত,
শশভৃত মেঘ সমাজে ॥
যত তুরঙ্গ দ্রুতপথি, কুরঙ্গ সমগতি,
পলায় খগপতি লাজে।
নিজ প্রদেশ পরিহরি, বিদেশ কত তরি,
প্রবেশিল বিন্ধ্য সমাজে ॥

কুমারের প্রদেশ গমন।

সেনা সহ নৃপসুত ত্যজিয়া স্বদেশ।
নানা বেশে নানা দেশে করিছে প্রবেশ ॥
ছাড়াইল কত দেশ নগর পত্তন।
পাহাড় পর্ব্বত নদী বন উপবন ।
মঞ্জিলে মঞ্জিলে করে শিবির রঞ্জন।
সময়ে সকলে করে শয়ন ভোজন ॥
এইরূপে চলে রায় দক্ষিণ অঞ্চলে।
উত্তরিল ক্রমশঃ মগধ বিন্ধ্যাচলে॥
নিকটে বিন্ধ্যের শোভা করিতে দর্শন।
ইচ্ছামাত্র তথা রায় যায় সেইক্ষণ॥
সুরসেন অমনি ডাকিয়া সৈন্যদলে।
পশ্চাতে সত্বর হয়ে আসিবারে বলে ॥
আপনি চালায় নিজ তুরঙ্গ ত্বরিত।
কুমারের পাশে আসি হয় উপনীত ॥
কুমার সহাস্য সেনে করে সম্ভাষণ।
উভয় নির্ভয় হয়ে করিছে গমন ॥
হেন কালে নিকটে শুনিয়া কলধ্বনি।
দুইজনে সেইখানে চলিল তখনি ॥

দস্যু হইতে রমণী উদ্ধারণ।

চলে রায় সবান্ধব, শুনে নানা কলরব,

অস্ত্রের নিঃস্বন ঘনতর।
ক্রমশঃ নিকট যায়, বিকট শুনিতে পায়;
নারীর রোদন উচ্চ স্বর ॥
তাহে মন মুগ্ধ মোহে, দারুণ দুঃখিত দোঁহে,
দ্রুততর অশ্বেরে চালায়।
চলিল উভয় হয়, পবনে করিয়া জয়,
খুর ক্ষেপে ক্ষিতি ক্ষোভ পায় ॥
সরল লম্বিত গাত্র, ভূমি আলম্বন মাত্র,
সদা শূন্যপথে দৃষ্টি হয়।
কখন পৃথিবীতলে, কখন আকাশে চলে,
নিমিষেতে না হয় নির্ণয় ॥
জাঙ্গাল জঙ্গল জলা, শুষ্ক নদ নদী তলা,
আল খাল বিল গুল্ম বন।
পাহাড় প্রস্তর চাপ, খানা ঢিপি ঝোপঝাপ,
দৃষ্টিমাত্র করয়ে লঙ্ঘন ॥
গমন চকিত প্রায়, সম্মুখে দেখিতে পায়,
বাধিয়াছে সংগ্রাম বিষম।
নিকটে শিবিকা এক, ঘেরি সৈন্য সহস্রেক,
রক্ষা করে বিপক্ষ আক্রম ॥
দাসীগণ চারি পাশে, ভয়ে কাঁদে ঊর্দ্ধ শ্বাসে,
দেখি রায় বুঝিল লক্ষণ।
বধিয়া রক্ষকগণে, কুলজা রমণীজনে,

দস্যুগণ করিছে হরণ ॥
তরু পাশে গুপ্তকায়, রাজপুত্র সুররায়,
নীরবে নিরখি চমৎকার।
ধূলায় আঁধার সব, গরজে বজ্রের রব,
বরষে শোণিত শতধার ॥
প্রবল পবনচয়, নিশ্বাসে প্রকাশ হয়,
করকা শড়্কা শরঘাত।
বরষার লকলকী, বিদ্যুতের চকমকী,
অসি পড়ে যেন বজ্রপাত ॥
হুহুঙ্কার মার মার, শব্দ মুখে সবাকার,
অনিবার তরবার চলে।
কারো মধ্য কারো মুণ্ড, হস্ত পদ জানু তুণ্ড,
খণ্ড খণ্ড পড়ে ভূমিতলে ॥
মৃত্যু যন্ত্রণায় দেহ, ধরায় লুটায় কেহ,
পিপাসায় কারো প্রাণ যায়।
ভাবি পুত্র পরিবার, করে কেহ হাহাকার,
প্রাণ লয়ে কেহ বা পলায় ॥
ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি, জড়াজড়ি চড়াচড়ি,
প্রাণ ছাড়ে নাছাড়ে কামড়।
কেহ পড়ে কেহ উঠে, কেহ লুটে কেহ ছুটে,
দাপটে বহিয়া যায় ঝড় ॥
মহাবল দস্যুদল, রক্ষকেরা ক্ষীণবল,

ভগ্ন প্রায় করে পলায়ন ।
ক্ষীণে আগে ভেগে যায়, পশ্চাতে প্রবল ধায়,
ধরে আর করয়ে বন্ধন ।।
দেখিয়া স্বজন ক্ষয়, ফেলিয়া শিবিকালয়,
কাহারেরা পলায় সভয়ে ।
বিষম বিপদ হেরি, বিচিত্র শিবিকা ঘেরি,
দাসীগণ কাঁদে নিরাশ্রয়ে ।।
সে সময় দস্যুপতি, ভীষণ দর্শন অতি,
সেই স্থানে করে আগমন ।
দাসীদের তাড়াইয়া, শিবিকার পাশে গিয়া,
আবরণ করিল মোচন ।।
সুবর্ণ সুবর্ণরেখা, তার মধ্যে নারী একা,
পড়ে আছে অচেতন প্রায় ।
ভূষায় ভূষিতা নারী, দেখি দুষ্ট ব্যবহারী,
ধনলোভে ধরিবারে যায় ।।
হেনকালে যুবরায়, দস্যুপতি প্রতি ধায়,
দেখি তাঁরে সকলে বিস্ময় ।
কোপে দস্যু কটুভাষে, কুমার ঈষৎ হাসে,
আক্রমিল হইয়া নির্ভয় ।।
নিমিষেতে শতবার, চলে তাঁর তরবার,
নিবারিতে না পারে দুর্জ্জন ।
খড়্গ পড়ে দস্যু গলে, দুষ্ট পড়ে ভূমিতলে,

বজ্রে বৃত্রাসুরের মরণ ॥

প্রধান পড়িল রণে, ক্রোধান্বিত দস্যুগণে,
সকলে ঘেরিল যুবরাজে।
একা যুবা ঘোররণে, নিবারে সহস্রজনে,
ইন্দ্র যেন দৈত্যগণ মাঝে ॥
হেনকালে সুররায়, শীঘ্র সৈন্য সহ ধায়,
উপস্থিত আসিয়া তথায়।
বলা কহা নাহি আর, একেবারে দেখ মার,
সিংহনাদে গগন পূরায় ॥
দস্যুগণ পিছে চায়, বিকট দেখিতে পায়,
ঘেরিয়াছে সহস্র সেনায়।
গলায় মারিয়া লাফ, কোপ খেয়ে বলে বাপ,
মরে পাপ পড়িয়া ধরায় ॥
সুরের অস্ত্রের ধারে. মাছি এড়াইতে নারে,
দস্যুদল না দেখে উপায়
যুদ্ধে অবসর দিয়া, অস্ত্র শস্ত্র ফেলাইয়া,
শরণ লইল তাঁর পায় ॥

রমণী কুমার সংবাদ।

অনন্তর অবসর পাইয়া নাগর।
অমনি রমণী পাশে চলিল সত্বর ॥

দেখে গিয়া অবলা বিহ্বলা পূর্ব্বমত।
বিদলনে বিকচকমলকান্তি হত॥
কোলে করি কামিনীরে লইয়া ত্বরিত।
নিকট নির্ঝর পাশে হয় উপনীত॥
উত্তরীয় বস্ত্রপাতি শোয়ায়ে যতনে।
সিঞ্চিল শীতল জল নারীর বদনে॥
রমণীর রূপ দেখি ভাবিছে কুমার।
কিরূপ এরূপ আহা না দেখিব আর॥
কি মুখ কি ভুরু কিবা নয়নের ফাঁদ।
কিবা যৌবনের ছটা মনোমৃগ ফাঁদ॥
ভাবে রূপে সুবেশে হইছে অনুভব।
রাজকন্যা ভিন্ন নহে এমত বিভব॥
মনের বাঞ্ছিত ধন যদি এরে পাই।
দিবা নিশি হৃদয়পালঙ্কে দিব ঠাঁই॥
ঔষধের অধিক সুপথ্য নিরূপণ।
চিকিৎসায় অধিক যতন প্রয়োজন॥
পাইয়া শীতলবারি শীতল পবন।
ক্রমে রমণীর হয় প্রাণ সঞ্চরণ॥
টুটিল নিশ্বাস পাশ হৃদয় বন্ধন।
মুদ্রিত নয়ন ধনী খুলিল তখন॥
নিকটে পুরুষ দেখি একেলা আপনি।
আস্তে ব্যস্তে বস্ত্র সম্বরণ করে ধনী॥

কে.জানে দৈবের ফাঁদ বিধির কৌশল।
ভয়ের অধিক লজ্জা হইল প্রবল ।।
রায় বলে সুমুখি, নাহিক আর ভয়।
দেখ শত্রু সকলে হয়েছে পরাজয় ।।
বিধি বশে রবি শশী গ্রাসে রাহু কেতু।
আপনি বিধাতা তায় উদ্ধারের হেতু ।।
কুআশায় রবি কর করে আচ্ছাদন।
আপনি সে আপনার ঘটায় মরণ।।
তুমি রামা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন।
তোমার উদ্ধারে তাঁর সর্ব্বদা যতন ।।
পাপ করি দস্যুদল পাইল সংহার।
আমরা ছিলাম মাত্র উপলক্ষ তার ।।
রণ শেষে তোমাকে দেখিয়া অচেতন।
এই সুশীতল স্থলে করি আনয়ন ।।
সম্প্রতি তোমাকে দেখি স্বচ্ছন্দ সুমুখি।
সার্থক যতন মানি হইলাম সুখী ।।
প্রসন্নবদনে ধনী কহে মৃদুভাষে।
বিপাকে পড়িয়া মরি প্রাণের হুতাশে ।।
দস্যু হাতে যদি তুমি বাঁচাইলে প্রাণ।
প্রাণের অধিক ধন রক্ষা কর মান ।।
অবলা কুমারী একে কুলের কামিনী।
কেমনে এমন স্থলে থাকি একাকিনী ।।
চতুরঙ্গদল সঙ্গে কুমারী রাজার।

এখন সহায়হীন ভরসা তোমার ॥
রায় বলে একি কথা কহিলে সুন্দরি।
তব মানে প্রাণের অধিক বোধ করি ॥
যতক্ষণ আমার শরীরে আছে প্রাণ।
কার সাধ্য তোমারে করিবে অপমান ॥
দস্যু ভয়ে পলায়েছে রক্ষক তোমার।
সসৈন্যে রক্ষক আমি ভয় কি তাহার ॥
আলয়ের পরিচয়মাত্র যদি পাই।
সকলি প্রস্তুত আছে তথা নিয়া যাই ॥
হেঁটমুখে ভাবে ধনী কি হবে ইহার।
পরিচয় দিতে হয় কি করিব আর ॥
ব্যবহারে বোধ করি ভদ্রব্যবসাই।
কথার কৌশল আর কার্য্যে ভয় পাই ॥
সাত পাঁচ ভেবে রামা কহে শেষবার।
জয়পুর অধিপতি জনক আমার ॥
রায় বলে শুনিয়াছি সুবিখ্যাত নাম।
জয়সিংহ মহারাজা জয়পুর ধাম ॥
তাঁহার তনয়া সহ হইল মিলন।
সুদিন আমার আজি, সফল জীবন ॥
শুনিয়াছি নিকটে সে প্রসিদ্ধ নগর।
অবিলম্বে লইয়া যাইব অতঃপর ॥
এত বলি সুরসেনে নিকটে ডাকায়।
বিশ্রাম করিতে তাঁরে কহিল তথায় ॥

রাজকন্যা শিবিকায় করিল গমন।
আপনি চলিল সঙ্গে সেনা কয়জন॥
শিবিকার আবরণ খুলিয়া খুলিয়া।
রায় পানে চায় রামা ভুলিয়া ভুলিয়া॥
উভয়ে উভয় আঁখি মিলায় চকিতে।
ফিরিয়া ফিরায় ফিরে মিলিতে মিলিতে॥
পরস্পর নয়নের বিচ্ছেদ মিলন।
গণিতে পারগ সেই যে বুঝে লক্ষণ॥
নয়নে নয়নে যারা খেলে লুকাচুরি।
উভয়েই ধরাপড়ে চলেনা চাতুরি॥
পেটভরি ভৃঙ্গ যদি পদ্মমধু খায়।
উঠে পড়ে, পড়ে উঠে, নড়িতে না চায়॥
এইরূপ আঁখি খেলা খেলিতে খেলিতে।
দূর হয় সন্নিকট দেখিতে দেখিতে॥
পথিমধ্যে দাসীগণ আসিয়া মিলিল।
নগরে প্রবেশি সবে সত্বরে চলিল॥
রাজপুরে উঠিল আনন্দ-কোলাহল।
নিরানন্দে ফিরে রায় চলে বিন্ধ্যাচল॥

রাণী ও দাসী সংবাদ।

ভঙ্গত্রিপদী।

রমণী আইল নিকেতন। ঊর্দ্ধমুখে ধায় দাসীগণ।
রাণীর নিকটে, গিয়া সরপটে, কান্দি করে নিবেদন

ক হতো ঠাকুরাণি সকলে। রমণীরতন হারা হলে।
গছিল সকলি, বেঁচেছি কেবলি, তোমার পুণ্যের বলে॥
বদায় লইয়া তব পায়। পূজা করি আসি কালিকায়।
পথে অকস্মাৎ, ঘেরিল ডাকাৎ, মনে হলে কাঁপে কায়॥
মারীরক্ষক ছিল যারা। পলাইল কত গেল মারা।
মারা কয়জন, করেছি রোদন, দয়াধর্ম্ম হীন তারা॥
কজন সকলের বাড়া। আসি আমাদের দিল তাড়া।
পালালে পরে, না জানি কি করে, ভয়ে হই কাছ ছাড়া॥
দিগে শুন মা-ঠাকুরাণি। কালীর কৃপায় অনুমানি।
কিতে তখন, আসি একজন, বধিল সে পাপ প্রাণি॥
ঙ্গে তাঁর সেনা অগণন। দেখে ভাগে আর দস্যুগণ।
বে সেইজন, করিয়া যতন, রাখে রমণী জীবন॥
াহা কি মধুর কথা তার। কিরূপ কি গুণ ব্যবহার।
মণী রাখিয়া, গেলেন চলিয়া, কোন্‌খানে জানা ভার॥
াসীগণে যতমত ভাষে। রাণী নয়নের জলে ভাসে।
হিতে না পারি, উঠি ত্বরা করি, চলিল রমণী পাশে॥
সহে কোলে করি রমণীরে। ভাসে রাণী নয়নের নীরে।
লে একি কথা, মনে পাই ব্যথা, হৃদি বিঁধে বিষতীরে॥
ক কুবুদ্ধি ঘটিল আমায়। মাটি-খেয়ে যেতে দিতে সায়।
ব দুখ পেয়েছ, যে সহা সয়েছ, সকলি মম বিধায়॥
ায় মা কি লাজ এর বাড়া। রাজা যদি পান এই শাড়া।
াবি মরি দুখে, শেল হবে বুকে, মড়ার উপরে খাঁড়া॥
বদেশ বিখ্যাত যাঁর পাকে। স্বদেশ বিদেশে জানে যাঁকে।

তাঁহার সুতায়, চোরে লয়ে যায়, এ কলঙ্ক কিসে ঢাকে।
রমণী বলে মা কোনরূপে। রাখিতে হইবে চুপে চুপে
রাখ আজ্ঞা দিয়া, যেন কেহ গিয়া, এ কথা না কহে ভূপে,
বিধাতা বিমুখ হন যারে। সে দুখ খণ্ডিতে কেবা পারে
মঙ্গলসূচনা, দেবতা অর্চ্চনা, মায়ে নিবারিতে নারে।
যা হবার তাহা হইয়াছে। কোনরূপে মান বাঁচিয়াছে
এখন তাহার, কি হইবে আর, প্রকাশে কি ফল আছে।
রাণী মত দিল একথায়। কোটালে বলিতে দাসী যায়,
কোটালে ডাকিয়া, কহে বিবরিয়া, রাণীর আদেশ যায়,
মহিষীর আজ্ঞা ধরি শিরে। কোটাল করিল কত কিরে
নাহিক অন্যথা, প্রকাশিলে কথা, তার মাথা লব ফিরে

রমণীকে রাখিয়া কুমারের প্রত্যাগমন।

রাখিয়া নারীরে, চলে রায় ধীরে,
আপন বাসায় ফেরে।
মন নাহি লয়, না ফিরিলে নয়,
পড়িল বিষম ফেরে॥
বাহক যেমন, বাহন তেমন,
ঘোড়া হয় শ্রম খোঁড়া।
সুখের অঙ্কুর, হয়ে যায় চূর,
গোড়ায় হইলে খোঁড়া॥
ভাবে নিরন্তর, ব্যাকুল অন্তর,

নারীর অন্তরে আসি।
ভ্রমর যেমন, কমলে মনন,
চকোর চন্দ্রিকা আশী॥
থাকিতে তপন, শশী হুতাশন,
আন্ধার রমণী বিনা।
আমোদে বিলাপ, আলাপে প্রলাপ,
তুচ্ছ রব বাঁশী বীণা॥
মাতি প্রেমমদে, নারী প্রেমহ্রদে,
চিত্ত হইয়াছে লয়।
শুনি তার বাণী, দেখি মুখখানি,
সদা এই মনে লয়॥
সিন্ধুর সমান, প্রেমের তুফান,
রমণী তাহাতে তরী।
অভাবে তাহার, ভাবে অনিবার,
মরি মরি কিসে তরি॥
পাইব কেমনে, জীবনের ধনে,
উপায় না পেয়ে ভাবে।
ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
মগন ভাবিনী ভাবে॥
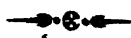
কুমারের সগণে অবস্থান।

ভাবিতে ভাবিতে রায় শিবিরে আইল।

স্থরসেনে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ॥
এ দেশে কিঞ্চিৎকাল থাকি ইচ্ছা হয়।
কিন্তু ভাবি পথিমধ্যে থাকা যুক্ত নয় ॥
নগরের অবিদূর অথচ গোপন ;
এই মত রম্যস্থান কর নিরূপণ ॥
সেন বলে এই বটে উপযুক্ত কথা।
নিকটে উত্তম স্থল আছে চল তথা ॥
স্থরের কথায় রায় করি অভিপ্রায়।
সেনা সরঞ্জাম সহ সেইখানে যায় ॥
নগর উত্তর পার্শ্বে পাহাড়েতে ঘেরা।
সেই স্থানে সকলে ফেলিল তাঁবু ডেরা ॥
মানুষের গতিবিধি অতি সাধারণ।
স্বভাবে নিভৃত অতি নিকুঞ্জ কানন ॥
নিকটে পূর্ব্বার স্রোত মন্দ-মন্দ বহে।
বিবিধ কুসুম-গন্ধ বহে গন্ধবহে ॥
মনোহর বনমধ্যে দেব সরোবর।
শতদলে মধুপানে মত্ত মধুকর ॥
গুণ গুণ গুঞ্জরবে উপজায় তান।
কুহরে কোকিলকুল শিহরে পরাণ ॥
ময়ূর ময়ূরী আর ভ্রমর ভ্রমরী।
কুতূহলে কেলী করে দিবস সর্ব্বরী ॥
নানা তরু-ছায়ায় নিভৃত সেই স্থান।
কুমার সেনার সহ করে অবস্থান ॥

নগর বর্ণন।

পরদিন প্রাতে উঠি নৃপতি-নন্দন।
চলেন নগর শোভা করিতে দর্শন॥
নানারঙ্গে বিন্ধ্যগিরি শৃঙ্গ শোভমান।
নগরের উত্তরে প্রাচীর ব্যবধান॥
দক্ষিণ পশ্চিমে তার তুল্য গড়খাই।
পূর্ব্বার মিলনে জল পূর্ণ সর্ব্বদাই॥
দক্ষিণাভিমুখে সিংহদ্বার সিংহকেতু।
চলঃ সেতু বন্ধ আছে পারাবার হেতু॥
এরূপে শহর পণা আছে ব্যবধান।
সাধ্য কি বিপক্ষকুল যাবে সেই স্থান॥
দেহুড়ির দুই পার্শ্বে দুই ঘড়িখানা।
ঘড়ি ঘড়ি করে তায় ঘড়ির ঠিকানা॥
কামানের বুরুজ গাঁথান শারি শারি।
তাহে আছে কামান পাতান ভারি ভারি
তথা হতে শড়ক লাগাও রাজবাটী।
দুই দিগে তাহার দোকান পরিপাটী॥
গলি গলি বাড়ী সব তেতালা চৌতালা।
জনপদ কলরবে কাণে লাগে তালা॥
পাথরের বাড়ী পাথরের বাঁধাঘাট।
চকবন্দী বাজার অগণ্য.পণ্য হাট॥
স্থানে স্থানে মন্দির সুচৈত্য দেবালয়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগী পুণ্যবন্তচয় ॥
কোনখানে গান বাদ্য আমোদের শেষ।
গুণিগণে করে নানা গুণের নির্দ্দেশ ॥
কোন স্থানে বারাঙ্গনা নৃত্যকী আগার।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা মধুর প্রস্তার ॥
পাড়ায় পাড়ায়, ঘাটে ঘাটে আরো শোভা।
তরুণী রমণী শ্রেণী মুনি মনোলোভা ॥
দেশ বিদেশীয় দ্রব্য আছে যে অবধি।
ছুই চকে কেনা বেচা হয় নিরবধি ॥
পটী পটী ভিন্ন দ্রব্য অনেক প্রকার।
খরিদার লোকে করিয়াছে গুল্‌জার ॥
মলমল নির্ম্মল ঢাকাই জামদান।
বাঙ্গালার গরদ চীনের চেলিথান ॥
কাশ্মীরী শাল যোড়া রুমাল বহুত।
কাশীর ওড়না নয়পালীয় দোসূত ॥
পাটনাই খেরো আর ছিট মাদরাজী।
সুলতানী বনাথ সাজিছে রাজীরাজী ॥
অন্যত্র বিকায় ফলমূল বহুতর।
স্বদেশী বিদেশী দ্রব্য সরস সুন্দর ॥
অন্যত্র দোকানী ধনী বেণে সদাগর।
গোলা গঞ্জ গদী কুটি আড়ঙ্গ বিস্তর ॥
জলপথে দ্রব্য আনে নেয় মহাজন।

উলাক পাটুলি কাছ্ছা ডিঙ্গী অগণন ॥
বরবটী বুট ভুট্টা বাজরা জোয়ার ।
কুর্থি আটা সুজি মোট ময়দা জনার ॥
মিষ্টান্ন বিবিধ মিলে হালুয়া সুপাক ।
সফেদ শর্করা ঘৃত ভঁয়ষার পাক ॥
সুদৃশ্য সুপক্ব সদ্য খাদ্য বহুতর ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননী ক্ষীর আর সর ॥
শহরের চারিদিগে আছে চারি থানা ।
জুয়াচুরি ডাকাতি চোরের জেল্‌খানা ॥
জমাদার থানাদার জল্লাদ কিরাত।
রোঁদচৌকী বালাগস্তী ফেরে দিন রাত ॥
ওসোয়াল নাখোদা গুজ্জরী ঈহুদিয়া ।
জহরী জহরপটী আছে সাজাইয়া ॥
দেমাগে ফেরায় ঘোড়া তুরুকসোয়ার ।
হাতি উট পদাতিক কাতারে কাতার ॥
দেহুড়ির অন্তর বাহিরে কত শত ।
পালোয়ান বলবান ফেরে অবিরত ॥
দেশোয়ালী ভোজপুরী শীক রজপুত ।
মারহাট্টা মাড়োয়ারী ভূপালী মজুত ॥
তুরকী ফরাসী রুমী মঙ্গল পাঠান ।
ওলন্দাজী হাবসী ফিরিঙ্গী ইস্পাহান ॥
নানা দেশী নানা বেশী যোদ্ধা বহুতর ।

সমরেতে সুনিপুণ দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥
কে জিজ্ঞাসে কি ভাষে কি নাম কোথা ধাম।
অবিরাম শহরে লেগেছে ধূমধাম ॥
নিকটে দেবানখানা কাছারীর ধূম।
ঠিকে গোঁজা জোরে ঘুস দুর্ব্বলে জুলুম ॥
সাক্ষাৎ ধর্ম্মেরপুরী রাজদরোধার।
পাত্র মিত্র আমলা প্রজায় গুলজার ॥
গোয়েন্দা সূচক দূত মন্ত্রি কত মত।
যাতায়াতে রাজদ্বারে ভীড় অসঙ্গত ॥
দরোজার বাহিরে লোকের হুড়াহুড়ি।
পালকী তাঞ্জাম ঘোড়া এক্কা রথ যুড়ী ॥
এইরূপে শ্রীমোহন রাজার নন্দন।
নাগরিক কৌতুক করেন দরশন ॥
নারীর সন্ধান কিছু না পেয়ে নাগর।
ফিরে যায় পুনরায় অন্তরে কাতর ॥
নগর দেখিতে আসা আশামাত্র সেটা।
প্রকাশিয়া নাহি কহে মনে আছে য়েটা ॥
সে দিন সেরূপে গেল না হয় উপায়।
চিন্তায় মগন, নিজ বাসে ফিরে যায় ॥

রমণী উদ্দেশে কুমারের গণকবেশ ধারণ

রমণীর অনুরাগে, কুমার অন্তরে জাগে,
নবপ্রেম পুত্তলি সুন্দর।

কি ভাবে হইবে সন্ধি, না পায় তাহার সন্ধি,
ভাবিছে উপায় নিরন্তর ।।
ধরে কত মত ঠাট, করে কত শত নাট,
কিছুতেই প্রত্যয় না পায় ।
একে একে করি শেষ, ছাড়ি সমুদায় বেশ,
গণকের রূপ ধরে রায় ।।
পরিধান ধুতি মোটা, কপালেতে দীর্ঘফোটা,
পুঁজিমাত্র পাঁজি সঙ্গে লয় ।
ধরিয়া গণক রূপ, চতুর নবীন ভূপ,
জয়পুরে উপস্থিত হয় ।।
বাড়ী বাড়ী পাড়া পাড়া, লইয়া বেড়ায় শাড়া,
গণিতে ডাকায় যত নারী ।
যার যে গণনা থাকে, সেই আগেভাগে ডাকে,
হুড়াহুড়ী লেগে গেল ভারি ।।
পঞ্জিকা রয়েছে মেলা, বারবেলা কালবেলা,
গ্রহ তিথি গণি কয় ত্বরা ।
মুখে কালী কালী রব, রাশিচক্রে অনুভব,
গ্রহগণ যেন হাতধরা ।।
যত কুলে কুলবতী, কুমারে করিছে নতি,
বিশেষতঃ বিরহিণীদলে ।
করে কত তাড়াতাড়ী, গণকের কাড়াকাড়ী,
এই বাড়ী এসো সবে বলে ।।
রায় সব বাড়ী যায়, নারীরা জিজ্ঞাসে তায়,

যাহার মনের যে যে কথা।
শুনি গুণী সারোদ্ধার, প্রতি বাক্যে সবাকার,
সন্তোষ করেন যথা যথা ॥
আর কত বুদ্ধিধরে, ঝাড়ান পড়ান করে,
গ্রহশান্তি কথায় কথায়।
কারো তাগা বান্ধে রায়, কেহ বা কবচ পায়,
কেহ বাসিজল পড়া খায় ॥
সহজে আরাম পায়, গণকের গুণ গায়,
নগরে রটনা হৈল ভারি।
গণনায় চতুরালি, বৈদ্যকে কবিত্ব খালি,
কুহকে ভুলিল নর নারী ॥
ক্রমশঃ নাগর রায়, জিজ্ঞাসি শুনিতে পায়,
রাজা রাজবংশ বিবরণ।
শুনে বার্ত্তা সমুদয়, নৃপকুল পরিচয়,
আচার বিচার যে লক্ষণ ॥
নৃপ জয়সিংহ রায়, যোগ্য বিজ্ঞ দক্ষতায়,
পুত্রহীনা রাজরাণী একা।
একমাত্র কন্যা ঘরে, রমণী সে নাম ধরে,
রূপ প্রভা যেন স্বর্ণলেখা ॥
রাজার মানসপূর্ণ, কন্যার বিবাহ তূর্ণ,
হইবে মার্ত্তণ্ড রাজ সহ।
শুনি এই সমাচার, দুঃখের নাহিক পার,
যুবরাজ ভাবে অহরহ ॥

বসন্ত বর্ণনা।

ফুটিল বনের ফুল, ছুটিল ভ্রমরকুল,
ঘটিল বিপদ বিরহির।
কুটিল কামের বাণ, লুটিল যৌবন প্রাণ,
টুটিল সম্মান মানিনীর ॥
উদয় বসন্তকাল, নিদয় কামের জ্বাল,
হৃদয় জ্বলিছে বিয়োগির।
বহিছে মলয় বায়, দহিছে বিরহী তায়,
কহিছে প্রণয় সংযোগির ॥
উদিত গগণে চাঁদ, বিদিত্ব কামের ফাঁদ,
সভীত বিরহিজন তায়।
কমল প্রফুল্ল জলে, বিমল সৌরভ চলে,
প্রবল সংযোগ সুখ যায় ॥
গুঞ্জরে পল্লব নব, গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
সঞ্চরে প্রেমের নব মান।
বসিয়া তরুর পরে, পিশিয়া পঞ্চম স্বরে,
রসিয়া কোকিল করে গান ॥

কুমার অদর্শনে রমণীর বিরহ পীড়া।

এ হেন দুরন্ত কাল বসন্ত উদয়।
অশান্ত যৌবন কান্ত বিনা শান্ত নয় ॥

রমণীয়া সে রমণী যুবতী রমণী।
স্মর শরে জরজর দিবস রজনী॥
মনের আগুন সে, কি, রহে সংগোপনে।
বাড়ায় প্রলয় তাপ মলয় পবনে॥
বিরহ কি সহে তায় সহজে নবীনা।
ফুলেতে শুকায় মধু মধুকর বিনা॥
মনের বেদনা নাহি সখিগণে বলে।
অন্তরে বিষের বাতী নিরন্তর জ্বলে॥
প্রাণপণে প্রাণ মান রাখিল যে জন।
পুন তার সহ কিসে হইবে মিলন॥
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই সে জীবন।
শয়নে স্বপনে মনে জাগে অনুক্ষণ॥
সুখের আধার হৈল দুঃখের আকর।
তপন হইতে তপ্ত সুধাকর কর॥
সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে বৃশ্চিক দংশন।
সাপের নিশ্বাস বহে মন্দ সমীরণ॥
রত্ন আভরণ অঙ্গে অনল সমান।
কুহরে কোকিল তায় শিহরে পরাণ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে হয় হুহুঙ্কার বোধ।
সঙ্গীত পঞ্চম স্বরে করে প্রাণরোধ॥
নয়ন দেখিতে চায়, মনো যারে ভাবে।
অমৃত গরল সম তাহার অভাবে॥

মনের যাতনা ধনী নাহিক প্রকাশে।
লাজভয় আছে পাছে লোকে মন্দভাষে
গোপনে দ্বিগুণ জ্বালা হইল বিস্তার।
ক্রমে রমণীর বাড়ে বিরহ বিকার ॥
শুকাইল ওষ্ঠাধর প্রবল পিপাসা।
জীবন রয়েছে মাত্র জীবনের আশা।
কখনো তাপিত তনু কখনো ঘামিছে ॥
চাঁদের সমান চাঁদ বদন কমিছে।
বিবর্ণ সোণার বর্ণ রসনা বিরস।
দিন দিন তনু ক্ষীণ হইল অবশ ॥
রমণীর ভাব দেখি ভাবেন নৃপতি।
রাজরাণী অবিরত বিষাদিত মতি ॥
রাজবৈদ্য চিকিৎসক আসে কত শত।
উপচার করে তারা আয়ুর্ব্বেদ মত ॥
হাত ধরি নাড়ী দেখি লেগে যায় দিশে।
বিষম এ রোগ উপশম হবে কিসে ॥
ভাবে সব হয়েছে মৃত্যুর অনুষ্ঠান।
ভরসা কেবল আছে বাতিক প্রধান ॥
অনুভাব পূর্ব্বরূপ লক্ষণালক্ষণ।
সকলি জানিতে পারে না জানে কারণ ॥
ব্যাধি বড় সোজা নহে ওঝা হারিমানে।
যার ভাবে ভাবান্তর সেই ভাব জানে ॥

উৎকণ্ঠায় শয়নে কণ্টক বোধ হয়।
বৈদ্য বলে সান্নিপাত বিষম সংশয় ॥
কমলের কচিপাতা শরীরে ঢুলায়।
বিরহ তপন তাপে অমনি শুকায় ॥
এ জ্বালা জ্বলন্ত জলে হয় নিরন্তর।
না বুঝিয়া বৈদ্য ভাবে এ বিষম জ্বর ॥
মূর্চ্ছা ধনী মুহুর্মুহু ডাকে প্রাণনাথে।
বৈদ্য বলে প্রলাপ সন্দেহ নাই তাতে ॥
আঁখি মুদি ভাবে ধনী কুমারের রূপ।
বৈদ্য বলে উপসর্গ এ দেখি বিরূপ ॥
এমতে নিদান ভাবে কবিরাজগণ।
কোনরূপে রোগের না হয় নিরূপণ ॥
চরকে চরম কিছু নাহি পায় খুঁজে।
সুশ্রুত অশ্রুত রোগ কিছু নাহি বুঝে ॥
বাগ্‌ভট নিকটে তাহার নাহি যায়।
নিদানে বিধান কোন দেখিতে না পায় ॥
আসুরী, মানবী, দৈবী মত নানা মত।
কিছুতে না হয় শান্তি পীড়া অসঙ্গত ॥
না মানে ঔষধ নাহি মানে তুক্‌তাক্।
পলাইল বৈদ্য যত ভাবিয়া বিপাক ॥
কন্যাকে হেরিয়া রাণী ভাবে মনে মনে।
রমণী আমার ভাল হইবে কেমনে ॥
প্রতিবাসী পুরবাসী যত নারীগণ।

কান্দিয়া রাণীরে সবে করে নিবেদন ॥
চাঁদমুখ দেখে বুক দুখেতে বিদরে।
কেমনে হইবে রক্ষা দগ্ধ করে জ্বরে ॥
হায় হায় দেখ একি কর্ম্ম বিধাতার।
আহা মরি চাঁদে করে রাহুতে আহার ॥
সাত নাই পাঁচ নাই এক মেয়ে সার।
বিধিমতে হয় যাতে কর প্রতীকার ॥
বিদেশী আচার্য্য এক নগরে এসেছে।
ভাল কবিরাজ সেই সকলে দেখেছে ॥
কি জানি কি মন্ত্র পড়ি করেন কি যোগ।
স্পর্শমাত্র শান্তি পায় রোগের যে ভোগ ॥
ডেকে আনি তাঁরে আমাদের মনে লয়।
এ রোগ হইবে শান্তি নাহিক ব্যত্যয় ॥
ইহা শুনি রাণীর সহজে লয় মন।
ডাকিবারে গণকেরে নৃপতিকে কন ॥
কন্যার পীড়ার জন্য নৃপতি কাতর।
গণকেরে ডাকাইতে পাঠান সত্বর ॥

কুমারের বৈদ্যবেশে রাজসভায় গমন

নগরেতে প্রতিদিন বেড়ান কুমার।
খুঁজিয়া তাহারে পায় রাজচোপদার ॥
প্রণমিয়া চোপদার নিবেদয় সব।

কহিল যে জন্য আছে রাজার তলব ॥
শুনিয়া যুবকরায় মনে হরষিত।
অবিবাদে মনঃসাধ হইল পূর্ণিত॥
বৈদ্যবেশে চলে রায় রাজার সমীপে।
সঙ্গে করি নিল রঙ্গে ঔষধের ডিপে॥
পাত্রমিত্র সভাষদ সকলে বেষ্টিত।
সভায় বসিয়া রাজা অতি বিষাদিত॥
হেনকালে যুবরায় তথা উপনীত।
নৃপবরে সম্ভাষণ করিল বিহিত॥
প্রতিসম্ভাষিয়া রাজা চান পরিচয়।
রচিয়া সংস্কৃত-কবি কবিরাজ কয়॥
একভাবে আপনার দেন পরিচয়।
ভাবান্তরে নিজ অন্তরের ভাব কয়॥

সমাগতস্তে সদনে সদাশয়।
ত্বদীয় কন্যাতনুপীড়িতিমাং॥
সুখংপ্রণেতুং করধারণাত্তু তাং।
নিযোজয়ত্বং কবিরাজমীক্ষিতুং॥

অস্যার্থ উভয়পক্ষে। হে সদাশয়! হে সাধো! ত্বদীয় কন্যা, তবসুতা, তনুপীড়িতা, শরীর রোগ শালিনী, অতনুপীড়িতাচ, (অনঙ্গ ব্যথিতাচ) ইতি

প্রত্বা, তব সদনে (গৃহে) সমাগতং (উপস্থিতং) কবিরাজং কবিবরং বৈদ্যঞ্চেতি শ্লেষঃ। মাং করধারণাৎ নাড়ীদর্শনার্থং বিবাহার্থঞ্চ হস্তধারণাদ্ধেতোস্তাং কন্যাং সুখং রোগোপশমেন শরীর সুস্থতাং বিবাহেন কামসুখঞ্চ প্রণেতুং প্রাপয়িতুং, ঈক্ষিতুং দ্রষ্টুং তুং নিযোজয় প্রেরয় ইত্যন্বয়ঃ।

হে সদাশয়! আপনকার কন্যা তনুপীড়িতা, (শ্লেষ পক্ষে অতনু অর্থাৎ অনঙ্গ পীড়িতা) ইহা শুনিয়া আমি কবিরাজ (শ্লেষ পক্ষে কবি প্রধান) আপনকার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে আপনার কন্যার কর ধারণ অর্থাৎ রোগ শান্তি জন্য নাড়ীদর্শন করিতে (শ্লেষ পক্ষে পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ দ্বারা কামসুখ প্রদান জন্য) নিয়োগ করুন।

কুমারের রমণীর সহিত সাক্ষাৎকার।

এইরূপে কহে রায় কবিতা রচিয়া।
রাজার হইল শ্রদ্ধা দেখিয়া শুনিয়া।
আপনি বৈদ্যেরে লয়ে চলেন ত্বরিত
রমণীর নিকেতনে হন উপনীত॥
রমণীরে দেখে রায় বিষাদিত মন।
শয্যায় মিলিয়া আছে সদা অচেতন॥

কহে নৃপে কবিরাজ করি নিবেদন।
দর্শন স্পর্শন প্রশ্ন শাস্ত্রের লিখন ॥
বলিয়া নারীর করে করে কর দান।
পরশে অবশ রায় নারী পায় জ্ঞান ॥
রায় কহে তবে করি রোগ নিরূপণ।
জানিবেন পীড়া শুদ্ধ রসের কারণ ॥
একেতো সময় দোষে রসের গৌরব।
সংপূর্ণ তরুণরসে রোগের উদ্ভব ॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি চিকিৎসার যোগ।
রোগের নিদান বুঝি ঔষধ প্রয়োগ ॥
কষায়ণ করি যদি পরে কষ্ট পাবে।
রসায়ন করিলে যাতনা দূরে যাবে ॥
এ জ্বরে মকরধ্বজ-রস আছে সার।
সেবন করিলে তায় হবে প্রতীকার ॥
রায় পানে নয়ন মেলিয়া ধনী রয়।
দূরে যায় জ্বর, হয়, বিষে বিষক্ষয় ॥
মনোমত ধন পেয়ে ধনী মন বাঁধে।
কে যেন দিলেক হাতে গগনের চাঁদে ॥
নাগর নিকটে পেয়ে হইল ভরসা।
মলিনবদনী ধনী হইল সরসা ॥
পুনরায় নারীর হৃদয়ে দিল হাত।
শীতল হইল অঙ্গ নাহিক ব্যাঘাত ॥
অন্তরে অন্তর হৈল মদন বিকার।

রাজা রাজপরিবার সবে চমৎকার ॥
রায় বলে মহারাজ মগ্ন হৈল জ্বর।
যে কিছু কসুর আছে যাবে অতঃপর ॥
রাজা রাণী আনন্দেতে নিমগ্ন হইল।
হারা-নিধি বিধি যেন করে মিলাইল ॥
কবিরাজে নৃপ কহে রাখিয়া সম্মান।
রমণীকে বাঁচাইয়া বাঁচাইলা প্রাণ ॥
তোমারে অদেয় আছে বল কিবা আর।
তথাপি লইতে হয় কিছু পুরস্কার ॥
ঈষৎ হাসিয়া রায় ভাবে মনে মনে।
এ দায়ে বাঁচিয়া হব বিদায় কেমনে ॥
প্রকাশিয়া বৈদ্য বলে থাকুক এখন।
আরাম করিয়া পরে চাহিব তখন ॥
আশার অধীন হয়ে তব রাজ্যে আসা।
পুরাতে হইবে মনে আছে যেই আশা ॥
এক্ষণে আদেশ হৈলে যাইব বাসায়।
এত বলি বিদায় লইয়া যায় রায় ॥

কুমারের রমণীর সহিত স্বপ্নে বিহার

বাসায় আসিয়া রায় ভাবে মনে মনে।
আরবার তার রূপ হেরিব কেমনে ॥
পাইয়া সুধার বিন্দু নাহি পূরে আশা।

পুনঃ বাড়ে চকোরের দ্বিগুণ পিপাসা ॥
প্রতিদিন মধুপ পদ্মের মধু খায়।
আয়াসে প্রয়াস তার মিটেনা তাহায় ॥
দিবসে অন্তরে রায় করে যে মন্ত্রণা।
শয়নে স্বপনে সদা সেই আলোচনা ॥
প্রকাশিয়া সুরসেনে কহিতে ডরায়।
ভয় আছে বাপে পাছে লিখিয়া জানায় ॥
সম্বন্ধ অন্যের সহ হয়েছে নারীর।
শুনে সে অবধি হয় অন্তর অস্থির ॥
ভাবে রায় উপায় নাহিক স্থির হয়।
উদয় রজনীনাথ রজনী সময় ॥
সুখের শয্যায় দুঃখে করিল শয়ন।
নিদ্রার প্রয়াসে রায় মুদিল নয়ন ॥
জাগিছে রমণী রূপ হৃদয়কমলে।
আধো আধো নিদ্রা আসে নয়নযুগলে ॥
স্বপন দেখিছে রায় সুরত সুরঙ্গে।
রমণী আসিয়া যেন বসিল পালঙ্গে ॥

স্বপ্ন।

নাগরবর হরষিত সুখসাগর পর ভাসে।
জীবনধন সরস রতন পাইল সহবাসে ॥

ছাঁদিল নিজ বিকচহৃদয় বাহু যুগলপাশে।
কোমল কর করণক কুচ মর্দন অভিলাষে ॥
চাটুক শত বচন রচন চুম্বন ঘন রঙ্গে।
নির্ভর তনু কষণ রমণ মানস রতিরঙ্গে ॥
বালিশ ধরি অলস সরস সাধিল অবিলম্ব।
আপন মন তুষিল হইল আপনি অবলম্ব ॥
বাড়িল অতি পিরি[illegible] ত্বরিত দৈব হইল সঙ্গ।
প্রেম উঠিল ব[illegible] ভিজিল স্বপ্ন হইল ভঙ্গ ॥

কুমারের রমণীর সহিত সম্মিলনের উপায় চিন্তা।

স্বপন হইল ভঙ্গ, ভাঙ্গিল নিদ্রার রঙ্গ,
আস্তে ব্যস্তে উঠিল কুমার।
মিথ্যা রমণীর সঙ্গ, মিথ্যা অনঙ্গের রঙ্গ,
বসনে নিশানামাত্র সার ॥
না পূরিল মনঃসাধ, বাড়িল বিষম বাদ,
জ্বলাইল দারুণ হুতাশ।
বিকল সকল বেশ, কাঁপে উরু উরোদেশ,
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস ॥
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, ভাবনায় হয়ে ভোর,
উৎকণ্ঠায় কণ্টক শয়ন।

ইচ্ছা যদি পাখা পায়, অমনি উড়িয়া যায়,
নারী করে হৃদয় বন্ধন ॥
মনের বাসনা যত, বিধি কি মিলান তত,
কামির কামনা বড় জোর।
কেমনে তাহারে পাব, কেমনে তথায় যাব,
ভাবিতে ভাবিতে হৈল ভোর ॥
প্রত্যূষে যুবকরাজ, সারি প্রাত্যহিক কাজ,
যায় প্রাণ প্রিয়ার প্রয়াসে।
ভাবে করি কি মন্ত্রণা, ঘুচাইব এ যন্ত্রণা,
মিলিব কেমনে প্রিয়-পাশে ॥
তারে মোর প্রয়োজন, আমি তার প্রিয়জন,
বিধিমতে জেনেছি নিশ্চিত।
কিছুমাত্র বাকী নাই, কেবল সে জানা চাই,
কোন্ পথে গমন উচিত ॥
লুকায়ে আসিব যাব, গোপনে প্রণয় পাব,
সুখে সুখে করিব বিরাজ।
যা হবার হবে তাই, এ কর্ম্মে সাহস চাই,
চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কাজ ॥
ইথে যদি ক্ষান্ত থাকি, আমাকে দিবেক ফাকি,
মিথ্যা ভয়ে পাব সত্য শাজা।
মুখ হৈতে কেড়ে নিয়ে, বুকের উপর দিয়ে,
নিয়ে যাবে নাগোরের বাজা ॥

জয়সিংহ কাছে গিয়া, নিবেদন জানাইয়া,
নগরেতে করি গিয়া বাসা।
নিকটে থাকিলে তবে, উপায় অনেক হবে,
বিলম্ব বিবিধ কর্ম্মনাশা ॥
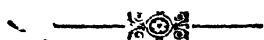
রাজার আদেশে নগরে কুমারের বাস নিরূপণ।

এত ভাবি রাজপুত্র করয়ে গমন।
বৈদ্যবেশে উপনীত রাজার সদন ॥
বিধিমত সম্ভাষণ করে নৃপবরে।
বসিতে কহেন রাজা অতি সমাদরে ॥
বৈদ্য বলে মহারাজ করি নিবেদন।
প্রার্থনা নিকটে তব থাকি অনুক্ষণ ॥
দূর হৈতে যাতায়াতে ক্লেশ বহুতর।
নিকটে পাইলে বাসা সুসার বিস্তর ॥
মহতের কাছে থাকা পুণ্য বোধ করি।
সর্ব্বদা সমীপে থাকি আজ্ঞা শিরে ধরি ॥
বৈদ্যের প্রার্থনা মত রাজা আজ্ঞা দিল।
নিকটে নিরালা বাসা নিযুক্ত হইল ॥
লয়াজেমা জিনিস আহার্য্য আদি যত।
রাজবাটী হইতে আইল বিধিমত ॥

রাজধানী নিকটে বাসার করি স্থির।
বিদায় হইয়া রায় হইল বাহির॥
নগর ত্যজিয়া বৈদ্যবেশ ত্যজে রায়।
বাসে আসে সুরসেন সসৈন্যে যথায়॥
সুরের সম্মুখে পড়ি লজ্জিত হইল।
হাসি হাসি সুরসেন কহিতে লাগিল॥

সুরসেনের সহিত কথোপকথনান্তে রাজপুত্রের নাগরিক বাসায় গমন।

সুরসেন বলে ভাই, কেমন দেখিতে পাই,
ব্যবহারে ব্যবসা নির্ণয়।
থেকে থেকে বল যাই, এই আছ এই নাই,
এ বড় রকম ভাল নয়॥
শহরে সর্ব্বদা থাক, শহরে আলাপ রাখ,
শহর হয়েছে বাড়ী ঘর।
যথা যথা মধু পায়, মাছি তথা তথা ধায়,
নৈলে কেন এত ভরাভর॥
মোরে ভাই দিয়া ফাকি, করিতেছ যে চালাকি,
ইঙ্গিতে বুঝেছি সমুদায়।
বুড়ো বটী কাজে হারি, তথাচ শিখাতে পারি,
বুড়ারে ভুলান বড় দায়॥

রায় বলে মহাশয়, ইহা যদি সত্য হয়,
যে দোষ সে সকলি তোমার।
আমরাতো ছেলে-পিলে, বিয়া দিতে পার দিলে,
প্রসঙ্গ নাহিক কর তার ॥
আইবড় কত দিন, রহিব যুবতী হীন,
কেবল বিয়ার দিন চেয়ে।
বয়স বাড়িল কত, যৌবন হইলে গত,
কি হইবে যুবানারী পেয়ে ॥
বিয়া দিবে ভাবিতাম, দিলেনাতো দেখিলাম,
কি করি আপনি সচেষ্টিত।
যদ্যপি হয়েছ বুড়া, তথাচ বাপের খুড়া,
অনুমানে বুঝেছ নিশ্চিত ॥
সুরসেন হাসি কয়, ভাবে তাই বোধ হয়,
রায় বলে যা ভাব তা নয়।
না পারি কথার ছলে, সেন অবশেষে বলে,
কর ভাই যাহা ইচ্ছা হয় ॥
কবি বলে তবে বলি, বিবরণ যে সকলি,
নিত্য যাই রাজনিকেতন।
বর্ণিয়া কবিত্ব রস, সভায় পেয়েছি যশ,
রাজা করে রত্ন আকিঞ্চন ॥
রাজার আদেশ আছে, যেতে হয় তাঁর কাছে,
নিত্য রজনীর দরবার।

অঙ্গীকার করিয়াছি, যত দিন হেথা আছি,
নিত্য নিশি যাব একবার ॥
আসিয়াছি এক দেশ, জানা চাই সবিশেষ.
রাজার প্রজার ব্যবহার।
এ হেতু শহরে যাই, কৌতুক দেখিতে পাই,
অন্য আশা নাহিক আমার ॥
এরূপ কথার ধারা, সেন হয় দিশাহারা,
যুবরাজ সত্বর হইল।
ভৃত্যগণ লয়ে সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
নগরে বাসায় উত্তরিল ॥

সখীগণ সহিত রমণীর মন্ত্রণা।

হেথা নিজ অন্তঃপুরে সঙ্গিনীর সঙ্গে।
রঙ্গিণী কাটিছে কাল কথার প্রসঙ্গে ॥
বামা উমা রমা পদ্মাবতী চন্দ্রাবতী।
বসিয়াছে পঞ্চ সখী পঞ্চ গুণবতী ॥
নৃত্য গীত বাদ্য চিত্র কাব্য মনোরম।
পঞ্চগুণে পঞ্চ সখী শিক্ষিতা উত্তম ॥
মনের গোপন কথা সখীগণ সঙ্গে।
সতত জুড়ায় প্রাণ কুমার প্রসঙ্গে ॥
আঁখির কুহকে যার ভুলিয়াছে মন।

তাহার নিস্তার নাই থাকিতে জীবন ॥
সেই কথা তোলাপাড়া সেইরূপ ধ্যান।
তাহার অভাবে আর নাহি পরিত্রাণ ॥
সরমে মরম কথা ঢাকে সুযতনে।
প্রিয়তমা বাঁদাকে কহিল সংগোপনে ॥
বৈদ্যবেশে এসেছিল যে নবনাগর।
সেই মম প্রাণ ধন যুবক-সুন্দর ॥
দস্যু হাত হৈতে সেই করেছে উদ্ধার।
ভাল হতো নিয়ে যেতো না আনিতো আর ॥
মাটি খেয়ে আইনু রাখিতে কুল মান।
এখন মানের দায় যায় বুঝি প্রাণ ॥
সেই মম প্রাণনাথ জীবনের ধন।
হৃদয়ের নিধি সেই প্রাণ প্রিয়জন ॥
জানি নাই তাহার কি জাতি কুল নাম।
তথাপি তাহাতে মন ধায় অবিরাম ॥
প্রাণের হুতাশে চাই তাহারে আনিতে।
কুল মান ভয়ে তাহা না পারি করিতে ॥
জানতো নাগোর রাজা যেমন সুন্দর।
অভাগির কপালে যুটেছে সেই বর ॥
দেখিতে না পারি যারে মন নাহি চায়।
তার সহ ধরে বিয়া দেয় বাপ মায় ॥
কাহারে কহিব আমি এ সব যন্ত্রণা।

বল দেখি প্রাণসখি কি করি মন্ত্রণা ॥
বামা বলে আমরাতো তোমা ছাড়া নই।
আজ্ঞা দিলে না পারি এমন কর্ম্ম কই ॥
আমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা এই।
মনোনীত যে তোমার বর হবে সেই ॥
দেখেছি তাহাকে মোরা কহিতে কি ভয়।
নাগোরের রাজা তব উপযুক্ত নয় ॥
যে শুনি মার্ত্তণ্ডসেন নিতান্ত বর্ব্বর।
ভেক কভু নাহি হয় পদ্মিনীর বর ॥
আধবুড়া তাহে গোটা দশবারো মাগ।
তারে নিয়ে কথন কি হয় অনুরাগ ॥
চিরকাল দুঃখ পাবে না হইবে সুখী।
আমরা সঙ্গিনী তব সঙ্গে সঙ্গে দুখী ॥
দেখেছি তাঁহাকে তব প্রিয় যেই জন।
সুজন তাঁহার মত আছে কোন্ জন ॥
চতুর রসিক তায় রূপ গুণবান।
কোথায় পাইবে বর তাঁহার সমান ॥
যে রমণী তাঁরে ছেড়ে চাহে অন্য জন।
অমৃত ফেলিয়া করে গরল ভক্ষণ ॥
স্বচক্ষে দেখেছি এঁর, কোন দোষ নাই।
তাতে এঁতে এত ভেদ, সোণা আর ছাই ॥

অতএব যদি আজ্ঞা কর তবে যাই।
যেরূপে সেরূপে তাঁরে আনিয়া মিলাই॥
একবার তাঁর সঙ্গে হৈলে আলাপন।
বুঝাযাবে কি জাতি কি নাম কি লক্ষণ॥
নারী কহে যা কহিলে মোর সেই মত।
আম যদি গোপনে করিতে পার পথ॥
প্রাণ পাই এখন করিয়া সম্মিলন।
পরের ভাবনা পরে ভাবিব তখন॥
লুকায়ে এখানে তাঁরে কেমনে আনিবে।
তাই ভাবি নিরবধি কে কোথা খেদিবে॥
এখনো আশ্বাস আছে হইবে প্রতুল।
প্রকাশে প্রলয় হবে হারাব দকুল॥
বামাবলে যা কহিবে তাহাই মানিব।
পরিচয় যাহা হয় এখনি আনিব॥
নিকটে তাঁহার বাসা জেনেছি নিশ্চিত।
আজ্ঞা দিলে অবিলম্বে করিব বিহিত॥
ধনী বলে তবে সখি যাইয়া ত্বরিত।
ছলে তাঁর পরিচয় জানহ নিশ্চিত॥

বামার নিকট কুমারের পরিচয় প্রদান

দিনকর ক্ষীণকর অস্তাচলে যায়।

ভব ধরে নব ভাব সন্ধ্যার শোভায়।।
বিধু করে মৃদুকরে ধরা সুশীতল।
অপরূপ রূপ ধরে গগন মণ্ডল।।
শত শত তারা দায়া তারাপতি মাঝে।
স্ফাটিকে মল্লিকাহার, তারা যেন সাজে।।
কুমুদী প্রমুদী সুখা শশাঙ্ক হেরিয়া।
রসভরে হাস্য করে ঘোমটা খুলিয়া।।
পবন হিল্লোল পেয়ে অঙ্গ যত নড়ে।
বঁধু প্রেমে মধুতার উথলিয়া পড়ে।।
প্রিয়তম পতির দেখিয়া ঘোর দুখ।
নলিনী মলিনী লাজে লুকাইল মুখ।।
উঠিল প্রেমের ভাব, প্রেমিকের মনে।
প্রিয়া সহ প্রেমালাপ হবে কত ক্ষণে।।
এই কালে যুবরাজ বসিয়া বাসায়।
বামা আসি হাসি হাসি সম্মুখে দাঁড়ায়।।
অকস্মাৎ নারী এক দেখি নিজ পাশে।
কে তুমি! বলিয়া রায় তাহাকে জিজ্ঞাসে।।
বামা বলে আমি রাজকুমারীর দাসী।
ভরসা করিয়া বড় তবপাশে আসি।।
শুনিয়া বামারে রায় বসায় যতনে।
জিজ্ঞাসে কুশল বার্ত্তা হরষিত মনে।।
বামা বলে শুনি এক অপূর্ব্ব কাহিনী।
প্রত্যয় না মানে মনে স্বরূপ না জানি।।

তুমিতো গণক চতুরের চূড়ামণি।
শুনিলেই সত্য মিথ্যা বুঝিবে এখনি ।।
শুনিলাম কোন ঠাঁই একদা উষায়।
ঘোরতর অন্ধকার হৈল কু আশায় ।।
ক্ষুধিত ভ্রমর এক ক্ষুধার জ্বালায়।
অন্ধ হয়ে গন্ধে গন্ধে পদ্মবনে যায় ।।
একেতো ভ্রমর কালো তাহে অন্ধকারে।
অলিরাজে কমলিনী চিনিতে না পারে।।
গুণ্ গুণ্ রবে অলি শাড়াদেয় কত।
স্পষ্ট পরিচয় বিনা পদ্মিনী বিরত ।।
ভ্রমরের শব্দ ভাণ, মাছি যদি হয়।
স্বরূপ না জানি ভৃঙ্গে না দিব আলয় ।।
এতভাবি সরোজিনী মুদিত রহিল।
নিলয় না পায় ভৃঙ্গ ফাঁফরে পড়িল ।।
কত ক্ষণে কু আশা হইল বিমোচন।
অরুণ উদয়ে পদ্ম ফুটিল তখন ।।
অলিকে আকুল দেখি কমলিনী হাসে।
দেয় স্থান মধুপান করায় উল্লাসে ।।
বামার কথায় রায় মনে মনে ভাবে।
পরিচয় চায় সখী বুঝা যায় ভাবে ।।
কমলিনী রমণী সে সুধার আলয়।
আমারে না দিবে স্থান বিনা পরিচয় ।।
বামারে তখন রায় হাসি হাসি কহে।

যা শুনালে সত্য ইহা কভু মিথ্যা নহে ॥
পেয়েছি রমণী মন বিনা পরিচয়।
এখন উচিত পরিচিত হৈতে হয় ॥
বিজয় নগর পতি রাজা শ্রীমোহন।
কুমার আমার নাম তাঁহার নন্দন ॥
বহু দর্শনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ।
করিতেছিলাম নানা দেশ পর্য্যটন ॥
ইতি মধ্যে পথে দস্যুহাতে দেখি নারী।
জান তাহা যে প্রকারে তাঁহারে উদ্ধারি ॥
সেই যে রমণী সহ মিলিল নয়ন।
তদবধি নিরবধি দহিছে জীবন ॥
করিতেছি মিলনের অশেষ সন্ধান।
মিলিয়াও নাহি মিলে কি করি বিধান ॥
রমণী আমার প্রাণ আমি হই দেহ।
প্রাণ রাখ তাঁর সহ মিলাইয়া দেহ ॥
হৃষ্টমতি বামা অতি শুনি পরিচয়।
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া পরে কয় ॥
অনুমান করেছি যে হইল প্রমাণ।
শুনিয়াছিলাম দেখিলাম বিদ্যমান ॥
রমণী তোমার তাঁর তুমি মহাশয়।
নিজ ধন নিজে নেবে তাহে কি সংশয় ॥
উভয়ে উভয়ে যোগ্য মনে মনে মানি।
পরস্পর মিলিবে মিলাব এই জানি ॥

আমরা তাঁহার দাসী আজ্ঞার অধীনা।
তাঁর সুখে সুখী তাঁর দুঃখে হই দীনা।
তাঁহা বিনা যুবরাজ আপনি যেমন।
তিনি তব বিরহেতে তাপিতা তেমন॥
ইহাতে ভাবনা কিবা ত্বরায় ঘটিবে।
গোপনে উপায় করা নহিলে রটিবে॥
আজ্ঞা হয় আজি যাই রাজ নিকেতন।
কালি আসি বিশেষ করিব নিবেদন॥
নাগর কহিছে ভাল থাক,তো এখন।
বৈসহ কিঞ্চিৎকাল করি আলাপন॥
কোন্ দিন মিলাইবে রমণীর সঙ্গে।
এখন কাটাব কাল কি কথা প্রসঙ্গে॥
দুবার রমণী সহ ঘটেছে মিলন।
বিধির বিপাকে হয় ক্ষণিক দর্শন॥
শুনিব তোমার মুখে এই বাঞ্ছা করি।
কহ দেখি কেমন সুন্দরী সে সুন্দরী॥
বামা বলে সে আমার অসাধ্য সাধন।
তথাপি যা জানি তাহা করি নিবেদন॥

রমণীর রূপ বর্ণনা।

কমলের কোমলতা চন্দ্রিকার শোভা।
তারকবিদ্যুৎকান্তি অতি মনোলোভা॥

এ সকল একত্র করিয়া সঙ্কলন।
রমণীরে বিধি বুঝি করেছে সৃজন ॥
কশাঙ্গী বিবিধ ভঙ্গী নয়ন হেলায়।
অপাঙ্গে অনঙ্গ কত ইঙ্গিতে খেলায় ॥
কখনো সজল আঁখি কখনো লোহিত।
কখনো লজ্জায় হেঁট ভয়ে সচকিত ॥
এরূপ চিত্তের ভাবে প্রমত্ত নয়ন।
ভাবি বুঝি আঁখিতার মানস দর্পণ ॥
নয়নের সুখ নিধি তাহার বদন।
পুরুষের মনোহর মন্ত্র নিকেতন ॥
আরক্তিম ওষ্ঠাধর সুন্দর সরস।
চুম্বনে সম্ভোগ হয় চাতুর্ব্বিধ রস ॥
সে চাঁদ বদনে সুধামাখা মৃদুহাসি।
মধুর বচন তায় মদনের ফাঁসি ॥
চাঁচর চিকুর মাঝে বদন সুন্দর।
চঞ্চল জলদ পাশে শোভে সুধাকর ॥
উঠিতেছে কেবল হৃদয়ে কুচদ্বয়।
বঁধুর বাঞ্ছিত ধন মধুর আলয় ॥
চুচুকে ঈষৎ চিহ্ন হতেছে দর্শন।
চাঁদের হৃদয়ে যেন কলঙ্ক অর্পণ ॥
ভুজঙ্গ বলিত ভুজ সুকোমল কর।
বিবিধ প্রেমের বন্ধ বন্ধনে তৎপর ॥

কটিদেশ অতি লেশ দেখিতে দুর্ব্বল।
অনঙ্গ সঙ্গম রঙ্গে পরম প্রবল॥
হর কোপে দগ্ধ কাম নাভি সরোবরে
ঝাঁপদিতে উঠে ধূম লোমাবলী ধরে॥
প্রথুল নিতম্ব হয় চলিতে চঞ্চল।
অনঙ্গ তরঙ্গ মাঝে তরণী সম্বল॥
সরল কোমল তল জঘন বিরাট।
মদন শুড়ঙ্গ পথে লজ্জার কপাট॥
চলিতে ভূতলে করে চরণ অর্পণ।
পদে পদে কোকনদ হয় বিরচন॥
যৌবনে লাবণ্য তার কি কব গৌরব।
চন্দনের সার যেন পদ্মের সৌরভ॥
তুলেতে রমণী চাঁদে করিতে তুলনা।
গগনে উঠিল চাঁদ ধরায় ললনা॥
হাব ভাব হেলা আদি যাহার ভূষণ।
কিছার তাহার কাছে অন্য আভরণ॥
অভিনব যৌবনে নূতন ভাবোদয়।
সেরস রসিক ভিন্ন কে কোথা গণয়॥
শুনিয়া নাগর কহে না পূরিল সাধ।
বিশেষ বর্ণিয়া রূপ কর অনুবাদ॥
রামা বলে সাধ্যমতে করেছি বর্ণন।
ইচ্ছা হয় পুনরায় করুন শ্রবণ॥

প্রকারান্তরে রূপ বর্ণনা।

বিধু রাহু ভয়ে অতি ভীত মনে।
অকলঙ্ক রহে ললনা বদনে॥
যুগলাক্ষি বিনিন্দিত পঙ্কজিনী।
গহনে গহনে ভ্রময়ে হরিণী॥
কি কটাক্ষ করে কত প্রাণ হরে।
কি কটাক্ষ ভরে মধু বৃষ্টি করে॥
মদনায়ুধ যোজিত ভুরুপরে।
কি সুধাংশু সুধা অধরে বিহরে॥
মতিহার বিনিন্দিত দন্তছটা।
সুরপেয় সুধা জিনি হাস ঘটা॥
ঘনকেশ ঘনাঘন হেরি দুখে।
ঘন রোদিতি বৃষ্টি ছলে বিমুখে॥
শ্রুতি শোভিত হীরক আভরণে।
পিকরাজ বিরাজিত ভাষবনে॥
মণিহার বিভূষিত কম্বুগলে।
স্মর কম্পি পড়ে কুচশম্ভু তলে॥
ভুজ হস্তি করে কর পদ্ম ধরে।
বিপরীত শশী বসি তার পরে॥

বসনে কটি বন্ধন ক্ষীণ তরে।
বপু দোলিত পীন উরোজ ভরে॥
মদনোন্মদ নাভি হ্রদে বিহরে।
মদনার্ণব সেতু নিতম্ব ধরে॥
উরুদেশ সুবেশ অনঙ্গ ধরা।
জিনি নীরজ পাদ প্রমাদ করা॥
অতি মন্দ মরাল বিলজ্জিত চলে।
ঘন কিঙ্কিণি ষট্ পদ বোল বলে॥

ধাত্রীর প্রত্যাগমন এবং রমণীকাছে কুমারের পরিচয় প্রদান।

এরূপে রমণী রূপ করিয়া বর্ণন।
বিদায় লইয়া বামা যায় নিকেতন॥
নৃপ দুহিতার পাশে আসিয়া ত্বরায়।
হাসি হাসি রমণীকে কহে সমুদায়॥
উত্তরে প্রসিদ্ধ বড় বিজয় নগর।
শ্রীমোহন মহারাজা তথা নৃপবর॥
রাজচক্রবর্ত্তী তিনি ক্ষত্রিয় প্রধান।
কুমার ইঁহার নাম তাঁহার সন্তান॥
এসেছেন এই স্থানে দেশ পর্য্যটনে।

যেরূপ সেরূপ তাহা দেখেছ নয়নে।
বুঝিতে না পারি কিছু বিধির ঘটন।
সমানে সমান বুঝি মিলিবে এখন॥
শুনিয়া বামার বাণী নৃপতি নন্দিনী।
মনে মনে অতিশয় হয় আনন্দিনী॥

গ্রীষ্মবর্ণনা।

বসন্ত হইল অস্ত আইল নিদাঘ।
রবির কিরণ যেন বোধ হয় বাঘ॥
বন্ধ হৈল মন্দ বায়ু গন্ধ নাহি ফুলে।
পলায় কোকিল সব নিজরব ভুলে॥
মধুব্রত আর নাহি সদাব্রত পায়।
শুকায়েছে সরোবর কমল কোথায়॥
বন ছেড়ে বনে আসে মনে পেয়ে দুখ।
কলি দলি অলি তথা নাহি পায় সুখ॥
ভ্রমে শেষে ভ্রমে গিয়া কেতকীর ফুলে।
গৌরব বাড়ায় কত সৌরভেতে ভুলে॥
কাঁটায় পড়িয়া তার হয় রক্তোমাখা।
ঝড়ে যত নড়ে চড়ে ছিঁড়ে পড়ে পাখা॥

বিরহীর দীর্ঘতর তাপযুক্ত শ্বাস।
গ্রীষ্মকালে তেমনি দিনের অধিবাস॥
রাত্রি মান অতি খাট চকিতে পলায়।
দম্পতি ত্বরিত যেন কন্দল মিটায়॥
নিদাঘে সুপ্রিয় ছায়া সুশীতল মানি।
বঁধুর বাঞ্ছিত যেন নবোঢ়ার বাণী॥
তপ্ত যেন কাটখোলা মাটি ফুটি ফাটা।
জল বিনা পথিক যেমন কাটা পাঁঠা॥
সরোবর শুকাইল নদ নদী কত।
জলের প্রবাহ মাত্র ঘর্ম্ম অবিরত॥
আমীর ওমরা সবে খুঁজে তহখানা।
কুঁড়েতে কুঁজড়া মরে কে করে ঠিকানা॥
গুমটে ফুলায় পেট শ্বাস নাহি মিলে।
ঘর্ম্মেতে ভিজিয়া চর্ম্ম অঙ্গ করে ঢিলে॥
তপ্ত বালি লয়ে যবে মত্ত হয় বায়ু।
প্রাণ যায় প্রাণ যায় শেষ হয় আয়ু॥
পাতা লতা টেনে ছিঁড়ি ঘুরায়ে নাচায়।
ঘূরণায় বোধ হয় ভূতাগত প্রায়॥
দিনে দুপহরে লোক বাহির না হয়।
প্রাণ রক্ষা করে বসি নিজ নিজালয়॥
পাণ্ডুবর্ণ তরুশীর্ণ ধূলায় ধূসর।
তৃণ হীন মাটি মাঠ অগ্নির খর্পর॥

জয়পুরে মার্ত্তণ্ড রাজের আগমন।

এই কালে এক দিন হইল রটন।
নগরে নাগোররাজা করে আগমন॥
রাজ কুমারীর সহ তাহার সম্বন্ধ।
পূর্ব্ব কথা মত হবে বিবাহ নির্ব্বন্ধ॥
এই কথা কানে কানে উঠিতে উঠিতে।
শহরে হইল গোল দেখিতে দেখিতে॥
গলী গলী ঘাটে ঘাটে বাজারে বাজারে।
এই কথা কহে লোক হাজারে হাজারে॥
কি শুনিলে বলি ভাই এ ওরে সুধায়।
জিজ্ঞাসিছে যাহারে সে ফিরে না তাকায়॥
কি জিজ্ঞাসে, কি ভাষে, না যায় কিছু জানা।
কে কোথায় ধায় তার নাহিক ঠিকানা॥
এ দিগে নৃপতি পুরে উঠে কোলাহল।
চতুরঙ্গে সাজিছে রাজার দলবল॥
তূরী ভেরী ধুধূরী পিণাক বাজে ঘোর।
দম্ফে ডম্ফ বাজে জগঝম্পে করে শোর॥
এ সকল শব্দ ঢাকি ঢাকে মেঘ ডাকে।
ঢাকিল ঢাকের শব্দ সেনাগণ হাঁকে॥
হাতির উপরে ডঙ্কা বাজে ঘন ঘন।
গজঘণ্টা চতুর্দ্দিগে করিছে নিঃস্বন॥

কত শত হাতি ঘোড়া সোয়ারি সোয়ার।
পদাতিক যায় ঠিক কাতারে কাতার॥
শত শত নিশান উড়িছে নানা রঙ্গে।
চমকে চৌদিক রবি কিরণ প্রসঙ্গে॥
সারথি সুবর্ণ রথ সাজায় সত্বর।
নিয়োগ করিল তাতে তুরঙ্গ তৎপর॥
সমাদরে আনিবারে নাগোরের রাজে।
পাত্র মিত্র সভাষদ্ সকলেই সাজে॥
নিজ২ রথে সবে উঠিল অব্যাজে।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণ্ নহবত বাজে॥
এরূপ জমকে জাঁকে চলিল সকলে।
নগরের বাহির হইল কুতূহলে॥

রমণীর বিলাপ।

ওখানে রমণী, শুনি এই ধ্বনি,
পড়িল ধরণী তলে।
বিহীন সহায়, ভাবে নিরুপায়,
ভাসে হৃদি আঁখি জলে॥
সখীগণে ধরি, স্নেহে কোলে করি,
শোয়ায় পালঙ্ক পরে।

মধুর কথায়, শতেক বুঝায়,
তাহে ধৈর্য্য নাহি ধরে ।।
বলে সখি শুন, কেন পুনঃ পুনঃ,
আমারে বুঝাও বৃথা ।
যে পোড়া পুড়েছি, যে সহা সয়েছি,
বিধাতা জানে সে ব্যথা ।।
পশু পক্ষিগণ, আপন আপন,
শাবকে যতনে রাখে ।
আমারে, মা-বাপে, সঁপে কালসাপে,
এ কথা কহিব কাকে ।।
বিভব লইয়া, আছেন বসিয়া,
স্নেহ হীন পিতা যিনি ।
নৃপ ধনপর, মা ভয়ে কাতর,
কথা নাহি কন তিনি।
অধর্ম্মের ঘর, কুৎসিত পামর,
পটুতর খালি পাপে ।
সেই হবে পতি, একিলো দুর্গতি,
মনে হৈলে হৃদি কাঁপে ।।
বাপের যে ব্রত, মায়ের সেমত,
চাহিব কাহার পানে ।
জীবন থাকিতে, একাজ করিতে,
নারিব মরিব প্রাণে ।।

পণ করি প্রাণ, যে রাখিল মান,
সেই মোর প্রাণবঁধু।
কি দোষ দেখিয়া, তারে তেয়াগিয়া,
হইব অন্যের বধূ ॥
এ বিষম দায়, হবে কি উপায়,
ভাবিয়া না পাই মনে।
বল সখি বল, করি কি কৌশল,
এ দায়ে বাঁচি কেমনে ॥
দেখ কি যোগায়, ভাব কি উপায়,
যদি কোন পথ থাকে।
হইলে বিফল, খাইব গরল,
মরিব বঁধর পাকে ॥

রমণীকে সান্ত্বনা এবং কুমারের সহিত বামার পরামর্শ।

কান্দিতে কান্দিতে ধনী এ সব কহিল।
প্রবোধিয়া সখীগণে কহিতে লাগিল ॥
এতই ভাবনা কেন কেন বা রোদন।
যা হয় উপায় এর করিব ঘটন ॥
না জানিয়া মহারাজ করেছেন হেন।

নতুবা এমন কর্ম্ম ঘটিবেক কেন ॥
অবিবাদে সুখ সাধে থাক ঠাকুরাণী।
করিব উপায় শীঘ্র নাহি হবে হানি ॥
এইরূপ নানা মত করিয়া সান্ত্বনা।
পাঁচ সখী একভাবে করিল মন্ত্রণা ॥
পাঁচ জনে মিলে অতি ত্বরিত হইল।
বামারে কুমার পাশে পাঠাইয়া দিল ॥
মার্ত্তণ্ডের আগমন শুনি যুবরায়।
ভাবিছেন পরমাদ বসিয়া বাসায় ॥
এ সময়ে বামা তথা হয় উপনীত।
দুই জনে পরামর্শ করয়ে বিহিত ॥
কত শত যুক্তি করে ভাবে কত মত।
সুচারু নিয়মে কিছু না হয় সংগত ॥
অনেক চিন্তিয়া শেষে কহে যুবরায়।
এক মাত্র দেখিতেছি ইহার উপায় ॥
শহরের বাহিরে রয়েছে মোর ডেরা।
হাজার জোয়ান তথা পাহারায় ঘেরা ॥
অদ্য নিশি শহরের বাহির হইয়া।
পার যদি যেতে তথা রমণী লইয়া ॥
তবেইতো বিপদে হইবে পরিত্রাণ।
ভাবিয়া উপায় কিছু না পাই সন্ধান ॥
আমি নিজে নিয়ে যাব পথ দেখাইয়া।

বিপদে করিব রক্ষা নিজ প্রাণ দিয়া ॥
পিতাকে লিখিব সেনা পাঠাতে তৎপর।
মাসেক দুমাস মধ্যে আসিবে লস্কর।
যদবধি হেথা নাহি আসে সেনাগণ।
তদবধি কিছু কষ্ট থাকা সংগোপন ॥
পরে যদি মার্ত্তণ্ড করয়ে জোর জার।
একেবারে তাহারে করিব ছারখার ॥
মার্ত্তণ্ডেরে ভাগাইলে যদি মনে লয়।
রমণী যাবেন পরে আপন আলয় ॥
শুনিয়া কহিছে বামা যুক্তি বটে সার।
কেমনে কহিব তাঁরে ত্যজিতে আগার ॥
রায় বলে রমণী আমার প্রাণধন।
তাঁর মান মম প্রাণ স্বরূপ কথন ॥
দিন কত বাড়ীছাড়া হইতে হইবে।
নহিলে বা কেমনে এ, বিপদ ঘুচিবে ॥
মাথা খাও এ কথা বুঝায়ে শুনাইও।
নতুবা মরিব স্থির তাহাও জানিও ॥
বামা কহে যুবরাজ করিও প্রত্যয়।
আমা হতে যা হবার হইবে নিশ্চয় ॥
সায়াহ্নে সোয়ার হয়ে আসিবেন তথা।
কহিব তখন সব হবে যে যে, কথা ॥
পুলকিত যুবরাজ একথা শুনিয়া।

ত্বরা করি বামা যায় বিদায় হইয়া ॥
নগরের বহিগত হইবে কেমনে।
পুনঃ পুনঃ তাই সখী ভাবে মনে মনে ॥
সুচতুরা বামা তাতে বুদ্ধি অতি ধীরা।
যাইতে যাইতে পরে যুক্তি করে স্থিরা ॥
অন্দরের দেহুড়িতে উত্তরি ললনা।
প্রথমেই জমাদারে করিছে ছলনা ॥

বামার সহিত জমাদারের কথোপকথন।

এ জমেদার, বড়ে সরদার, লগা কা,ধ্যান তোমারা।
শুনা নহিহ্যায়, চলআবত হ্যায়, নৃপ নাগর রায় কুমারি ভিখারা ॥
দেখনহী, ধূমধামচলা, গজরাজি তুরঙ্গম রঙ্গ লগায়া।
হজার জোয়ান, চলে জোরবার, সোয়ার সোয়ারি নে ধূমমচায়া ॥
রঙ্গবরঙ্গ, নিশান প্রসঙ্গ, বিমান বিভঙ্গত রঙ্গ উজালা।
মুরাতবে সাতি, চলে হয় হাতি, ফউজ কিরাজি হজার নিকালা ॥

তরেবতরেকি, পুঁষাগ পিঁধী, মেহ্রারু গুলে গুল লাল বিছাই।

রণ্ডি হজার, কিয়ে গুলজার, বজারমে চাঁদনি ছাঁদ বনাই।।

আদমি লাখ, হজার চলী, তুম বৈঠ্ রহা কা কাম কমাকে।

তুম্‌ভি চলো, জেরা খোশকরো, দর্‌য়ান জোয়ান কো সাথবোলাকে॥

কহে জমাদার, মজেকে তোমার, ইয়ে বাতসেঁ মেয় দেহড়ি নহি ছোড়ে।

বড়ে বড়ে জাদ, গয়া বরবাদ, নহি রণ্ডিকি বাতসেঁ হুকুম তোড়ে॥

রাজসুতা অউর, রাণীজী দোঁহ, ফরমায়ে তুমে্‌হইয়ে বাত শুনানে।

জানেকো হোয়, সরে শাম চলো, নহি বৈঠ্‌রহো ক্যা রঙ্গ উঠানে॥

দেখন্‌কো মুঝে, বাকীনহী, মেয় দেখ্‌চুকেহুঁ বহুত তমাসা।

দুসরেকো শিখলানা, ভলা নহি, আপ্‌কি কাম্ বাজাও হমেশা॥

সখী কহনে লগী, ক্যা কামমুঝে, বিনা নৃপনন্দিনী কাম বজানা।

বুড়ে হুয়া, তুমভুলগয়া, অঁউর ভাঙ্গপিয়া কুছ নহী ঠিকানা ॥

রমণীর গমনোদ্যোগ।

এত বলি দ্রুতগতি বামা চলে যায়।
পথ মাঝে জমাদার আটকিল তায় ॥
রাণী রাজকন্যারে আদব জানাইল।
দেহুড়ি রহিবে খালি জানাতে কহিল ॥
সায় দিয়া বামা চলে মুচকি হাসিয়া।
রমণীর নিকেতনে উত্তরিল গিয়া ॥
কুমার কহিল যাহা কহে সবিশেষ।
উপায় নাহিক অন্য জানায় বিশেষ ॥
শুনিয়া অধীরা ধনী ধরায় লুটায়।
কনকের লতা যেন বিগত সহায় ॥
বলে সখি কি কহিলে কি শুনালে শেষ।
এই, কি কপালে মোর আছে অবশেষ ॥
জনক জননী ত্যজি ত্যজি কুলমান।
হইয়া পরের দাসী করিব প্রয়াণ ॥
গরল খাইব বা আগুনে দিব ঝাঁপ।
কেমনে থাকিতে প্রাণ ছাড়িব মা বাপ ॥
ইহাতে যাইবে মান ও দিগে বিকট।
আমারে ঘটিল সখি উভয় সঙ্কট ॥

বামা বলে ঠাকুরাণি বুঝি কর সম।
ভেবে দেখ কোন্ পথ অধম উত্তম ॥
অদ্য নিশি যদি বাস করহ হেথায়।
কল্য আসি ঘেরিবেক মার্ত্তণ্ড সেনায় ॥
ভাল মন্দ তোমারে কে জিজ্ঞাসা করিবে।
যে ভয়ে ভাবনা তাহা ত্বরিত ঘটিবে ॥
বিয়া করে সেজন স্বদেশে নিয়ে যাবে।
জননী জনকে আর দেখিতে না পাবে ॥
এ দিকে চলহ যদি যুবরাজ সাথে।
প্রাণপণ করিবেন রক্ষা হয় যাতে ॥
যা কহিবে তাই হবে সুখেতে রহিবে।
মাসেক দুমাস পরে এদায়ে তরিবে ॥
পুনর্ব্বার মাতা পিতা চরণ দেখিবে।
পরে যাহা থাকে মনে করিতে পারিবে ॥
যুবরাজ বিশেষে সামান্য লোক নয়।
কি লাজ বিপদে নিতে তাঁহার আশ্রয় ॥
দস্যু হাতে যেই দিন করিল রক্ষণ।
মনে হলে নিয়ে যেতে পারিত তখন ॥
প্রাণ দিয়া যেজন রাখিয়াছিল মান।
তারে অবিশ্বাস করা একোন্ বিধান ॥
ভালবাস তারে সে তোমারে বাসে ভাল।
পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ একি বড় জঞ্জাল ॥

এমতে বুঝায় কত সখী পাঁচ জনা।
ক্রমেং বিধুমুখী পাইল সান্ত্বনা।।
পীরিতি চুম্বক সূত্রে টানে যার মন।
সে দিকে লইতে তারে লাগে কতক্ষণ।।
রমণী কহিছে বুঝিলাম এ সকল।
সে পথ হইতে মোর এপথ মঙ্গল।।
কিন্তু সখি ইহার কি ভাবিয়াছ মনে।
বাসনা হইলে বল যাইব কেমনে।।
নাহি জানি রাস্তা ঘাট বিনা সঙ্গ সাথি।
কেমনে নগর ছাড়ি যাব রাতা রাতি।।
বামা বলে সেভার আমার প্রতি আছে।
অনুমতি পাইলে যোগাড় করি পাছে।।
দেহুড়ি থাকিবে খালি সন্ধ্যার সময়।
সেইকালে পলাইতে হইবে নিশ্চয়।।
সঙ্গী নিজে যুবরাজ তাহে নাহি ভয়।
সময় নাহিক বাকী আজ্ঞা পেলে হয়।।
অনুমতি দিল ধনী বিষণ্ণ বদনে।
আয়োজন বিধিমতে করে সখীগণে।।
ঘরে ছিল মরদানা পোষাগ প্রস্তুত।
রমণী নিকটে আনি করিল মজুত।।
রমণী চঞ্চলচিত্ত হরিষ বিষাদে।
সখীগণে গোপনে সাজায় মনসাধে।।

রমণীর পুরুষবেশ ধারণ।

চৌপদী।

সখীগণ অবিবাদে, সাজায় রমণী চাঁদে,
পুরুষের বেশছাঁদে, কেশ বান্ধি দিল।
ফেলি কনক কুণ্ডলী, রাখিল অলকাবলী,
বদন সরোজে অলি, যেন বিলাসিল॥
আধ হাসি আধ লাজ, খুলিল সীঁতির সাজ,
হেলায়ে জরীর তাজ, শিরে বসাইল।
গণ্ডযুগ সুবিলাসি, মুচকি মুচকি হাসি,
যুবতি পরাণ নাশি, বয়ান শোভিল॥
খুলিল গলার হার, ত্যজেরত্ন অলঙ্কার,
ছাড়ি শাড়ী চন্দ্রহার, ইজার পরিল।
বিকচ নারীর অঙ্গ, লজ্জিত সুবর্ণ রঙ্গ,
যেন তড়িত তরঙ্গ, ভুবন মোহিল॥
ভুজ ভূষণ নিকর, ত্যজে ধনী তারপর,
প্রকাশিয়া পয়োধর, কাঁচলী ছাড়িল।
কাঁচলী ছাড়িয়া রামা, গায়ে দিল দিব্যজামা,
বিবিধ বিলাস কামা, বিকাশ হইল॥
ভ্রান্ত অলি লোভে অন্ধ, মাখিল বিবিধ গন্ধ:
সুন্দর কোমর বন্ধ, কোমরে কষিল।

চাবুক লইল করে, কটিতে কিরীচ ধরে,
রতিমনো মোহকরে, এমনি সাজিল ॥

রমণীর সসখী পুরুষবেশে কুমারের দুর্গ প্রবেশ।

দিননাথ অস্তগত নিশি আগমন।
ধরিল পুরুষবেশ সখী পাঁচজন ॥
লাজভয়ে প্রেমভরে রমণী অধীর।
সখীগণ করে ধরি হইল বাহির ॥
দেউড়ি রয়েছে খালি নাহি লোক জন
দেখিয়া কামিনীগণ হরষিত মন ॥
রাজার আদেশ আছে কহিয়া পাঠায়।
ঘোড়াশালা হতে ছয় ঘোটক আনায় ॥
রাজা রাজড়ার ঘরে শিক্ষা সবাকার।
টপ্‌কি ঘোড়ায় সবে হইল সোয়ার ॥
কুমার সঙ্কেত স্থলে ছিল আসোয়ার।
বামা গিয়া তাঁহারে দিলেক সমাচার ॥
পুলকে যুবক রায় বামারে বাখানে।
আইল দুজনে মিলি রমণী যেখানে ॥
নৃপসুতে দেখি রামা লজ্জিত বদন

জনক জননী ভাবি করেন রোদন ॥
কুমার নিকটে গিয়া ধরে নারী করে।
কহিছে প্রবোধ কথা মৃদুমধুস্বরে ॥
হাতধরে আরো যায় পায় ধরিবারে।
কতমতে সান্ত্বনা করিল প্রমদারে ॥
বামাবলে ঠাকুরাণি হয়েছে সময়।
যাত্রাকর বিলম্ব উচিত নাহি হয় ॥
এতশুনি ধনী নিজ তুরঙ্গ চালায়।
পাছে পাছে কাছে কাছে সখীগণ যায় ॥
কভু পাছে কভু আগে কভু প্রিয়া পাশে।
চলে রায় নারী প্রতি মৃদুমধুভাষে ॥
ঘুট ঘুট অন্ধকার ঘন ঘোর নিশা।
এক পথে অন্য পথ লেগেযায় দিশা ॥
চলিছে হাজার লোক নগরের বার।
আপন আপন কাজে মন সবাকার ॥
পথ দেখাইয়া রায় আগে আগে যায়।
গোলেমালে চলে যায় কে কারে সুধায় ॥
এরূপে ক্রমশ সবে গড় ছাড়াইল।
বাঁয়ে ভাঙ্গি যুবরাজ উত্তরে চলিল ॥
সুরসেন যে পাহাড়ে আছয়ে স্বদল।
ক্রমে সবে উত্তরে সে শৈল পদতল ॥
কুমার সঙ্কেতে বাঁশী বাজায় বিশাল।

নামি এলো বহুলোক জ্বালিয়া মশাল॥
আজ্ঞামত তারা সবে হয় অগ্রসর।
পশ্চাতে ইঁহারা যান পর্ব্বত উপর॥
সুযতনে প্রিয়সীরে লইয়া ত্বরিত।
আপন বাসায় রায় হয় উপনীত॥
বিচিত্র চিত্রিত তাঁবু প্রশস্ত প্রচুর।
চারিদিগে ঘেরাআছে লয়ে বহুদূর॥
সখীসহ তথায় নারীরে দিল স্থান।
চারিদিকে প্রহরীর করিল বিধান॥
নিযুক্ত করিয়া সব উপযুক্ত জন।
সুরসেন বাসে রায় করে আগমন॥

কুমারের সুরসেনের সহিত পরামর্শ এবং দুর্গ বিরচন।

সুরের বাসায় আসি নৃপতি নন্দন।
প্রকাশিয়া কহে তাঁরে যত বিবরণ॥
সেন কহে অসম সাহস কর্ম্ম ভাই।
করিলে, নাচার কিন্তু শেষ রাখা চাই॥
রায় বলে করিয়াছি আমার যে কাজ।
এখন অক্ষম হও তোমার সে লাজ॥

রমণী আমার প্রাণ, হৃদয়ের ধন।
তারে যদি নাহি পাই ত্যজিব জীবন ॥
আছে যে আমার সহ হাজার জোয়ান।
না পারি মরিব রণে, হারাব পরাণ ॥
সেন বলে ও সব কথায় নাহি কাজ।
যা বলি মন্ত্রণা স্থির শুন যুবরাজ ॥
এ ব্যাপারে দুই রাজা হবে একদল।
বলে না পারিব যথা তথায় কৌশল ॥
এই স্থলে কিছুকাল থাকি অপ্রকটে।
খবর পাঠাই তব জনক নিকটে ॥
নৃপতির প্রত্যুত্তর না পাই যাবৎ।
গোপনে এখানে থাকা উচিত তাবৎ ॥
তিনদিগে গড়বন্দী পাহাড় দুস্তর।
সম্মুখে দক্ষিণে দেখ পূর্ব্বার নির্ঝর ॥
এ স্থানে হাজারে পারে রুখিবারে লাখ।
পথ মধ্যে দেখা পেলে ঘটাবে বিপাক ॥
যদি জয় সিংহ রাজা পাইয়া সন্ধান।
আসেন স্বদল সহ লইতে এস্থান ॥
অনায়াসে তার সেনাগণে তাড়াইব।
নদীর জলেতে তার হাতি ভাসাইব ॥
অতএব এইস্থলে থাকাই উচিত।

পলাইতে গেলে হবে হিতে বিপরীত ॥
রাজপুত্র বলে এই যুক্তি যুক্ত বটে।
প্রবীণে প্রবীণ কার্য্য বালকে কি ঘটে ॥
দুই জনে এইরূপ কথোপকথন।
একত্রে উভয়ে করে ভোজন শয়ন ॥
পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দুজন।
করয়ে প্রকৃততর যুদ্ধ আয়োজন ॥
শ্রীমোহন নৃপে পত্র লিখে যুবরায়।
অশ্বারূঢ় দুই জন পত্র লয়ে যায় ॥
পরে রায় গড়বান্ধিবারে আজ্ঞাদিল।
শত শত লোক তাতে নিযুক্ত করিল ॥
নদীর উত্তর ধারে মোরচা বান্ধায়।
দক্ষিণেতে স্থানে স্থানে পাষাণ সাজায় ॥
চারিদিগে জঙ্গল কাটিয়া সাফকরে।
বান্ধিল পাষাণ বাঁধ নদীর উত্তরে ॥
ঝোরা মাত্র নদী তার পারাবার হেতু।
ছাঁদিয়া কাষ্ঠেতে কাষ্ঠ বান্ধিলেক সেতু ॥
বুরুজ মোরচা হেন বান্ধিল সুধারা।
লক্ষিত বিপক্ষ, অলক্ষিত আপনারা ॥
এমতে ক্রমশ গড় বান্ধে পরিপাটী।
চারিদেগে সিফাই পাহারা আঁটা আঁটি ॥

জয়সিংহ রাজার এবং মার্ত্তণ্ডসেনের রমণীর অনুসন্ধান।

ও দিগে উষায় উঠি নাগোর নৃপতি
নগরে প্রবেশ করে স্বদল সংহতি ॥
আগুবেড়ে জয়সিংহ আনিবারে যান।
উভয়ে মিলন হৈল পথি মধ্যস্থান ॥
জয় জয় ধ্বনি করে সামন্ত সন্দোহ্।
রাজধানী এলো দোঁহে করি সমারোহ্ ॥
আনন্দে উভয় ভূপ বসি একাসনে।
কাটেকাল ইষ্টসাধ্য মিষ্ট আলাপনে ॥
হেনকালে অন্দরে উঠিল কোলাহল।
অন্তঃপুরে যান রাজা হইয়া বিকল ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী কন নৃপবরে।
রমণী কোথায় দেখা নাহি পাই ঘরে ॥
কোথায় রমণী গেল, কোথায় রমণী।
বার বার মহারাজ শুনি এই ধ্বনি ॥
বাহিরে আইল রাজা শিরে দিয়া কর।
চারিদিকে সন্ধানে পাঠান অনুচর ॥
কেহ না বুঝিতে পারে ইহার আমূল।
শহরে ক্ষণিকে লাগে মহা হুলস্থূল ॥

লজ্জিত মার্ত্তণ্ডসেন ক্ষোভিত অন্তর।
রমণীর সন্ধানে পাঠান নিজচর ॥
ক্রমে অনুচর সবে ফিরিয়া আইল।
রমণীর অনুসন্ধি কেহ না পাইল ॥
তথাপি নাগোর রাজা নাহি ছাড়ে আশা।
জয়পুরে সৈন্যের সহিত করে বাসা ॥

রমণীর বাসস্থান বর্ণনা।

এখানে প্রভাতে উঠি রমণী সসখী।
শিবিরের চারিদিগে বেড়ায় নিরখি ॥
বিচিত্রিত শিবির নিবিড় বিরচন।
গৃহ সব ভিন্ন২ তুল্য আয়তন ॥
শিবিরের চারি পাশে সুচারু উদ্যান।
কাননের সীমায় প্রাচীর ব্যবধান ॥
তরলিত পল্লব চলিত সমীরণে।
ফলে-ফুলে হেলিত তরুণ তরুগণে ॥
গিরিজাত নানাজাতি ললিত লতায়।
ভৃঙ্গ পুঞ্জ গুঞ্জিত নিকুঞ্জ শোভাপায় ॥
সাল তাল তমাল বৃহৎ বৃক্ষদল।
বিতরে বিস্তৃত ছায়া স্থল সুশীতল ॥
বিহরে বিপিনে রঙ্গে বিহঙ্গম চয়।

কলরবে প্রভবে সঙ্গীত সুধাময়॥
শত শত বিভ্রম ভ্রমর ভ্রম বঁন।
সাক্ষাৎ মদন নিধুবন নিকেতন॥
মনোরম স্থান দেখি ধনী হৃষ্টমতি।
সখী সহ উল্লাসে বিলাস করে তথি॥
ব্যক্তহলে রাজপক্ষ পায় বা সন্ধান।
সে ভয়ে রমণীগণ সদা সাবধান॥
দিবসে পুরুষবেশ ধরিয়া ভ্রময়।
স্বীয় স্বীয় বেশ করে শয়ন সময়॥
এমন গোপন ভাবে থাকে ছয় জন।
চিনিবারে নাহিপারে দাস দাসীগণ॥
সবে জানে নৃপজারে নৃপতি কুমার;
সখী পাঁচ জনে জানে বান্ধব তাঁহার॥
নিত্য২ সন্ধ্যাকালে সুখের সেবন।
নরবেশে উপবনে ভ্রমে নারীগণ॥
প্রেম ফাঁদে ধরা পড়ে সাধের পিঞ্জরে।
এইরূপে সংগোপনে রমণী বিহরে॥

কুমারের নারী বেশ ও রমণী সমীপে গমন।

নবীন নাগর বর, সদা কাতর অন্তর,
নিবসেন সুরসেন বাসে।

আনিয়া আপন ঘরে, পাছে ভাবে জোর করে,
এজন্য না যায় প্রিয়া পাশে ॥
রমণী লজ্জার ভয়, ফুটে কিছু নাহি কয়,
উল্লেখ না করে কোন কথা।
জিজ্ঞাসিলে সখীগণ, আনিতে করে বারণ,
মনে মনে বাড়ে মনোব্যথা॥
এইরূপে দুই জনে, লাজভয়ে অদর্শনে,
দিনেক দুদিন হৈল গত।
সহিতে না পারে আর, অস্থির নৃপকুমার,
ভাবিয়া মলিন অবিরত॥
ভাবে রায় যাব তথা, কিসে হবে কোন কথা,
বালিকা বুঝান বড় দায়।
কি বেশে কি রূপে গেলে, মিলেযাব অবহেলে,
নারীমন ভুলাব হেলায় ॥
সাত পাঁচ ভাবি ধীর, মন্ত্রণা করিল স্থির,
নারী বেশে গেলে পাব সুখ।
নররূপে থাকে নারী, আমি বিপরীত তারি,
নারীরূপে বাড়াব কৌতুক॥
কথার হইবে রস, অনায়াসে হবে বশ,
কাজে কাজে লাজ হবে শেষ॥
বুঝান না হবে বোঝা, সহজে হইবে সোজা,
ভাবি রায় ধরে নারীবেশ ॥

ধুতি মালকচ্ছ আঁটি, তদুপরে পরে শাটী;
গড়াকুচে কাঁচলী বান্ধিল।
পরচুলে বান্ধি খোঁপা, আভরণ ঝাঁপা ঝোঁপা,
তার পর ওড়না উড়িল॥
নয়নে অঞ্জন পাত, মঞ্জনে মাজিল দাঁত,
রাঙ্গা ঠোঁট পান খেয়ে রাঙ্গা।
আধ হাসি মধুমাখা, নয়ন ঈষদ্ বাঁকা,
চলিতে কোমর যেন ভাঙ্গা॥

কুমারের রমণীর সহিত মিলনোদ্যোগ।

এখানে সায়াহ্নকালে সহ সহচরী।
আরামে আরাম করি ভ্রমিছে সুন্দরী॥
ভ্রমর গুঞ্জিত লতা কুঞ্জে সখীগণ।
সাধ করি বসিবারে করেছে আসন॥
ভ্রমণের পরিশ্রমে শ্রান্তা রসবতী।
সখী সঙ্গে রঙ্গে ধনী বসিলেন তথি॥
ঝুরঝুরে মন্দবায়ু বহে সুশীতল।
ঝুরঝুর ঝরে দূরে ঝরণার জল॥
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রফুল্ল ফুলেতে তরু শোভে।
মধুকর মুখর ভ্রময়ে মধু লোভে॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে অনঙ্গের ভরে।

ডাহুক ডাহুকী ডাকে উদাস অন্তরে ॥
চাতক চাতকী গায় করুণা জনন।
পুলকে পূরিয়া নাচে খঞ্জনী খঞ্জন ॥
বাসে আসে আকাশে বলাকা শ্রেণী ভ্রমে।
স্তব্ধ প্রায় পৃথিবী হইল ক্রমে ক্রমে ॥
দিনকর নিজকর ক্রমে সম্বরিল।
একে একে তারাগণ উদিত হইল ॥
বিস্তৃত করিয়া নিজ কিরণ নিকর।
তারাগণ সমাজে উঠিল নিশাকর ॥
রসবতী ভাবে বসি যাপয়ে যামিনী।
এ সময়ে দেখে এক আইসে কামিনী ॥
ঝমর ঝমর বাজে অঙ্গ আভরণ।
চলিতে স্খলিত পদ বিচিত্র চলন ॥
আলু থালু বেশভূষা স্বভাব চঞ্চল।
ভূমে যায় লুটাইয়া শাড়ীর অঞ্চল ॥
হাসি হাসি রমণীর কাছে দাঁড়াইল।
কেতুমি বলিয়া সখীগণ জিজ্ঞাসিল ॥
আজ্ঞা পেলে বসি বলি কহিলেন রায়।
বৈস বৈস বলিয়া সকলে দিল সায় ॥
বসি রামা প্রতি কহে শুন গুণধর।
আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর ॥
কুমার তোমার মিত্র মজাইল মোরে।

সঙ্গে করি আনিল বাঁধিয়া প্রেমডোরে ॥
চিত্ররূপা মোর নাম বাড়ী সেই দেশে।
নাগরের প্রেমে মজে নষ্ট হৈনু এসে ॥
কি জানি শঠেতে জানে কেমন কুহক।
কুল শীল জাতি মানে না রহে আটক ॥
দিন কত ছিল প্রেম প্রথমে প্রথমে।
সে রস ঘুচিয়া ভ্রম ভাঙ্গে ক্রমে ক্রমে ॥
তখন যে কতবার ধরিয়াছে পায়।
এখন সে একবার ফিরে না তাকায় ॥
সখীগণ পরস্পর চায় আঁখি ঠারে।
রমণী অন্তরে রুষি দূষয়ে কুমারে ॥
চিত্ররূপা বলে আরো শুন গুণমণি।
এখন তাহারে কিছুমাত্র নাহিগণি ॥
যে অবধি দেখিয়াছি তোমার ওরূপ।
মনে থেকে উঠিয়াছে তার প্রতিরূপ ॥
ইঙ্গিতে ভুলালে আঁখি কথায় শ্রবণ।
ললিত মোহনরূপে কেড়েনিলে মন ॥
এখন প্রাণেশ আমি, এই অভিলাষি।
ছায়ারূপে ফিরিতব সঙ্গে হোয়ে দাসী ॥
আমার এ অভিলাষ পূরাতে হইবে।
না হইলে নারী হত্যা পাতকে ঠেকিবে ॥
ইহা শুনি সখীগণ করে কানাকানি।

এ পাপ আসিবে হেথা স্বপনে না জানি ।।
এ যে দেখি তপ্তারাঁড়ী মত্তা কামজ্বরে ।
ভাবে বুঝি রমণীরে জড়াইয়া ধরে ।।
বামা বলে আজি এস কালি হবে কথা ।
এক দিনে পীরিতে কি লাগে যোড়াগাঁথা ।।
চিত্ররূপা বলে ভাই তুমি ক্ষান্ত হও ।
অন্যের মনের কথা কিসে টেনে কও ।।
তোমাতে আমাতে নহে কথার নির্ভর ।
শুনে যাই রাজ পুত্র কি দেন উত্তর ।।
রমণী হাসিয়া বলে শুনলো সুন্দরি ।
বন্ধুর বাঞ্ছিত নারী রাখিব কিকরি ।।
রায় বলে মোর প্রতি নাহি তার সেহ ।
করহ গ্রহণ মোরে নাহিক সন্দেহ ।।
ধনী বলে তোমার দেশের এ কি রীতি ।
যাচিকা হইয়া নারী করয়ে পীরিতি ।।
চিত্ররূপা কহে আমি ভাবে বুঝি তাই ।
এ দেশের পুরুষের পুরুষত্ব নাই ।।
আমি নারী যুবতী সুন্দরী মনোমত ।
তুমিতো পুরুষ কেন আমাতে বিরত ।।
দেশে মোর সমা নারী যদি কেহ পায় ।
লুকে নিয়া হৃদয় হইতে না নামায় ।।

তাই বলি তোমারে সাজেনা এত লাজ।
এ বড় অখ্যাতি ছিছি এস রসরাজ ॥
ইঙ্গিতে হরিয়া নিলে লাজ ভয় মন।
ছাড়িব না কভু প্রভু থাকিতে জীবন ॥
এতবলি উঠে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী।
ধরিল রমণী করে ছদ্ম সীমন্তিনী ॥
ধনীভাবে এত বড় বাড়িল বিপাক।
দেখে শুনে সখীগণ হইল অবাক্ ॥
ভাবিছে রমণী বড় ঠেকিলাম দায়।
প্রকাশ করিতে হয় না দেখি উপায় ॥
কহে শুন চিত্ররূপা যা দেখ তা নয়।
পুরুষের বেশে মোরা কামিনী নিশ্চয় ॥
ছদ্মবেশে আছি হেথা করিয়া নিবাস।
দেখিলে শুনিলে কিন্তু করো না প্রকাশ।
হাসি কহে চিত্ররূপা বুঝেছি কৌশল।
ছিছি অবলারে কেন কর এত ছল ॥
রামা কহে সত্য ইহা মিথ্যা কিছু নয়।
এই দেখ যাতে তব হইবে প্রত্যয় ॥
এত বলি জামা খুলি প্রকাশে হৃদয়।
তাহা হেরি লোভে ভুলি যুবরাজ কয় ॥
দেখ দেখি বিধির কি অপূর্ব্ব ঘটনা।

তুমি নারী আমি নর শুন সুনয়না ॥
তাই ভাবি বিধাতার একান্ত মনন।
তোমাতে আমাতে হবে নিতান্ত মিলন ॥
এত বলি ছাড়ে শাড়ী কাঁচলী কবরী।
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলে ত্বরা করি ॥
শাড়ীর ভিতরে ধুতি পরিধান ছিল।
ওড়নারে উড়ানি করিয়া গায়ে দিল ॥

রমণীর বিবাহ।

কুমারে স্ববেশে দেখি সখীরা বিস্ময়।
লজ্জা পেয়ে বিধুমুখী নতমুখী হয় ॥
নাগর নাগরী করে ধরি তবে কয়।
শুন ধনি চকোর চন্দ্রমা ছাড়া নয় ॥
কমলিনী ছাড়া ভৃঙ্গ জল ছাড়া মীন।
মণি হীন হয়ে ফণি বাঁচে কত দিন ॥
তোমার মিলন বিনা আমি সেই রূপ।
সদয়া হইয়া ধনি ত্যজহ বিরূপ ॥
তোমাতে আমাতে জানি এক প্রাণ মন।
তবে তাহা অপ্রকাশে কোন প্রয়োজন ॥
চির বিরহের পরে উভয়ে মিলন।
ব্যাকুলিত মন্মথ মথিত দুই জন ॥

নাগরের কথায় রমণী মন টলে।
তবু লাজ জানাইয়া আজি থাক্ বলে॥
সখীরা বলিছে আর কেন আজ কাল।
প্রেমপথে কেন মিছে রাখহ জঞ্জাল॥
স্বীয় মনে যাহা বলে তাই সবে বলে।
ধরা পড়ে ধনী আর উত্তর না চলে॥
সখীগণ গন্ধমাল্য আনি যোগাইল।
মাল্যদান ছলে তবে বিবাহ হইল॥
চতুর নয়নে দোঁহে চতুর নয়ন।
শুভক্ষণে করিলেক রূপ নিরীক্ষণ॥
নয়ন ঘটক ভাল করে ঘটকালি।
মিলাইল বর কন্যা একি চতুরালি॥
দোঁহার বদন চাঁদ দোঁহে নিরখিল।
প্রলয় প্রণয় ফাঁদে উভয়ে পড়িল॥
বিবাহের পদ্ধতিতে উভয়ে সমান।
সখীগণে উলু দিয়া সারে অনুষ্ঠান॥
যা ছিল কিঞ্চিৎ বাধা সে বাধা ঘুচিল।
রমণীকে ধরি রায় কোলে বসাইল॥
একত্রে উভয় অঙ্গ যখন মিলিল।
শীহরিল তনু যেন চুম্বক ছুটিল॥
মন্মথে মাতিয়া রায় ধরে নারীগলে।
চুম্বন করিল গণ্ডে অতি কুতূহলে॥

সখীগণ কে কোথায় ছুটিয়া পলায়।
তাহাদের পশ্চাতে রমণী যেতে চায় ॥
সুধাকরে পেয়ে করে ছাড়ে কোন জন।
ধরিয়া নারীরে রায় করয়ে চুম্বন ॥
স্মররাজ সিংহাসনে প্রেয়সীরে তোলে।
ছট ফট করে রামা কুমারের কোলে ॥

বিলাস।

একাবলীচ্ছন্দঃ।

রমণী ঢলিয়া পড়ে তখন।
সভয়ে হৃদয় কাঁপে সঘন ॥
জ্বর জ্বর হৃদি মদন তাপে।
থর থর থর নাগর কাঁপে ॥
নৃপসুত ধরে নারীর হাত।
নারী কহে ছিছি ছাড়হে নাথ ॥
সবেনা সবেনা হবেনা আজ।
ছিছি বঁধু কিছু নাহিক লাজ ॥
রায় বলে এ কি লাজের কাজ।
লাজে কাজে কাজে বাড়য়ে লাজ ॥
বলিতে কহিতে নাহিক সহে।
মদন অনলে নাগর দহে ॥

সরস বিলাস আশয়ে কাঁপে।
রমণী হৃদয় হৃদয়ে চাপে॥
চুম্বনে চুম্বনে শীহরি উঠে।
কলেবরে কাম আগুন ছুটে॥
লট পট দোঁহে লুটে তখন।
রসনা পীযূষ পিয়ে রসন॥
শ্রম কলেবরে বিকল বঁধু।
আবেশে অলসে বিলসে বধূ॥
ক্রমশঃ বঁধুর বঁধুর টানে।
রমণী মজিল মদন বাণে॥
জামা যোড়া সব সরে অমনি;
ইজারে বেজার হইল ধনী॥
মদন সদন প্রকাশ পায়।
আপন সাধন সাধিছে রায়॥
ধনী বলে ওকি বঁধু কিরূপ।
চুম্বিয়া নারীরে করিল চুপ॥
চঞ্চলা রমণী চঞ্চল রায়।
তাড়াতাড়ি বাড়ী খুঁজে না পায়॥
শেষে যদি পথ দিলেক দেখা।
সে কেবল পথ-আলির রেখা॥
মুদিত কমলে ভ্রমর রাজ।
আধ প্রবেশিয়া পাইল লাজ॥

উহু উহু ধনী করে তরাসে।
ঘন ঘন শ্বাস বহে হুতাশে॥
বহু আকিঞ্চনে বিকল বঁধু।
না ভাঙ্গিতে চাক উপজে মধু॥
লজ্জিত নাগর সাধেতে বাধা।
দুয়ার নিকটে হইল কাদা॥
ছিছি বলি ধনী স্বকাজে যায়।
আপন নিয়ম রাখিল রায়॥
মিলি দোঁহে গেহে গমন করে।
কে জানে অন্তরে কি হলো পরে॥

রমণীর ঋতুচিহ্ন।

প্রভাতে উঠিয়া রায়, বিদায় লইয়া যায়,
উপনীত স্বরের ভবন।
একে একে যত দাসী, নারী পাশে মিলে আসি,
রমণীরে করিতে রঞ্জন॥
বাস ভূষা কারো করে, কেহ জলঝারি ধরে,
কেহ করে কবরী বন্ধন।
ইতি মধ্যে এক দাসী, কহিতেছে হাসি হাসি,
কালি এক দেখেছি স্বপন॥

ধনী বলে রহ রহ, স্বপ্ন কি দেখেছ কহ,
সে অতি অপূর্ব্ব সখী বলে।
যেন এক মনোহর, দেখিলাম সরোবর,
শোভিত প্রফুল্ল শতদলে॥
তাতে এক মত্ত অলি, ফুটন্ত নলিনী ছলি,
কলিকায় করিল আক্রম।
নিবারিতে মধুব্রত, কলি হেলে দোলে যত,
অলি তত বাড়ায় বিক্রম॥
করিতে কলিকা সঙ্গ, নট ভৃঙ্গ করে রঙ্গ,
গুণ গুণ গুঞ্জরে মধুর।
ক্ষণে উড়ে ক্ষণে পড়ে, কাছে থেকে নাহি নড়ে,
ক্রমে মন ভুলায় বধূর॥
ষট্‌পদ সাধিল কাজ, পদ্মিনী ত্যজিল লাজ,
পশিল ভ্রমররাজ তূর্ণ।
পশিয়া না পায় পথ, না পূরিল মনোরথ,
লাভে হৈতে পাখা হৈল চূর্ণ॥
হাসিয়া ধনী বিকল, বলে সখী এতছল,
এটা তোর জাগ্রত স্বপন।
করিয়া অনেক সঙ্গ, শিখিয়াছ কত রঙ্গ,
রঙ্গে কাল করিস যাপন॥
দিয়া কুমন্ত্রণা ছার, ছাড়াইলি ঘর দ্বার,
মজাইলি মোরে মিছা কাজে।

আমার কপালে দুখ, এ কর্ম্মে কোথায় সুখ,
একাজ তোদেরি শুধু সাজে ॥
রজনীর যন্ত্রণায়, মরিতেছি বেদনায়,
সকল শরীর ব্যাপি ব্যথা।
হৃদি জানু তনু ভারি, বসিলে উঠিতে নারি,
ইচ্ছা নাই কই কোন কথা ॥
অলসে অবশ তায়, সূচ হেন বেঁধে কায়,
জ্বরের সন্তাপ অনুমানি।
দেখলো বসন ভাগ, লেগেছে রক্তিম দাগ,
হেন জ্বালা কখন না জানি ॥
দেখি শুনি সখীগণ, সবে সহাস্য বদন,
উলুদিয়া দেয় করতালী।
বলে শুন ঠাকুরাণি, এবার নিশ্চয় জানি,
প্রস্ফুটিত হৈল পুষ্পাঞ্জলি ॥
ফুটেছে নবীন ফুল, রঙ্গে রঙ্গিল দুকূল,
ঘুচিল মুকুল চালাচালি।
এখন কেবল সুখ, বিধাতা ঘুচালে দুখ,
যার জন্য এত গালাগালি ॥
শুনি ধনী লাজ পায়, সখীরা ধাইয়া যায়,
কুমারেরে দেয় সমাচার।
কুমার সন্তুষ্ট হয়ে, বহু মিষ্ট কথা কয়ে,
দাসীগণে করে পুরস্কার ॥

রমণীর বাসকসজ্জা।

তিন দিন পরে, ঋতু স্নান করে,
নবীনা নৃপদুহিতা।
অগুরু চন্দন, করিল লেপন,
সুবাস বসনান্বিতা ॥
আসিবে নাগর, সখীরা সত্বর,
বাসক বিন্যাস করে।
বকুল মুকুল, আনে নানা ফুল,
আকুল মদন শরে ॥
জাতি যূথি কতি, মল্লিকা মালতী,
গোলাপ সেঁউতি বেলা।
কুসুমের রাজ, আনে গন্ধরাজ,
অলিকুল করে খেলা ॥
আনে সুকোমল, শত শতদল,
সৌরভে আমোদ করে।
নিজে নৃপবালা, সাধে গাঁথিমালা,
রাখিলেন থরে থরে ॥
ফুলের শয়ন, ফুলের আসন,
ফুলের ভূষণ বেশ।
বঁধুকে দেখাতে, সাজিতে সাজাতে,
বেলা হয় অবশেষ ॥

নিদাঘ সময়, কুসুম আলয়,
রজনীতে সুখাধিক।
শশী সুশোভন, নির্ম্মল গগন,
প্রফুল্ল সকল দিক্॥
হইল রজনী, কান্তা নহে ধনী,
সাজায় সঙ্গিনী সহ।
মার্জ্জিত দর্পণ, সম নিকেতন,
গন্ধবহে গন্ধবহ॥
অগুরু ঘষিয়া, চন্দনে মিশিয়া,
মিলায় তাতে কস্তুরী।
গোলাপ আতর, গন্ধ বহুতর,
রাখে হেম পাত্র পূরি॥
কর্পূরের বাতি, জ্বলে গন্ধেমাতি,
চন্দ্রিকা লাজে পলায়।
বিচিত্র চিত্রিত, চিত্র মনোনীত,
স্থানে স্থানে শোভাপায়॥
আহার্য্য আপনি, আনিয়া রমণী,
রাখিল সুবর্ণ থালে।
সাজায় তাম্বুল, নাহি যার তুল,
সেতুলে যেতুলে গালে॥
সখীরা সাজায়, আপনি সহায়,
তবু মনে নাহি ধরে।

অন্তরের জ্বালা, নাহি বলে বালা,
জ্বর জ্বর স্মরশরে ।।

—●●●—

রমণীর পুনর্ব্বিবাহ।

এখানে সেনের বাসে নাগর চঞ্চল।
আখি বিথি গণিছে দিনের প্রতিপল ।।
অন্তরে জ্বলিছে একে মদন আগুন।
দিনমান ছুনা হয়ে বাড়ায় দ্বিগুণ ।।
ছট্ ফট্ করি রায় দিবস কাটায়।
কিঞ্চিৎ সঞ্চিত চিত্ত হইল নিশায় ।।
প্রেয়সীর নিবাসে করিতে অভিসার।
মনোহর বর বেশ ধরিল কুমার ।।
সাজিল রসিক রাজ রতি মনোলোভে।
প্রেমোল্লাস বিলাসে দ্বিগুণ তায় শোভে ।।
উত্তরিল ক্রমে রায় রমণী মহলে।
চারিদিকে নিরখি প্রবেশে কুতূহলে ।।
তারাগণ মাঝে যেন শশী সুশোভন।
বসিয়া সঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গিণী তেমন ।।
তাহাদের মধ্যে রায় প্রবেশ করিল।
রবি শশী তারা যেন একত্রে মিলিল ।।
নাগরে দেখিয়া সখীগণ দাঁড়াইল।

নারীসনে একাসনে কুমার বসিল ॥
নূতন হয়েছে প্রিয় সহিত মিলন।
লজ্জায় হইল ধনী বিনতবদন॥
সেলাজ ভাঙ্গিতে রায় করে কত রঙ্গ।
নানা ছলে করে নানা কথার প্রসঙ্গ॥
প্রিয়ের সুপ্রিয় কথা দেয় কত সুখ।
লাজ ত্যজি ধনী তাই বাড়ায় কৌতুক॥
গন্ধ মাল্য গোলাপ আতর আদি করি।
সাধ করি নাগরেরে অর্পিল নাগরী॥
ফুলমালা নিয়া রায় দেয় নারী গলে।
অবিবাদে চুম্বন করিল গণ্ড স্থলে॥
সেই ছলে পুনর্ব্বিয়া সাঙ্গ হবে জানি।
সখীগণে উঠেগিয়া করে কানাকানি॥
সময় পাইয়া রায় মাতিল মদনে।
কোলে করি প্রেয়সীরে লইল যতনে॥

কুমারের দ্বিতীয় বিলাস।
দীর্ঘ পয়ার।

সরোবরে সরোজিনী আধ আধ ফুটিল।
সৌরভ গৌরবে তার মধুকর ছুটিল॥
প্রেমে মজি প্রিয়বরে হৃদিপরে লইল।

মধু আশে মধুকর মনে মনে মোহিল ॥
মধুর গুঞ্জরে বধূ নবরসে রসিল।
ভুলাইয়া কলাইয়া প্রিয় তাতে পশিল ॥
সুশীতল শতদল হৃদিতলে দলিছে।
সরোজ বদন মধু পানে অলি ঢলিছে ॥
কোমল কমল যত বেদনায় কাঁপিছে।
নিদয় ভ্রমর তত নিদারুণ চাপিছে ॥
চির বিরহের পরে প্রেয়সীরে পাইয়া।
করে ঠাট কত নাট বধূমুখ চাইয়া ॥
প্রিয়বর যতনে প্রিয়সী লাজ টুটিল।
ছলে কলে যত পারে অলি মধু লুটিল ॥
বিলাসের অনুষ্ঠানে অনুরাগ বাড়িল।
যবক যবতী দোঁহে কামযাগে মাতিল ॥

কুমারের কামযাগ সমাধান।

চুম্বনাচমন করি নৃপতি নন্দন।
কহে নানা মুনিমন্ত্র সুপ্রিয় বচন ॥
মন্ত্র গুণে দুই মন মিলিত হইয়া।
মনোভব পুরোহিতে আনিল ডাকিয়া ॥
যজমানা নৃপসুতা যজ্ঞে মন দিল।
হোতা হয়ে নিজে রায় কর্ম্ম আরম্ভিল ॥

হোতার অধিক সাধ্য সাধনার শ্রমে।
রমণীয় যজ্ঞকুণ্ড প্রকাশিল ক্রমে ॥
কুণ্ড আলোকনে রায় পুলকে পূরিল।
স্মর পুরোহিত তাতে অগ্নি সমর্পিল ॥
নারীর জঘনে রায় আসন রচয়।
সঘনে সসর্পি যূপ কুণ্ডে সমর্পয় ॥
উভয়ের স্বাহা উহু মহামন্ত্র মানি।
ঘন ঘন শ্বাস শেষ হয় স্বাহা বাণী ॥
কর্ম্মদক্ষ হোতার উদার যজ্ঞ বলে।
মূর্ত্তিমন্ত আবির্ভূত দেবতা সকলে ॥
রমণী হৃদয়ে কুচ শম্ভুর বিরাজ।
স্বকর পল্লবে তারে তোষে যুবরাজ ॥
বধূমুখ নয়ন রদন নিশ্বসন।
উদিত চন্দ্রমা সূর্য্য নক্ষত্র পবন ॥
আহুতি হোমের ধূমে দেয় হৃষ্টমতী।
উত্তপনে অধীরা নিতম্ব বসুমতী ॥
যজ্ঞের কুশল দেখি হোতা যজমানে।
কেহ ক্রটি নাহি করে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ॥
কর্ম্মের দেখিয়া শেষ সারে দুনা বলে।
উভয়ের শরীর ভিজিল শ্রমজলে ॥
হোতা করে ঘন ঘন আহুতি প্রদান।
পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ করে সমাধান ॥

হোমাগ্নি উত্তাপে উত্তাপিতা ছিল ধরা।
শান্তি জলে তাহাকে শীতল করে ত্বরা ॥
শান্ত হয় অনল ধরণী সুশীতল।
হোথা হোতা পড়িয়া নিবারে শ্রমজল ॥
সাঙ্গ করি কর্ম্ম কাণ্ড সুখি দুই জন।
নারী কোলে নিদ্রাযায় নৃপতিনন্দন ॥

উপবনে রমণীর সহিত কুমারের সাক্ষাৎ।

পর দিন নিয়মিত, সায়াহ্নের সন্নিহিত,
রমণী খেলিছে কুঞ্জবাসে।
অভিনব প্রেমে সুখী, বিলাসে প্রসন্নমুখী,
সখীসহ বিরাজে উল্লাসে ॥
বিমল সৌরভাকুল, প্রতি লতিকার ফুল,
হাসি হাসি তোলে নিজহাতে।
প্রতি তরুতলে গিয়া, পতিত কুসুম নিয়া,
একে একেগুচ্ছা বাঁধে তাতে ॥
যুবরাজ এ সময়, তথা উপনীত হয়,
সুললিত প্রফুল্লবদন।
পাইয়া মধুর চাট, ভুলিতে না পারে নাট,
সদা ইচ্ছা রমণী সদন ॥
তাঁরে দেখি নৃপবালা, ফেলাইয়া ফুলডালা,

অন্য দিগে পলাইয়া যায়।
দেখিয়া প্রিয়ার লাজ, পিছে চলে যুবরাজ,
রমণীরে ধরিল ত্বরায়॥
ভাবে তবে যুবরাজ, একেলা পেয়েছি আজ,
অবলারে ভুলাইতে হবে।
কথার কৌশলছলে, ফেলাইব ছলে কলে,
তবে লাজ কতক্ষণ রবে॥

আরামে রমণী কুমারের কৌতুক

নারী করে ধরি রায় কহে সবিনয়।
সুমুখি আমার প্রতি কেনলো নিদয়॥
পাইব তোমার মন এই বাসনায়।
আপনার মন বান্ধা দিলাম তোমায়॥
স্মর সাক্ষী তাহার যাহার নাহি ভ্রম।
সুদ লাভ নিত্য তব মম পরিশ্রম।
যে লাগি দিলাম মন না পাই সে ধনে।
লাভে হোতে মম মন রহিল বন্ধনে॥
মূল্য পরিবর্ত্ত তুল্য পাই কিনা পাই।
বিধুমুখি তাই আজি তোমারে সুধাই॥
আগে ভাল দাম নিয়ে ছল শেষ কালে।
সাক্ষিকে কহিয়া দিলে পড়িবে জঞ্জালে॥

ধনী বলে কথায় কথায় জুয়াচুরী।
সাধে বলে চতুরের চরিত্র চাতুরী ॥
বিনা মূলে মম মন নিয়াছ কিনিয়া।
এখন ফিরিয়া দাবি কর ফের দিয়া ॥
রায় বলে এ দেশের এই ব্যবহার।
কে চোর কে সাধু তাহা কে করে বিচার ॥
আগে পণ নিয়ে শেষে দিতে চাও ফাকি।
আদায় করিব আজি আছে যাহা বাকী ॥
যে স্থানে বিচার নাই সেই স্থলে বল।
বলে কলে কৌশলে ছাড়াব আজি ছল ॥
নতুবা এখনি এই পণ কর স্থির।
মধ্যবর্ত্তি রাখিয়া মদন রাজধীর ॥
তোমাতে আমাতে করি স্মরযুদ্ধে পণ।
জিতিলে পাইবে, হারি, হারাইবে মন ॥
হাসিয়া কহিছে ধনী এ কি অসম্ভব।
নারী সহ যুদ্ধে তব হবে কি গৌরব ॥
নারী জাতি সহজে অবলা লোকে বলে।
তার সহ পুরুষের যুদ্ধ নাহি চলে ॥
রায় বলে এ যে বলে সে বলে না জানি।
নারী জাতি অবলা সে বলা বৃথা মানি ॥
অতনু অতনু হয় হর কোপ ভরে।
সেই দেব অচেতন নারী আঁখি শরে ॥

অতএব নারীসনে পারে কোন জন।
আমার সাহস শুধু সাধুতা কারণ ।।
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে পেয়ে রমণীর সায়।
অনঙ্গের সঙ্গমে উদ্যোগ করে রায়।
কথায় কথায় ক্রমে রজনী বাড়িল।
চন্দ্র সাক্ষী করি দোঁহে যুদ্ধ আরম্ভিল ।।

রমণী কুমারে স্মরযুদ্ধ।
লঘু চৌপদীচ্ছন্দঃ।

সরাগ অন্তর, নাগরী নাগর,
রসের সমর, করিতে সাজে।
রণবাদ্য ঘন, ঝন ঝন ঝন,
কিঙ্কিণি কঙ্কণ, নূপুর বাজে ॥
রমণী রমণে, মত্ত দুই জনে,
স্খলিত বসনে, নিশান উড়ে।
নাগর সন্ধানে, ভুরু ধনু টানে,
কটাক্ষের বাণে, কামিনী যুড়ে ।।
কুমারীর কলে, সুকুমার ছলে,
সবলে স্বদলে, সহায় করে।
দেখি নারী হাসি, লাজ ভয় নাশি,
হৃদয় প্রকাশি, চাপিয়া ধরে ।।

পায়ে পায়ে ছাঁদি, ভুজে ভুজে বাঁধি,
সাদে বাদ সাধি, বিবাদে ভোর।
দশনে অধরে, চাপি রাগ ভরে,
হৃদি হৃদি পরে, করয়ে জোর॥
রসনে রসনে, দশনে দশনে,
জঘনে জঘনে, সঘনে লড়ে।
স্বকরে প্রখর, আক্রমে নাগর,
নারী পয়োধর, মদনগড়ে॥
পাইয়া সময়, নব রসময়,
লুটিতে নিদয়, মদনপুরী।
বরিয়া রসিয়া, আলয়ে পশিয়া,
যা ছিল কষিয়া, করিল চুরি॥
যুবরাজ পাশে, রমণী নিরাশে,
বাহু নাগপাশে, বিষম কষে।
জঘন প্রহার, করে বারবার,
তাহাতে কুমার, অলসে রসে॥
ইঙ্গিতে মোহন, দশনে তাপন,
চোষণে শোষণ, হানিছে শর।
গাঢ় আলিঙ্গন, মাতিল মদন,
নিতম্ব খাতন, স্তম্ভনকর॥
কামরণে রতি, হারাইতে মতি,
হারিতে যুবতি, কভু কি জানে।

চোরেরে রুষিয়া, ধরিল কষিয়া,
দশনে শাসিয়া, স্ববসে আনে ॥
যার বলে বল, সে হলো বিচল,
নাগর দুর্ব্বল, পড়িল রণে।
মজি ঘন শ্বাসে, শ্রমজলে ভাসে,
হারি তবু হাসে, পুলক মনে॥
সারা হলো রণ, হারাইল পণ,
নৃপতি-নন্দন, উঠে তখনি।
বসি প্রিয়া পাশে, মৃদু২ হাসে,
লাজে নাহি ভাষে, রমণীমণি ॥

বর্ষাবর্ণন।

ভুজঙ্গ প্রয়াতচ্ছন্দঃ।

ঘনাচ্ছন্ন আষাঢ় মাসে প্রকর্ষে।
শিলা বৃষ্টি ধারে দিবা রাত্রি বর্ষে॥
মহা ঘোর মেঘে রবীন্দু প্রবেশে।
তড়িচ্চারু চমকে বিমান প্রদেশে॥
সযোগী সযোগে বিয়োগী বিপাকে।
কড়স্মড় কড়স্মড় সদা মেঘ ডাকে॥
ধরা নিত্য প্রাবৃত্ত মেঘান্ধকারা।
তড়ত্তড় তড়ত্তড় পড়ে বৃষ্টি ধারা॥

মড়্মড় মড়্মড় ঝড়ে বৃক্ষ দোলে
বলাকা কুল ব্যাকুলাভ্রান্ত কোলে ।।
তরঙ্গা বিভঙ্গা নদী নাদ যুক্তা।
চলে স্রোতা ভুক্তাশু বাধা বিমুক্তা।
জিনে তীর তারা নদী বেগ ঘূর্ণা;
সলীলা মহী শীতলা বারি পূর্ণা ।।
তৃণাচ্ছাদিতা মেদিনী শোভনীয়া।
তরু প্রাপ্ত প্রাণা লতা মোদনীয়া ।।
বিহঙ্গী বিহঙ্গে স্বনীড়ে নিবাসে।
ভুজঙ্গী ভুজঙ্গে মহীমধ্য বাসে ।।
সদানন্দ কোলাহলে ভেক বোলে।
প্রমদা প্রমোদে রহে কান্ত কোলে ।।
সদা হৃষ্ট চিত্তে কৃষি ব্যস্ত চাসে।
ধরা শস্যদা স্বরূপা সুপ্রকাশে ।।

কাঠুরিয়াগণ কর্ত্তৃক কুমারের দুর্গ দর্শন এবং জয়সিংহ সমীপে সংবাদ প্রেরণ।

জল পূর্ণ ধরা দেখি কাঠুরিয়া দল।
বাড়িল ভরসা মনে অতি কুতূহল ।।
বরষায় নদীনালা ঘাট বাট এক।
হাট মাঠ ময়দান ভাসিল প্রত্যেক ।।

কাটা কাঠ ভাসাইয়া আনিবেক জলে।
পরামর্শ করি সবে চলিল জঙ্গলে॥
বিন্ধ্যের উত্তর ভাগে আগে ভাগে যায়।
ভারি ভারি বাহাদুরি কাটাছিল যায়॥
বন মধ্যে যাইয়া লোকের শাড়া পায়।
বিশেষ করিয়া দেখি ভয়ে মোরে যায়॥
দেখে তথা পাহারা দিতেছে কত মাল।
পাঁচ হাতিয়ার বাঁধা কালান্তের কাল॥
দেখি বুদ্ধি শুদ্ধি হত হয় কাঠুরের।
গাত্রটিপি বলে সবে একি দেখি ফের॥
যাহা হোক্ নিকটে যাইতে না পারিব।
হলো হলো ক্ষতি তায় বল কি করিব॥
তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ বিচারিয়া কয়।
রাজাকে খবর দিতে পরামর্শ লয়॥
ভাবে বুঝি ইহারা এসেছে এই ভাবে।
মুলুক মারিয়া শেষে নিজ দেশে যাবে॥
এত ভাবি কাঠুরেরা ফিরিল সভীত।
নগরে কোটালে বার্ত্তা জানায় ত্বরিত॥
সত্বরে কোটাল রাজ দরবারে যায়।
কাঠুরেগণের বার্ত্তা কহে সমুদায়॥
শুনিয়া নৃপতি মনে উপজিল ভয়।

কি হবে উপায় কিছু স্থির নাহি হয় ॥
নাগোরের রাজা তথা ছিল উপস্থিত।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা এই করিল বিহিত ॥
বঙ্গ দেশী রঙ্গ বেশী ভণ্ডভাঁড় জাতি।
আছয়ে চতুর এক দূত মম সাথি ॥
ইচ্ছা হয় তাহাকে পাঠাই সেই স্থানে।
সংগোপনে তথাকার বার্ত্তা সব আনে ॥
যুক্তি বটে বলি জয়সিংহ দেন সায়।
তখনি মার্ত্তণ্ড সেন দূতেরে ডাকায় ॥
আগুতে পিছাতে দূত অগ্রসর হয়।
পাঁচকড়ী নাম ধরে বঙ্গ দেশে রয় ॥
যোড় হাত করি রাজ সম্মুখে দাঁড়ায়।
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড ভাবে আজ্ঞা দিল তায় ॥
নগর উত্তর ধারে পাহাড়েতে ঘেরা।
কোন রাজা রাজড়া ফেলেছে তাঁবু ডেরা ॥
সমাচার জানি তার শুনি সবিশেষ।
কোথা হতে এসেছে কে করহ নির্দ্দেশ ॥
চতুর চাতুরী তোর বুঝা যাবে তায়।
ত্বরায় খবর নিয়া আসিবি হেথায় ॥
রাজার হুকুম যদি এমত শুনিল।
যে আজ্ঞা বলিয়া দূত বিদায় হইল ॥

বঙ্গদূতের ছদ্মবেশে রমণী কুমারের চিত্র আনয়ন।

পাঁচকড়ী ভাবে তবে, এবে কি উপায় হবে,
কেমনে সন্ধান জানা যায়।
প্রভুর হুকুম যায়, অন্যথা না করা যায়,
বিধাতা ঘটালে বড় দায়॥
কি রূপে কোথায় যাব, যেয়ে পরাণ হারাব,
একেলা সিংহের ঘরে হানা।
নৃপ রাণী নিদারুণ, না গেলে করিবে খুন,
কি আছে কপালে নাহি জানা॥
যাহা হোক্ দেখা যাক্, এখন ভাবনা থাক্,
কর্ত্তব্য করিতে হবে যাই।
কি রূপে কি ছলে গেলে, সহজে সন্ধান মেলে,
তার মধ্যে বিবেচনা চাই॥
সুচতুর বঙ্গ দূত, নানা গুণে গুণে যুত,
চিত্রকার্য্যে বিশেষ নিপুণ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ, ধরে মণিহারি বেশ,
আয়োজন করিল দ্বিগুণ॥
কিনিয়া পসরা ডালা, লইল শাঁকের মালা,
ভোজপুরে ভুলাবার তরে।
সকলের মনোহর, নিল ছবি বহুতর,

পলা মালা করে থরে থরে ॥
আয়না চিরুণী কত, সূচ সূতা নানা মত,
লালডুরী ঘুনশী প্রচুর।
নিল কৌটা কাঠমালা, লাটিম পুতুল গালা,
ঝুমঝুমি চীনের সিন্দূর ॥
করি সব আয়োজন, সাধিবারে প্রয়োজন,
কুমারের গড়ে উত্তরিল।
মাথায় পসরা হাঁকে, ডাকে মণিহারি ডাকে,
প্রথম দেহুড়ি পঁহুছিল ॥
তথায় প্রহরীগণে, দেখাইল জনে জনে,
আনিয়াছে দ্রব্য যত তর।
মিষ্ট মুখে হাসি হাসি, শাঁকমালা রাশি রাশি,
বেচিলেক নিয়া আধা দর
সিফাইরা বড় খুশী, দূতেরে অনেক তুষি,
সর্ব্বদাই কহিল আসিতে।
দূত নিত্য আসে যায়, ক্রমশঃ সন্ধান পায়,
মিলে গেল দিন দুদিনেতে ॥
ভৃত্যকে করিলে বশ, প্রভুর নিকটে যশ,
দেখাকরে কুমারের সনে।
বেচে দ্রব্য মনোমত, কথা কহে মনোগত,
প্রত্যয় জন্মায় তার মনে ॥
কমার সন্তোষ হয়ে, মণিহারি সঙ্গে লয়ে,

রমণীরে দিল দেখাইয়া।
বালিকা প্রফুল্লমন, কেনে দ্রব্য অগণন,
একগুণে দুনাদর দিয়া ॥
নর রূপী রামাগণ, নগরের বিবরণ,
বঙ্গ দূতে কত জিজ্ঞাসয়।
মহাধূর্ত্ত পাঁচকড়ী, কথা বেচে খায় কড়ি,
মনোরম বার্ত্তা যত কয় ॥
মিছা বাক্য বানাইয়া, মিছা মায়া জানাইয়া,
গল্প ছলে করে কত রস।
যাতায়াতে পরিচিয়া, এরূপে বিশ্বাস দিয়া,
ক্রমশঃ সকলে করে বশ ॥
দেখিল ভুলেছে সবে, এক দিন দূত তবে,
কুমারেরে কহে মনস্কাম।
বাসনা মনে আমার, লিখি তোমা সবাকার,
চিত্রপটে নবরূপ ঠাম ॥
দেখি তোমাদের রূপ, অপরূপ অনুরূপ,
অবিকল পটে লিখি দিব।
এ বিদ্যা অভ্যাস আছে, লিখি দেখিবেন পাছে,
তুষি পারিতোষিক লইব ॥
অক্ষোভ অন্তরে রায়, দূত বাক্যে দিল সায়,
নাহি জানি ধূর্ত্তের ছলনা।
কুমার কুমারী সনে, বসিলেক সখীগণে,

নরবেশে বিশেষে ললনা ॥
রঙ্গ দূত হৃষ্টমন, করে চিত্র আয়োজন,
বিস্তার করিয়া চিত্রপট।
ধরে তুলি রঙ্গ সঙ্গে, অঙ্কপাত করে রঙ্গে,
একে একে আঁকে অকপট ॥
প্রথমে কুমার মূর্ত্তি, লিখিয়া অন্তরে স্ফূর্ত্তি.
পাঁচকড়ী পায় বহুতর।
একে একে করে শেষ, সাতমূর্ত্তি সবিশেষ,
সাত দিনে লিখি পর পর ॥
নিকটে বসিয়া লেখে, পাছে অন্য কেহ দেখে,
ভাবি পট না ছাড়ে কুমার।
রঙ্গদূত মজবুত, বাসে আসি যথাভূত,
অবিকল আঁকে পুনর্ব্বার ॥
এইরূপে সাত জনে, লেখে দূত সংগোপনে,
করিল অপূর্ব্ব বিরচন।
মার্ত্তণ্ড যথায় আছে, আপন প্রভুর কাছে,
উপস্থিত হইল তখন ॥
প্রভুর নিকটে গিয়া, দণ্ডবৎ প্রণমিয়া,
বিবরণ কহিল যাবৎ।
কুমার প্রভৃতি যারা, আছয়ে কি রূপ ধারা,
দেখাইল চিত্রেতে তাবৎ ॥
এক পটে সাত রূপ, আঁকিয়াছে অপরূপ,

দেখি শুনি তুষ্ট নাগোরেশ।
ভাল ভাল বলি পরে, দূতেরে প্রশংসা করে,
পুরস্কার করিল বিশেষ॥
জয় সিংহে এ খবর, জানাইতে ত্বরাপর,
মার্ত্তণ্ড স্বরথে আরোহিল।
বঙ্গ দূতে লয়ে সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
রাজধানী ত্বরিত পৌঁছিল॥

জয় সিংহের আদেশে মার্ত্তণ্ডের যুদ্ধপ্রবৃত্তি।

সভায় বসিয়া আছে জয়পুরপতি।
হেনকালে নাগোরেশ উত্তরিল তথি॥
পরস্পর অভ্যর্থনা করিয়া বিহিত।
দুই জনে একাসনে বসিল ত্বরিত॥
বঙ্গ দূতে পরিচিয়া কহে নাগোরেশ।
আজ্ঞা দিল তারে সব কহিতে বিশেষ॥
যোড়করে দাঁড়াইয়া নিবেদয়ে দূত।
কাননে দর্শিত শ্রুত কথা যথাভূত॥
ছদ্মবেশধরি আমি গিয়া সেই বনে।
পরিচয় লইয়া এসেছি জনে জনে॥

বিজয় নগরপতি শ্রীমোহন রায়।
জানিতে পারেন প্রভু আপনি তাঁহায়॥
তাঁহার কুমার নাম ধরেন কুমার।
এসেছেন পর্য্যটনে শুন সারোদ্ধার॥
কন্দর্প সমান সেই পুরুষ রতন।
পারিষদ্ ভাবে কাছে আছে ছয় জন॥
সুরসেন নামে বৃদ্ধ মন্ত্রী বিচক্ষণ।
সঙ্গে আছে কত সৈন্য কে করে গণন॥
বাঁধিয়াছে গড় বড় পাহাড়েতে ঘেরা।
মধ্যস্থলে সকলে ফেলেছে তাঁবু ডেরা॥
দক্ষিণে পূর্ব্বার স্রোতঃ পূর্ব্ব দিগে যায়।
চক্ষু নাহি ধরে এত বেগ ধরে তায়॥
সবান্ধব কুমারে লিখেছি চিত্রপটে।
দৃষ্ট কর মহারাজ রয়েছে প্রকটে॥
সসম্ভ্রমে ছবি লয়ে রাজাকে অর্পয়।
ছবি দেখি সভাষদ সকলে বিস্ময়॥
ভাবে সবে কুমারের মূর্ত্তি দেখি পটে।
এসেছিল হেথা বৈদ্য বেশে অপ্রকটে॥
আর ছয় ছবি দেখি সবে চমৎকৃত।
কহে এ যে রাজকন্যা সখী সমাবৃত॥
ছবি দেখি জয় সিংহ কর দিল শিরে।
বক্ষদেশ ভেসে যায় নয়নের নীরে॥

ভাবেন নৃপতি মম দুহিতা হরিয়া।
বুকের উপরে জোরে রয়েছে বসিয়া॥
পড়েছে উহার প্রতি রমণীর মন।
রূপেগুণে বিশ্বাস হইল বিলক্ষণ॥
বৈদ্য বেশে মম মন ভুলালে কুমার।
নারীজাতি ভুলাইবে নহে চমৎকার॥
বিজয় নগর পতি শ্রীমোহন সুত।
সুকুমার বটে সেই বহুগুণযুত॥
ভাল বটে সেই জন হইবে জামাই।
মার্ত্তণ্ডেরে কথা দিয়া ঘটেছে বালাই॥
এখন কি করি আর ইহার উপায়।
হায় বিধি ঠেকাইলে ঘোরতর দায়॥
মার্ত্তণ্ডের মুখ রাখা যুদ্ধ অনুষ্ঠান।
করিতে হইবে নহে বড় অপমান॥
এত ভাবি জয় সিংহ লোহিত লোচন।
মার্ত্তণ্ডের সম্ভাষিয়া কহেন তখন॥
দেখ শ্রীমোহন রাজসুত ধূর্ত্তমতি।
হরিয়া লয়েছে মম কন্যা মতিমতী।
ইহার যে প্রতিফল উচিত হইবে।
যা লয় তোমার মনে ত্বরিত করিবে॥
যত সৈন্য আছে মোর নিয়ে নিজসাথে।
বান্ধিয়া আনহ তারে আমার সাক্ষাতে॥

মার্ত্তণ্ড শুনিয়া চণ্ড কহিছে তখন।
ক্ষুদ্রমতি তার শীঘ্র ঘটিবে মরণ॥
ইন্দূর হইয়া হরে সিংহের কবল।
পেচকে প্রকাশে দেখি গরুড়ের বল॥
আপনার আজ্ঞাপেয়ে হইলাম তুষ্ট।
মারিব তাহারে যদি ব্রহ্মা হন রুষ্ট॥
হুকুম হইলে নিজ সেনাগণ প্রতি।
আমি নিজে নিয়েযাব হয়ে সেনাপতি॥
এত বলি দম্ফ করি উঠে নাগোরেশ।
সাজ্ সাজ্ সেনাগণে করিল আদেশ॥

মার্ত্তণ্ড সেনের যুদ্ধ সজ্জা।

বীর দর্পে নাগোরেশ, ধরিয়া সমর বেশ,
আজ্ঞাদিল সেনা সাজিবারে।
সাঁজোয়া টোপর সাজি, আরোহিয়া তাজী বাজী
ডাক হাঁকে মালসাট মারে॥
জয় সিংহ সেনাসনে, মিলাইয়া নিজগণে,
চলে রায় চতুরঙ্গ দলে।
পদাতির গিশি গিশি, পূরিল সকল দিশি,
পদধূলি ঢাকে নভস্তলে॥

সমর নিশান সঙ্গে, নিশান উড়িছে রঙ্গে,
রণবাদ্য বাজে ঘোরতর।
সুশিক্ষিত রণ রত, হাতি ঘোড়া উট কত,
আগু পিছু চলিল সত্বর॥
দেখি সৈন্য পারাবার, আনন্দের নাহি পার,
মার্ত্তণ্ড মাতঙ্গারূঢ় চলে।
করিবে ব্রহ্মাণ্ড জয়, এমনি অকুতোভয়,
তৃণ তুল্য ভাবে আখণ্ডলে॥
মালসাট মারে মাল, ঢালি আপসায় ঢাল,
ধানুকী ধনুকে দেয় চাড়।
মুখে ঘন ঘোর বুলি, গোলেন্দাজে ছাড়ে গুলি,
চোয়াড়েরা আড়ে লোফে কাঁড়॥
বন্দুক ধরিয়া হাতে, সাঙ্গীন চড়ান তাতে,
রঞ্জক কলান বিধিমত।
পিঠে তোষদান ঝুলি, পূরিয়া বারুদ গুলি,
সেফায়ের শারী যায় যত॥
রথ রথি পদাতিক, শোভা করে দিগ্‌দিক্,
মাতঙ্গ তুরঙ্গারোহি দলে।
সংগ্রামের ভাবে দ্রুহ, রচিয়া দারুণ ব্যূহ,
সাহস বাঁধিয়া রায় চলে॥
ছাড়াইয়া জয়পুর, ক্রমে গেল কত দূর;
বাঁয়ে ভাঙ্গি চলিল উত্তরে।

কুমারের দুর্গ পারে, পূর্ব্বার দক্ষিণ ধারে,
নাগোরেশ সগণে উত্তরে ॥
উত্তরিয়া সেই খানে, ঘেরিলয়ে ময়দানে,
নানা মত কানাত ফেলিল।
পাহারায় আঁটা আঁটি, সন্মুখে মরুচা ঘাঁটি,
করিরায় ছাউনি করিল ॥

কুমার সমীপে মার্ত্তণ্ডের দূত প্রেরণ।

তৎপরে, নিজ দূতকে সম্ভাষণ করিয়া মর্ত্তণ্ডসেন অতিশয় সাটোপ সহকারে সমাদেশ করিলেন।

অরে চেটক! এইক্ষণেই সেই হীনমতি শ্রী:মাহন কুমার কুমারকে সংবাদ কর, তাহার যম স্বরূপ আমি সেনা সমবেত হইয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জীভূত এখানে আগমন করিয়াছি, যদ্যপি সে স্বকীয় জীবন রক্ষার প্রত্যাশা করে তবে জয়পুর রাজদুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পূর্ব্বেই আমার শরণাপন্ন হউক, নতুবা যুদ্ধপ্রবৃত্ত হইলে আর রক্ষা থাকিবে না, মহারাজ জয় সিংহের আজ্ঞানুসারে তাঁহার কন্যাহরণ প্রতিফলে হস্ত ও গলদেশে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাকে জয়পুরে উপস্থিত করিব।

চর যে আজ্ঞা বলিয়া রাজাজ্ঞা শিরোধারণ পুরঃ-

সর যথাবিহিত প্রণত হইয়া কুমারের দুর্গপ্রস্থান কর-
ত স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া যুবরাজ সমীপে মার্ত্তণ্ড
সেনের অনুমত কহিতে লাগিল।

হে অসমীক্ষকারি যুবরাজ। ইহা কি শ্রবণও কর
নাই; যে তোমার শমন স্বরূপ নাগোরাধিপতি নর-
পতি সম্পূর্ণ সমর সজ্জায় সসৈন্য সমাগত হইয়াছেন,
যেহেতু, প্রভুর বাঞ্ছনীয়া রমণী জয়পুর রাজ কন্যাকে
হরণ করিয়া আনিয়াছ, যদ্যপি স্বীয় মঙ্গলের প্রত্যাশা
থাকে তবে অবিলম্বেই গলদেশে কুঠার বন্ধন পূর্ব্বক
প্রভুর বাঞ্ছাভোগ্যা সেই রমণীর সহিত তাঁহার চরণ
যুগলারবিন্দ সন্নিধানে স্মরণপরায়ণ হও, নচেৎ
তাঁহার প্রোদ্ভূত ক্রোধানল প্রবর্দ্ধক সমরমুখে তৃণ
তুল্য ধৃত হইয়া বন্দীবৎ করগ্রীব বন্ধন সহকারে সর্ব্ব
সমেত জয়পুরে গমন করিতে হইবেক, অতএব ঘোর
বিপত্তি উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই মহারাজের সেবক হই-
য়া আজ্ঞা পালন করহ।

মার্ত্তণ্ড দূতের ঈদৃশ সাহঙ্কার বচনে ক্রোধোদ্রেক
হইলেও শ্রীমোহননন্দন দূতকে অবধ্য জানিয়া তাহার
প্রাণ বিনাশ না করিয়া কেবল যথোচিত তিরস্কার পূ-
র্ব্বক কহিলেন, অরে দূত! তোর প্রভুর নিকটে প্রতি
গমন করিয়া বলিস, ঊর্ণনাভির বিস্তারিতজালে গজেন্দ্র
নিবদ্ধ হয় না, এবং মৃগেন্দ্র লভ্যাংশ কদাচ ক্ষুদ্র শৃগা-

লের উপভোগ্য নহে, আর অগুরু চন্দনের সার বান-রাঙ্গে লেপন যোগ্য হয় না, অতএব তাহার সাধ্য প-র্য্যন্ত যেন চেষ্টার ত্রুটি না করে, যদিস্যাৎ তাহার সম-কক্ষরূপে আমাকে যুদ্ধ করিতে হয় তবে বিজয় নগরা-ধীশ্বরের সন্তান বলিয়া যে অভিমান করি তাহা ব্যর্থ। বলিস্, তাহার এই অসমসাহসের প্রতিফল শীঘ্রই প্রদান করিব।

প্রত্যাগত দূতপ্রমুখে তথাবিধ শ্রবণ করিয়া নাগোরাধিপ এককালীন আক্রোশ বিস্ফুরিতাধরে সেনাগণকে আজ্ঞা করিয়া রণোদ্যত হইলেন।

কুমারের কৌশলে মার্ত্তণ্ডের সৈন্যগণে জলপ্লাবন।

এমতে কুমার, পেয়ে সমাচার,
মার্ত্তণ্ডের আগমন।
স্থরের সহিত, যেমত বিহিত,
করিলেন সুমন্ত্রণ ॥
গাঢ় যুক্তি ধরে, আয়োজন করে,
যোদ্ধাগণে ডাক দিয়া।
ত্বরিত সকলে, পূর্ব্বাতটে চলে,
সংক্রম ভাঙ্গিল গিয়া ॥

স্থুর করে যুক্তি, নাহি তাহে মুক্তি,
শক্রবধে অতি বোধ।
সেনায় মেলিয়া, পাষাণ ফেলিয়া,
নদী বেগ করে রোধ॥
পূর্ব্বা পূর্ব্ব মুখ, অতি এক টুক,
যেখানে গড়ের শেষ।
সেই ঠাঁই বাঁধে, দৃঢ়তর ছাঁদে,
কৌশল করি অশেষ॥
বরষার নদী, বেগ নিরবধি,
চকিতে উঠিল ফেঁপে।
উত্তরেতে দড়, বাঁধ আছে বড়,
দক্ষিণে পড়িল ঝেঁপে॥
ক্রমে জল বাড়ে, ভাঙ্গে আড়ে আড়ে,
উথলিয়া নীচে যায়।
মার্ত্তণ্ডের দল, হইল বিকল,
দাঁড়াইতে নাহি পায়॥
ব্যাপে সব স্থল, ক্রমে বাড়ে জল,
হাতি ঘোড়া তাঁবু ভাসে।
রেশেলারা যত, ডুবেমরে কত,
পলাইল কত ত্রাসে॥
বাদ্যকর যারা, যন্ত্র বুকে তারা,
সাঁতারিয়া সবে যায়।
সলিলের টানে, অন্য দিগে আনে,

হাবুডুবু কত খায়।।
গিলে কত জল, অবশ সকল,
শরীর হইল ভারি।
ঢাক ঢোল যত, ভেসে যায় কত,
ধ্যাকুল ধরিতে নারি॥
এত স্থূল স্থূল, নাহি পায় কূল,
আকুল সকলে শেষে।
কেহ কান্দে বাবা, হইয়াছি হাবা,
ছেড়ে মাগু-ছেলে দেশে।।
কোথায় মা বাপ, একি পরিতাপ,
যুবতী রমণী ঘরে।
ডুবে মরি প্রাণে, কেহ নাহি জানে,
শুনিতে পাইবে পরে।।
কেহ বলে ভাই, কিছু জানি নাই,
হায় বিধি নিদারুণ।
বিদেশে আনিয়া, জলে ডুবাইয়া,
পরাণে করিলি খুন।।
ডুবে মরে কত, বাকী ছিল যত,
পেট মোটা জল খেয়ে।
প্রায় তারা শব; মুখে নাহি রব,
রয়েছে কেবল চেয়ে।।
বন্দুক প্রভৃতি, পাইল বিকৃতি,
সিফায়েরা দিল ফেলে।

হইবেক কত, চাকুরি এমত,
এই দায় ত্রাণ পেলে ॥
হায় হায় হায়, কি বিষম দায়,
ঘটিল নাগোর রাজে।
সেনা সব মরে, কেবা রক্ষা করে,
কহিতে না পারি লাজে ॥
জলের ঝাঁপুনি, দেখিয়া কাঁপুনি,
মার্ত্তণ্ড পলায় আগে।
ছিল দিব্য যান, তাই পরিত্রাণ,
মনে মনে ফোলে রাগে ॥
সেনা যত ছিল, অনেকে থাকিল,
পূর্ব্বানদী বেগ মুখে।
অবশিষ্ট যারা, জলগিলি তারা,
বেদনা পাইল বুকে ॥

মার্ত্তণ্ডের সেনা সহ নাগোরে গমন ও জয়সিংহের অবশিষ্ট দলের প্রত্যাবর্ত্তন।

জ.ল ভেসে মরিল বাহিনী কত শত।
ঝাঁকরে পড়িয়া মার্ত্তণ্ডের বুদ্ধি হত ॥
বড় আশা ছিল মনে পাইবে রমণী।
মনে মনে মনোরথ মিলালো অমনি ॥

সুকুমার বিলাস।

বিধাতার বিড়ম্বনা কুমারের কলে।
বারো আনা সেনা মরে পূর্ব্বানদী জলে।।
যুদ্ধের উদ্যমকালে বড়ই ভরসা।
আসিয়া হারিয়া শাস্তি পাইল সহসা।।
লজ্জা পেয়ে জয়পুরে ফিরে নাহি যায়।
অমনি আপন দেশে চলে গেল রায়।।
অপমানে ম্লান মুখ কথা নাহি কহে।
প্রজ্বলিত কোপানলে সদা মন দহে।।
দিবা নিশি এই কথা ভাবে রায় মনে।
কুমারে সমরে পরে হারাবো কেমনে।।
সম্মুখে শরদকাল আসিতেছে ভাবি।
তখন বুঝিব পুনঃ সুখী তাই ভাবি।।
মন্ত্রণা করিয়া স্থির মন্ত্রিগণ সনে।
প্রবর্ত্ত হইল রায় সৈন্য আয়োজনে।।
ওথা জয়পুরে যায় জয়সিংহগণ।
রাজাকে জানায় তারা যত বিবরণ।।
শুনিয়া অশেষ দুঃখি জয় সিংহ রায়।
তুষিয়া বাহিনীগণে করেন বিদায়।

যুদ্ধজয়ে কুমারের এবং কুমারীর সন্তোষ।

এখানে কমার মনে হরষিত হয়।

মার্ত্তণ্ডেরে ভাগাইয়া হইল নির্ভয় ॥
আলিঙ্গন দিয়া সেনে সম্ভাষে উচিত।
সৈন্যগণে পুরস্কার করিল বিহিত ॥
সুরসেন আজ্ঞা পেয়ে সৈন্যগণ ধায়।
পূর্ব্বার পূর্ব্বের বাঁধ ভাঙ্গিল ত্বরায় ॥
ক্রমে শান্তা হয়ে নদী পূর্ব্বগত [illegible]হ।
সেমত জলের জোর আ[illegible]াহি রহে ॥
বিষম নদীর ডাক [illegible]লের প্লাবন।
দেখে শুনে [illegible]তা হয়ে ছিল নারীগণ ॥
রমণী [illegible]ন্ত্বনা হেতু কুমার ভাবিত।
না ছাড়ি সমরবেশ চলেন ত্বরিত ॥
কামিনীরা ছিল কুমারের পথ চেয়ে।
হেনকালে তথা রায় উপস্থিত যেয়ে ॥
বিবরিয়া কহিলেন যুদ্ধের কৌশল।
শুনিয়া রমণীগণে পায় কুতূহল ॥
নাগরের গলে ধরি কহিছে নাগরী।
ভাবিয়া ভাবিয়া নাথ গেছিলাম মরি ॥
যা হোক এবার যুদ্ধ হৈল অবসান।
আর কভু রণকালে নাহি যেয়ো প্রাণ ॥
কুমার স্বরূপ রবি সমরের সাজে।
কামিনী কমললতা তাহাতে বিরাজে ॥
প্রেমে ভাসি প্রমোদিনী সজল নয়ন।

কুমার ঈষৎ হাসি করিল চুম্বন ।।
এইমতে কুমারীরে তোষে যুবরাজ ।
হাসিতে খুশীতে সদা করয়ে বিরাজ ।।
দিবানিশি অন্ধকার বরষা প্রবীণ ।
সুখে মুখে মুখে থাকে নবীনা নবীন ।।
দিবসে রজনী ভাবি সুখের শয়ন ।
শীতল সমীর ত্রা- সদা আলিঙ্গন ।।
ঘোর রবে ডাকে মেঘ থাকিয়া থাকিয়া ।
প্রিয়েরে প্রিয়সী ধরে কাঁপি কাঁপিয়া ।।
পূরাইল বধূর সাধ কুমার সানন্দ ।
কামকলা কৌতুকে বান্ধিছে কত বন্ধ ।।
এইরূপে সুখে দোঁহে করে অবস্থান ।
ক্রমশ বরষা ঋতু পায় অবসান ।।

কুমারের পত্র পাইয়া বিজয় নগর রাজের সৈন্য প্রেরণ।

কুমারের পূর্ব্বের প্রেরিত অনুচর ।
উপনীত হয় গিয়া বিজয় নগর ।।
কুমারের পত্র দিল রাজা শ্রীমোহনে ।
পত্র পড়ি ভাবে রাজা বিষাদিত মনে ।।
দূত মুখে আর আর বার্ত্তা শুনি রায় ।

মন্ত্রিগণে ডাকি তবে চিন্তেন উপায় ॥
সচিবের পরামর্শে যুক্তি করি স্থির।
আজ্ঞা দেন সৈন্যগণে সাজিতে সুধীর ॥
যথামত সজ্জীভূত হয় যত বীর।
বার দিল সিংহনাদ ছাড়িয়া গভীর ॥
দেখিলেন নৃপমণি হয়ে অবহিত।
মঙ্গলের লক্ষণে ভাবেন হবে হিত ॥
সেনা সহ সেনাপতি অতি কুতূহলে।
রাজাকে প্রণাম করি চলে বিন্ধ্যাচলে ॥
এ দিগে বরষাঋতু পায় সমাধান।
শরদের আগমন সুখ সন্নিধান ॥

শরদ্বর্ণনা।

আইল শরদবর, মনোহর নিভাধর,
ঋতুরাজ সুখের আকর।
পৃ[illegible] প্রফুল্লমুখী, যুবক যুবতী সুখী,
বুং [illegible]থাকে নিরন্তর ॥
কেশেফুল ধরা ধরে, [illegible]দের শোভা হরে
রাজহংস খেলে নদ।
নালো সরোবর বন, সপ্তপর্ণে, ও
ধবল মালতি ফল দলে ॥

সুকুমার বিলাস।

আকাশ কখনো হেন, পদ্ম শঙ্খ নীল যেন,
শোভাকরে জলধর গতে।
পবন চলিত বেগে, ত্বরিত চালিত মেঘে,
ব্যজিত চামর শত শতে॥
মৃদু বায়ু আকুলিত, কাঞ্চন শাখাশালিত,
ফুলমুখ কোমল পল্লব।
চিত্ত বিদারণ করে, মধুমত্ত মধুকরে,
মধুকণা পান করে সব॥
নিশিতে নক্ষত্র, গগনের সুশোভন,
মধ্যে যেন মুক্ত শশধর।
বিমল চন্দ্রিকাবাসে, প্রমদা রজনী হাসে,
বালা যেন বাড়ে নিরন্তর॥
নেত্র হর্ষ মনোহর, শিশির শিশান কর,
বর্ষে হর্ষ বর্দ্ধন কারক।
শরদের নিশাকরে, বিরহীরে বিষকরে,
দহে যেন জীবন হারক॥
জলদ শোভন হার, শক্রধনু নাহি আর,
আকাশ পতাকা সৌদামিনী।
বলাকা পক্ষ প্রসার শূন্যে না করে কম্পন,
ময়ূরে না দেখে কাদম্বিনী॥
শেফালিকা ফুল ধরি, সৌরভে আমোদ করি,
বিরহীর বাড়ায় হুতাশ।

নয়নের সুরঞ্জন, রঙ্গণে রঞ্জিত বন,
জবা করে অরুণ প্রকাশ ॥
ভ্রমরের ছলনায়, পদ্মিনী মানিনী তায়,
সৌরভ লুকায়ে ক্রোধভরে।
আসি ছদ্ম বেশ করি, স্থলপদ্ম রূপ ধরি,
জল ত্যজি স্থল শোভা করে ॥
পাকা ধানে ঢাকা ক্ষেত্র, দেখিয়া জুড়ায় নেত্র,
কৃষকের আনন্দ সোপান।
সংযোগীর সুখরতি, দেখি রোষে রতিপতি,
বিরহীর বধিতেছে প্রাণ ॥
শরদে কুসুম সহ, শীত বহে গন্ধবহ,
ঘনশূন্য মনোহর দিক্।
আকাশের অলঙ্কার, তারা রত্নময়হার,
তাহে শোভে চন্দ্রমা মাণিক ॥

মার্ত্তণ্ড সেনের যুদ্ধার্থ পুনরাগমন।

বরষা হইল সায়, দেখিয়া মার্ত্তণ্ড রায়।
কুমারেরে জয়, করিতে অভয়,
সেনা সহ তথা যায় ॥
লজ্জার খাতিরে রায়, জয়সিংহে না জানায়।
নিজে করি দেনা, সাজাইল সেনা,

পঞ্চাশ হাজার তায়॥
হাতি ঘোড়া উট কত, তাঁবু সরঞ্জাম যত।
সঙ্গে এলো নানা, হাবা বোবা কানা,
বাজিকর শত শত॥
যথায় কুমাররাজ, সগণে করে বিরাজ।
মার্ত্তণ্ড তথায়, সৈন্য সহ ধায়,
তিলেক না করে ব্যাজ॥
বিপক্ষের আগমনে, সুর কুমারেরে ভণে।
হইল বালাই, না দেখি ভালাই,
কি সাহসে যাই রণে॥
কি রূপে করিব জোর, বিপদ ঘটিল ঘোর।
পঞ্চাশ হাজার, সেনা দেখি তার,
হাজার সোয়ার মোর॥
কুমার বলিছে তবে, যা হবার তাই হবে।
এসেছে লড়িতে, না দিব চড়িতে,
যতক্ষণ প্রাণ রবে॥
বিশেষ পিতার কাছে, সম্বাদ জানান আছে।
আর থাকিবেনা, এলো প্রায় সেনা,
বহু দিন ব্যতিয়াছে॥
কুমারের মন্ত্রণায়, সুরসেন দিল সায়।
সৈন্য সুসাজন, করে আয়োজন,
দুর্গ রক্ষা হবে যায়॥

প্রাচীর উপরি স্থলে, সেনা রাখে দলে দলে।
বিদ্যুৎ আকার, আপনি কুমার,
চারিদিগে দেখি চলে ॥
এখানে মার্ত্তণ্ড দল, করে সবে কোলাহল।
দেখিয়া দুর্গম, বাড়ায় আক্রম,
ভাঙ্গিতে দুর্গের বল ॥
কুমারের বল যত, শিলা ফেলে অবিরত।
কোপে কত বীর, মারিতেছে তীর,
শত শত হয় হত ॥
মার্ত্তণ্ডের দল ভারি, কতই ফেলিবে মারি।
একজন মরে, শতজনে ধরে,
সবলে শাবল শারী ॥
রণদক্ষ সুর রায়, বিপক্ষেরা ভয় পায়।
প্রাচীরের ধারে, দাঁড়াইতে নারে,
কে কোথা ছুটে পলায় ॥
দেখি নিজ সেনা ভাগে, মার্ত্তণ্ড ফুলিয়া রাগে।
মহাগণ সাতি, যেন মত্ত হাতি,
আপনি আক্রমে লাগে ॥
সেনার তরঙ্গ হেন, সাগরের ঢেউ যেন।
আসে থাকে থাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দেখি ভয় পায় সেন ॥

বিপক্ষের পক্ষ জোর, কুমারে বিপত্তি ঘোর,
গড়ে সেনাকুল, হইল আকুল,
ভেবে নাহি পায় ওর ॥
মার্ত্তণ্ডের বল বড়, গেল গেল গেল গড় ।
দেখে নারীগণ, করিছে রোদন,
এক ঠাঁই জড়শড় ॥
সুর সেন আঁখিজলে, ভাসিল হৃদয় স্থলে ।
যত সৈন্যচয়, হাহাকারময়,
শূন্য দেখিছে সকলে ॥
কুমার কেবল ঠিক্, চেয়ে দেখে পূর্ব্বদিক্ ।
যেন এক দল, আসিছে প্রবল,
ধূলিময় সমধিক ॥
দেখিয়া কুমার কয়, ডাকিয়া বাহিনীচয় ।
এলো মম দল, মনে কর বল,
আর কিছু নাহি ভয় ॥
এক ঘড়ি যুঝে রাখো, অন্তরে সাহসি থাকো ।
কি করিবে জোরে, হঠাইব ওরে,
আসে যদি লাখো লাখো ॥
সবে পূর্ব্ব দিগে চায়, অসংখ্য দেখিতে পায় ।
সেনা সব আসে, দেখিয়া উল্লাসে,
বিক্রম বাড়িল তায় ॥

কুমারের সৈন্যাগম বর্ণনা।

পঞ্চচামরচ্ছন্দঃ।

পতঙ্গ রঙ্গ রঞ্জিত, প্রভাকুর প্রকাশিত,
প্রদীপ্ত দিগ্ দিগন্তরে, উড়ে নিশান মণ্ডলী।
বিনোদ বাদ্য বল্লরী, পিণাক ঢাক ঝাঁঝরী,
দমাম ঝাঁঝ বাজিছে, প্রসিদ্ধ যুদ্ধ রাঙ্গলী॥
চমুদল প্রদালিতা, ধরা সুধৈর্য্য বর্জ্জিতা
শুধূলি ধূম সঙ্গতান্ধকার সর্ব্ব সর্ব্বরী।
গজেন্দ্র বৃন্দ বৃংহিতাশ্বরাজি তাজি যোজিত,
রথ প্রবাহ চালনা, নির্ঘোষ ঘোর ঘর্ঘরী॥
ত্রিশূল শূল ধারক, প্রচণ্ড খণ্ড কারক,
প্রবীণ যুদ্ধ পারগ, চলে অসংখ্য সংখ্যক।
নরান্তকান্তকারকান্ধ প্রেতলোক প্রেরক,
প্রকাণ্ড ভীতিভাজন, বিপক্ষ পক্ষ তক্ষক॥
যুযুৎসু যুদ্ধ পণ্ডিত, প্রমাদভীতি খণ্ডিত,
প্রবীর বীর সৈন্যপে, চলে সহস্র যোধক।
চলেসুতূর্ণ লক্ষরে, প্রবৃদ্ধ যুদ্ধ হুঙ্করে,
প্রমোদ মত্ত নাগরে, বিপক্ষ দুঃখ বোধক॥

কুমারের সৈন্যের সহিত মার্ত্তণ্ডের যুদ্ধ।

প্রমাণিকাতূণকসঙ্করচ্ছন্দঃ।

কুমার সৈন্য আসিছে, বিপক্ষ রাজ রাগিছে।
দুর্গ ছাড়ি স্বীয় সৈন্য, সাজি তত্র ধাইছে॥
বিবাদ ভূমি পাইছে, দল দ্বয়ে প্রবেশিছে।
বার বার মারম্মার, ঘোর নাদ ছাড়িছে॥
কুমার পক্ষ ভৎর্সিছে, বিপক্ষ পক্ষ তর্জ্জিছে।
সাগরে প্রচণ্ড বায়ু, শব্দ হেন গর্জ্জিছে॥
করাল কাল হাসিছে, বিশাল যুদ্ধ বাসিছে।
ঘোটকে তুরঙ্গ হাতি, মাতি হাতি নাশিছে॥
প্রমত্ত মাল যুঝিছে, স্বমৃত্যু নাহি সুঝিছে।
খড়্গ চর্ম্ম ধারি ধীর, যুদ্ধ বীর খুজিছে॥
সদন্ত লম্ফ মারিছে, ধরাতলাশু কাঁপিছে।
দিগ্বিদিক্ প্রপূর্ণ শব্দ, সিংহনাদ ছাড়িছে॥
পরস্পরে বিদালিছে, নখে নখে বিদারিছে।
দন্তমারি অস্ত্র টানি, অন্তিম প্রহারিছে॥
রথী রথি নিপাতিছে, পদাতি শত্রু ঘাতিছে।
সারথী শর প্রবৃদ্ধ, শীঘ্র প্রাণ ছাড়িছে॥

শরে সমস্ত ছাইছে, কৃতান্ত বেগ পাইছে।
শ্রাবণে দুরন্ত ধার, শোণিত প্রবাহিছে ॥
রণে প্রবীর মাতিছে, দ্বিধার খড়্গ ঘাতিছে।
তুণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড, রক্ত সিন্ধু বাড়িছে ॥
শরের বেগ শন্‌শনী, কৃপাণ ঘাত ঝঞ্ঝণী।
শেল শূল মুদ্গরে, প্রকাণ্ড ঘোর গর্জ্জনী ॥
কুমার সৈন্য আক্রমে, বিপক্ষ যুদ্ধ উদ্যমে।
দিব্য বাণ জাল সন্ধি, শত্রু নাশে অভ্রমে ॥
সুচক্রী চক্র ছাড়িছে, বিপক্ষ দেহ পাড়িছে।
খড়্গ ধারে খড়্গ বাধি, অগ্নি রেণু উড়িছে ॥
ত্রিশূল শূল ঘাতনে, অরাতি যূথ পাতনে।
লক্ষ লক্ষ বীর দক্ষ, লক্ষ্য শত্রু শাসনে ॥
বিশাল অস্ত্র হানিছে, সহস্র মৃত্যু মানিছে।
ছিন্ন ভিন্ন বৈরি সৈন্য, হাহুতাশ ছাড়িছে ॥
কুমার সৈন্য সাগরে, বিপক্ষ পক্ষ সন্তরে।
তীর তায় নাহি পায়, ভাবি শোক দুস্তরে ॥
মহা বিপত্তি দেখিছে, সভীতি চিত্ত ধাইছে।
হায় হায় প্রাণ যায়, ভাবিয়া পলাইছে ॥
স্বপক্ষ শীঘ্র ভাগিছে, মার্ত্তণ্ড মৃত্যু হেরিছে।
চৌদিগে নৃপাল পুত্র, সৈন্য বৃন্দ ঘেরিছে ॥
নিরীক্ষি ঘোর দুষ্করে, বিষণ্ণ রাজ নাগোরে।
যুদ্ধ ছাড়ি প্রাণ দায়, ক্ষান্তি দেয় সংগরে ॥

কুমার সৈন্যে জয়বাদ।

অপরাজিতাচ্ছন্দঃ।

ঘন বাজে ডঙ্কা, নাহিক শঙ্কা,
জয় জয় কুমার রাজে।
দল বল দাপে, ধরণী কাঁপে,
রণজয়ি বাজন বাজে॥
রথ গজ বাজি, সুন্দর সাজি,
চলিছে ঘন গণ মাঝে।
করিবর পৃষ্ঠে, অমারি তিষ্ঠে,
আমির তদুপরি সাজে॥
কত মত রঙ্গে, ভঙ্গ বিভঙ্গে,
শত শত নিশান রাজে।
পরিধৃত বাসে, হেম বিকাশে,
শোভিত জহরত কাজে॥
কত মত ঠাটে, নর্ত্তকী নাটে,
অবনত অপ্সরী লাজে।
দলপতি সর্ব্বে, চলিছে গর্ব্বে,
করি হরি পৃষ্ঠে বিরাজে॥
বিজিত বিরুদ্ধে, সম্মুখ যুদ্ধে,
জয় জয় সকলে গাজে।

পুলকিত হাসে, সজ্জিত বাসে,
চলিল কুমার সমাজে ॥

কুমারের সহিত সৈন্য সংমিলন এবং রমণীর করুণায়।

কুমারের দলপতি সেনাপতি গণ।
রণজিত সজ্জা করে করে আগমন ॥
জয় জয় ধ্বনি করে সৈন্য সমুদায়
কুমারের দুর্গ মধ্যে উত্তরে ত্বরায় ॥
নৃপসুত সুরসেন হয়ে পুলকিত।
সকলেরে সম্ভাষণ করেন বিহিত ॥
সৈন্যগণে পুরস্কার করি সমুচিত।
স্থানে স্থানে বাসাদেন করিয়াচিহ্নিত ॥
পাত্র মিত্র আমীর নৃপতি বন্ধু গণ।
তাহাদের সঙ্গে করি ইষ্ট আলাপন ॥
জনক জননী বার্ত্তা জিজ্ঞাসে নাগর।
কুশল সকলি শুনি হরিষ অন্তর ॥
এইরূপ সকলেরে তুষিয়া উল্লাসে।
হাসি হাসি চলে রায় রমণীর পাশে ॥
চকোরিণী সমানারী আছে পথ চেয়ে।
নিরখি নাগর চাঁদে কাছে এলো ধেয়ে ॥

রক্ত মাখা কলেবর কুমারে হেরিয়া।
গলে ধরি কহে কত করুণা করিয়া ।।
বুঝি বা লেগেছে অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত।
নতুবা লোহিত বস্ত্র কেন প্রাণনাথ ।।
আমার কপালে বিধি সদাই বিমুখ।
অভাগী যেখানে যায় সেই খানে দুখ ।।
তখনিতো বার বার করেছি বারণ।
কেন পুন যুদ্ধ হেতু গেলে প্রাণধন ।।
যে অবধি তোমাতে আমাতে সম্মিলন।
কত পীড়া পেলে নাথ আমার কারণ ।।
রায় বলে কেন প্রিয়ে ভাব অকারণ।
অরি রক্তে রঙ্গিয়াছে আমার বসন ।।
প্রিয়ের কথায় প্রিয়া প্রত্যয় না করি।
সাঁজোয়া খুলিয়া তবে দেখিছে সুন্দরী ।।
মাথার কিরীট খুলে অঙ্গের কবচ।
কোন ঠাঁই বিদ্ধ নাই দেখিল বিকচ ।।
আলুথালু রমণীর বসন ভূষণ।
কান্দি কান্দি অরুণ হয়েছে দুনয়ন ।।
সে শোভা দেখিয়া রায় পুলকে পূরিল।
যতনে প্রিয়ারে ধরি চুম্বন করিল ।।
ভাব দেখি ধনী তবে পলাইতে চায়।
পেয়েছে নিগূঢ় গুড় আর কোথা যায় ।।

সুকুমার বিলাস।

রামাবলে ছিছি ছাড় ওমা একি লাজ।
রায় বলে পড়ুক লাজের মাথে বাজ॥
বাহিরে জানায় লজ্জা অন্তরে আহ্লাদ।
সেই স্থানে মিটে গেল প্রেমের বিবাদ॥

মার্ত্তণ্ডসেনের স্বদেশগমন।

এখানে হারিয়া তবে নাগোরের পতি।
লজ্জায় মলিন মুখ বিষাদিত অতি॥
ভাবিল দেখিলে হবে দেঁতুয়ার হাসি।
ফিরে না দেখায় মুখ জয় পুরে আসি॥
বিক্রম টুটিলে হয় সেই মত দশা।
স্বভাবে সিংহের সম অভাবে সে মশা॥
এসেছিল যত সৈন্য সিকি তার আছে।
গণনায় হাজার দশেক পায় পাছে॥
তাহাদের শরীরে অস্ত্রের দাগ কত।
ঝর ঝর লোহ ধারা ঝরে অবিরত॥
পড়িছে রুধির গাত্রে পলাইছে তারা।
ভিত্তিতে যেমত শোভে দিলে বসুধারা॥
সেনা কুল কান্দে প্রিয়-স্বজন কারণে।
মরিয়াছে বাপ ভাই পুত্র বন্ধুগণে॥
যার যে আত্মীয় তার লাগি করে তাপ।
হায় বিধি কেন ঘটাইলে এত পাপ॥

যেমন আপনা খেয়ে এসেছি এখানে।
তাহার উচিত ফল ফলিয়াছে প্রাণে ॥
এমত দুর্ম্মতি রাজা কেহ নাহি আর।
একবার হেরে গিয়া আইল আবার ॥
গোটা বারো মাগু ঘরে রয়েছে বসিয়া
সকলে সমান তারা সে রসে রসিয়া ॥
তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা কেবা করে ভাই।
ভাবি তাই বিবাহ করিতে কেন যাই ॥
বিবাহ করিয়া ফের কি করি যোগায়।
ঘরে সারা হয় তারা খবর না পায় ॥
মাগু বেয়ে হইয়া মজালে সব দেশ।
আপনিও এই ভাবে মরিবেক শেষ ॥
এখনি মরিলে ঘুচে আমাদের তাপ।
কত জ্বালা দিবে আর বাঁচি এই পাপ ॥
অভাগার রাজ্যে থাকি কোন সুখ নাই।
যুদ্ধের সময়ে শুধু আগে মারা যাই ॥
এই যে মরিল সব কোথা পাব হায়।
নিজে যদি মরিতাম ভাল ছিল তায় ॥
এইরূপে মার্ত্তণ্ডেরে সবে গালি দিয়া।
চলিযায় করে হায় কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
আপনি মার্ত্তণ্ড অবশিষ্ট সেনা লয়ে।
নাগোর নগরে এলো বিষাদিত হয়ে ॥
অমাত্য গণেরে লাজে মুখ না দেখায়।

অন্তঃপুরে যায় রায় নারীরা যথায় ।।
রাণীরা আসিয়া সবে ঘিরিয়া বসিল।
রণজয় দ্রব্য সব চাহিতে লাগিল ।।
কেহ কহে মোর লাগি আনিয়াছ কিবা।
কেহ বলে ভালবেসে আমারে কি দিবা ।।
এক জন বলে আমি কথনো না পাই।
যুদ্ধে জিনিয়াছ বলে আলিঙ্গন চাই।।
এইরূপে নারীদের বচনের ঠাটে।
পড়িল মার্ত্তণ্ড সেন শমনের নাটে ।।
বলিতে বিষম দায় হারিয়াছে রণে।
অন্তরে গুমরি মরে পরমাদ গণে ।।
মরাচেয়ে পোড়ায় যাতনা বড় ঘটে।
অধোমুখ নরপতি দারার নিকটে ।।
রাণীদের নিকটে পাইয়া অপমান।
থাকুন মার্ত্তণ্ড নিজে করি সহমান ।।
দাম্ভিকের অপমান বড় লাগে গায়।
মরে যদি বাঁচে এড়ি বাক্য যাতনায় ।।

রাজা জয় সিংহের নিকটে সুর সেনের গমন।

অনন্তর নিরন্তর, চিন্তেন নাগরবর
বাড়ী কি শ্বশুরবাড়ী যাই।

রমণীর আকিঞ্চন, যাবে জনক ভবন,
তার মান আগে রাখা চাই ॥
সুর সেনে ডাকিরায়, বসিলেন মন্ত্রণায়,
বলে দাদা কি করি এখন।
ঘুচিল সকল বাদ, পূরিল মনের সাধ,
এক মাত্র আছে আকিঞ্চন ॥
রমণীর সাধ আছে, যাবে পিতামাতা কাছে,
তাঁহাদের ক্রোধ ভাঙ্গাইতে।
করিয়াছি যে কৌতুক, শেষে পাব বড়সুখ,
শ্বশুরের যৌতুক লইতে ॥
সকলি দাদার মত, করিয়াছ মনোগত,
শেষ যুক্তি উক্তিকর সার।
কোন ছলে তুলাইয়া, জয় সিংহে ভুলাইয়া,
যাইবল শ্বশুর আগার ॥
বাধিত করিলে কত, বিয়াদিলে মনোমত,
ভাগাইলে বিপক্ষ বালাই।
শেষ প্রায় হৈল যাম, নাটুরের মনস্কাম,
শেষে কাব্য শেষ করা চাই ॥
সুরসেন বলে ভাই, ভাবে বুঝিলাম তাই,
এত সাধ শ্বশুর আলয়ে।
বাটীতে থাকিতে গেলে, এত কি আমোদ মেলে,
সদাভীত গুরুজন ভয়ে ॥
তাইতো শ্বশুর বাড়ী, যেতে কর তাড়াতাড়ি,

মাগ্ লয়ে,সুখ যে ভবনে।
মাগু যদি হয় আড়, তাতে শাশুড়ীর চাড়,
ঘরে লয়ে ঢুকায় যতনে॥
ভাল ভাল বুঝিলাম, তোমার যে মনস্কাম,
শুন কহি যুক্তি অবশেষ।
জয় সিংহে লেখ পত্র, আমি নিজে যাব তত্র,
বুঝাইব তাহারে বিশেষ॥
রমণীর পক্ষহতে, ভেট লয়ে বিধিমতে,
দাসীরে পাঠাও রাণীপাশে।
নৃপের আক্রোশ যাবে, মহিষী সান্ত্বনা পাবে,
কার্য্য সিদ্ধি হবে অনায়াসে॥
শুনিয়া মন্ত্রণা রায়, সাধুবাদ করে তায়,
যুক্তিমত করে আয়োজন।
লইয়া নাতির পাতি, বহুসৈন্য করি সাতি,
গেল রায় নৃপতি সদন॥

কুমারের পত্র।

শ্লোক।

শ্লিষ্টা পুরা সুখকরেণ করেণ যা মে
ত্বন্নন্দিনী কমলিনী মুদিতা বভূব।
তাংকশ্চিদত্র পরিবঞ্চয়িতুং ছলেন

মার্ত্তণ্ড নাম পরিগৃহ্য সমাজগাম ॥১॥
সমরনভসি শূরং দূরমদ্যৎ প্রতাপং
সনিকৃতিমুপযাতস্তামসো মাং দ্বিরেত্য।
তদিহ নিহত শত্রুদ্র্ষ্টুমিচ্ছামি গত্বা
তব চরণসরোজং দীয়তাং মে নিদেশঃ ॥২॥

অস্যার্থঃ। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ সময়ে যা তব নন্দিনী দুহিতা মম কমলিনী পদ্মিনী নামক নায়িকাভেদঃ, পত্নী, মে মম, তাত্ত্বিকসূর্য্যভূতস্যেতি শেষঃ, সুখকরেণ আহ্লাদকেন, করেণ পাণিনা, কিরণেনচ শ্লিষ্টা আলিঙ্গিতা অথবা সম্পৃক্তাসতী মুদিতা হৃষ্টা বিকসিতা চ বভূব আসীৎ, তাংতে দুহিতরং কশ্চিৎ ধূর্ত্তো মার্ত্তণ্ডেতি নাম সংজ্ঞাং পরিগৃহ্য স্বীকৃত্য মার্ত্তণ্ড নামা যঃ স এবেত্যর্থঃ, অথবা সূর্য্যশ্চন্যোভূত্বা ছলেন মায়য়া সূর্য্যাপরনাম মার্ত্তণ্ডাপদেশেনেতি ভাবঃ, পরিবঞ্চয়িতুং প্রতার্য্য সমাবর্জ্জয়িতুং পরিণেতুঞ্চাত্র দেশে সমাজগাম আগতোঽভূৎ ॥১॥

তমসা মায়য়া বর্ত্ততইতি তামসো মায়াবী তমঃস্বভাবো বা অথবা ধ্বান্তাত্মকঃ, স পূর্ব্বোক্তোধূর্ত্তঃ শূরং পুরুষকারোপেতং অথচ সূর্য্যং, কিঞ্চ,দূরং অত্যর্থং উদ্যন্ প্রসরন্ প্রতাপঃ প্রভাবস্তেজোতিশয়শ্চ যস্য তং তথাভূতং মাং সমরনভসি রণাঙ্গনাকাশে দ্বির্দ্বি বারং এত্য প্রাপ্য তত্র ময়া যোধয়িত্বেত্যর্থঃ, নিকৃতিং

নিকারং পরাভবং উপযাতঃ প্রাপ্তঃ, ময়া পরাজিতঃ তদিদানীং ইহনিহত শত্রু নিষ্কণ্টকোঽহং গত্বা ভবদন্তিকস্থপস্থায় তবচরণ সরোজং ভবৎ পাদপদ্মং দ্রষ্টুমিচ্ছামি মে মহ্যং নিদেশ আজ্ঞা তাবদ্দীয়তামনুমন্তব্যমিত্যয়ং সংক্ষেপঃ ॥২॥

পূর্ব্বে যে আপনার কন্যা সেই কমলিনী নলিনী (পদ্মিনী নাম নায়িকা বিশেষ) আমার আহ্লাদজনক হস্তে আলিঙ্গিত (শ্লেষপক্ষে সূর্য্যের সুখকর কিরণে স্পর্শিত) হইয়া আনন্দিতা (প্রস্ফুটিতা) হইয়াছিল, এই স্থলে কোন প্রবঞ্চক মার্ত্তণ্ড নাম ধারণ করিয়া (আপনাকে সূর্য্যমানিয়া) তোমার সেই নন্দিনীকে (কমলিনীকে) প্রতারণায় ভুলাইতে (বিবাহ করিতে) আগত হইয়াছিল ॥১॥

তমোগুণাক্রান্ত সেই ধূর্ত্ত (অন্ধকারাত্মক) আসিয়া যুদ্ধস্থলাকাশে (সূর্য্যস্বরূপাতিশয় উদ্দীপ্ত প্রতাপ) অতিবিস্তৃত পরাক্রমশালী আমাকর্ত্তৃক দুইবার যুদ্ধে পরাভব (নিরাকৃত) হইয়া গিয়াছে, এইক্ষণে এখানে বৈরহীন হইয়া সমীপে যাইয়া আমি মহাশয়ের পাদ পদ্ম দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন ॥২॥

রাজা জয়সিংহ এবং সুরসেনে কথোপকথন।

পত্র পড়ি মহারাজ, সুরসেনে দেন লাজ,
তুমি নর অপ্রবীণ বড়।
হইয়াছ বৃদ্ধ বটে, বুদ্ধি শুদ্ধি নাই ঘটে,
নহিলে একাজে কেন দড় ॥
কুলেতে কলঙ্ক দিয়া, ছলে কন্যা হরে নিয়া,
শেষে মুখে কথাই সম্মান।
আগে করি অপমান, পরে মিছা কেন ভাণ,
কাটিয়া লবণ কর দান ॥
কুলে কালি যার ছলে, তারে কে জামাতা বলে,
সে যে মম কুলের অঙ্গার।
কন্যানামে তনুদহে, সে আমার কন্যা নহে,
তার মুখ না দেখিব আর ॥
সকলে স্নেহের বশ, তাহে হয় অপযশঃ,
হায় বিধি কি করিলে শেষ।
অন্তরে অন্তর যেন, কন্যারে রেখেছে হেন,
যার জন্য হাসে যত দেশ ॥
যে দিলে কুলের খোঁটা, তারে চন্দনের ফোঁটা,
দিতে না পারিব প্রাণ ধরে।

হইলে অপার দুখ, দেখিব কি তার মুখ,
লজ্জা নিবারণ কেবা করে ।।
ওহে দূত ফিরে যাও, যদ্যপি মঙ্গল চাও,
পুনরায় না কহিও কথা।
আমার অনুজ্ঞা মান, চলে যাও নিজ স্থান,
প্রতিফল পাইবে অন্যথা ।।
শুনিয়া রাজার বাণী, সুরসেন যোড়পাণি,
কহিতে লাগিল তাঁর কাছে।
শুন শুন মহারাজ, ইহাতে নাহিক লাজ,
পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে ।।
শ্রীকৃষ্ণ যেমন আগে, রুক্মিণীরে অনুরাগে,
হরি আনিলেন নিজদেশ।
অর্জ্জুন সুভদ্রা হরি, আনিলেন বিয়াকরি,
হরির আনন্দ হয় শেষ ।।
বিধাতার যে বিধান, কারসাধ্য করে আন,
হিত বাক্য শুন নৃপবর।
মিছে লোক বাদচেয়ে, উত্তম জামাতা পেয়ে,
অবহেলা করোনা বিস্তর ।।
দৌত্যের বচন ধর, যে হয় উচিত কর,
বিলম্ব করিতে আর নারি।
শুনি জয় সিংহ রায়, বসিলেন মন্ত্রণায়,
পড়ে গেল সে সমস্যা ভারি ।।

মন্ত্রি সহ বিবেচিয়া, সুরসেনে বাসা দিয়া,
কি হইবে ভাবেন তখন।
অন্দরে কন্যার দাসী, ভেট সহ ভেটে আসি,
প্রণমিয়া রাণীর চরণ ॥
রমণীর পত্র লয়ে, রাণী ব্যাকুলিতা হয়ে;
পড়ি সব জানি সমাচার।
কন্যার কুশল সহ, জামাতার সুখাবহ,
দাসীরে জিজ্ঞাসে বার বার ॥
দাসী মুখে শুনি সব, করি বলে হাহা রব,
দয়া নাই কিছুই রাজার।
আহা আহা মরি মরি, কেমনে জীবন ধরি,
ঘরে নাই রমণী আমার ॥
অন্য কন্যা পুত্র নাই, একি ব্যথা ভাবি তাই,
একা কন্যা প্রাণের অঞ্চল।
রাণীর অন্তরে বাসে, হেন কালে রাজা পাশে,
আসে ঘটে দম্পতী কন্দল ॥

রাণীর আক্রোশ বাক্যে রাজার সম্মতি এবং কুমার সমীপে দূত প্রেরণ।

রমণীর পত্র পেয়ে জেনে শুনে যত।
মহিষীর অন্তরে শোকের ধারা কত॥

ছল ছল দুনয়ন পরিপূর্ণ জলে।
ক্রোধ মৌন ভাবে বসি কিছু নাহি বলে॥
হেনকালে জয়সিংহ দরবার ছাড়ি।
রাণীকে কহিতে বার্ত্তা আসি তাড়া তাড়ি॥
দেখেন সম্মুখে বসি দাসী এক জন।
মৌনভরে আছে রাণী শোকাকুল মন॥
জিজ্ঞাসেন নৃপতি সভয় ভাবি মনে।
নাহি জানি অভিমান হইল কেমনে॥
কহ রাণি সবিশেষ কেন হেন ভাব।
এত অভিমান বল কাহার প্রভাব॥
অনেক সাধনা পরে মহিষী তখন।
জয় সিংহে কন কত করুণ বচন॥
রাজ্য নিয়ে ভুলে আছ নাহি কর মনে
প্রাণের রমণী কোথা গেল কার সনে
তোমার নিবৃত্তি হেতু বহুবিধ আছে।
কেবা ভাল বুঝাইবে যাব কার কাছে॥
যে করে আমার মন কুমারির লাগি।
আহার চলায় বাক্ নিদ্রা গেছে ভাগি॥
শয়ন ভোজন নাই দিবা নিশি ভাবি।
মা বলিয়া মেয়ে কি আসিবে আর ভাবি॥
পুরুষ কঠিন প্রাণ তুমি লহ কর।
রমণীকে আনিয়া দেখাও অতঃপর॥

নতুবা ত্যজিব দেহ তোমার সাক্ষাতে।
জানিবে বিশেষ লোকে বলিবে পশ্চাতে ॥
রাজ বুদ্ধি কেটা বলে পাষণ্ডের মত।
বিবেচনা কিছু নাই পুহ কার্য্য কত ॥
যে পোড়া আমার তাহা কিছু নাহি জান।
যদ্যপি আমারে চাও রমণীকে আন ॥
দেখ দেখি কত দুঃখে পাঠায়েছে দাসী।
ঝরি ঝরি রমণী মিলিবে কবে আসি ॥
লিখিয়াছে যেই পত্র পাঠ কর যদি।
উথলিয়া শোকসিন্ধু উঠে নিরবধি ॥
পোড়া প্রাণ পাষাণে বেঁধেছ তাই বলি।
কিছুই ভাবনা নাই সহিছ সকলি ॥
এমত অনেক কথা শুনি নৃপবর।
বলিলেন তাঁরো কাছে আসিয়াছে চর ॥
জামাতার পত্র এই দেখ মম হাতে।
সর্ব্ব দিক্ রক্ষা পায় কলহ যাহাতে ॥
আসিবেন দেখিতে শুনিতে সবিশেষ।
বিবেচনা মত যাহা করহ আদেশ ॥
রাণী বলে এখনি অনুমতি দেও তার।
আসিবে জামাতা সহ রমণী আমার ॥
শুনেছি জামাই যিনি তিনি যুবরাজ।
বিনতি করিতে তাঁরে নাই কিছু লাজ ॥

বিজয় নগর পতি শ্রীমোহন সুত ।
বল বান রূপবান বহুগুণ যুত ।।
ভাগ্যছেন নাম তিনি জামাতা আমার ।
তাঁহাকে আনিবে ঘরে ভাবনা কি তার ।।
শুনি শেষ জয় সিংহ বিলম্ব না করে ।
সুরসেনে আসিয়া কহেন সমাদরে ।।
শুন মন্ত্রি চূড়ামণি প্রাচীন আপনি ।
আপনার সম্ভ্রমে সম্ভ্রম গণি ।।
কহিয়াছিলাম কথা ক্রোধ অনুগত ।
অপরাধ নাহি লবে বলিয়াছি যত ।।
স্তুতিবাদে তুষ্টি নাহি পায় কার মন ।
সুররায় শুনি তুষ্ট রাজার বচন ।।
কহিছেন মৃদু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া ।
সন্তোষ পেয়েছি বড় এদেশে আসিয়া ।।
যেমত রাজার ধারা তাহার অধিক ।
ব্যবহারে ত্রুটি নাই [illegible] দিক ।।
ইত্যাদি অনেক বার বাখানিয়া কত ।
রাজাকে কহেন [illegible] অভিপ্রায় মত ।।
আজ্ঞা কর নৃপবর যাই [illegible] ।
বিলম্বে হবেন [illegible] ।।
শুনি জয় সিংহ রাজ বাখান করিয়া ।
বিদায় দিলেন সুরে [illegible] ।।

অতঃপর যাত্রা করি সগণে কুমার।
যাইতে শ্বশুর বাড়ী আনন্দ অপার॥
হেমন্তের আগমন করিয়া সম্মুখে।
জয়পুরে যান সবে অশেষ কৌতুকে॥

হেমন্ত বর্ণনা।

হেমন্তের আগমন, হৈমন্তিক সুশোভন,
পুষ্প নব প্রবালের মত।
হতেছে তুষার পাত, নলিনীর বিনিপাত,
ধরণীর পূর্ব্বভাবগত॥
নবীনা যুবতি গণে, আর না শোভয় স্তনে,
চন্দন মাখান ফুল হার।
করে বালা আভরণ, করে বালা সংগোপন,
কুচ বহে মোটা বস্ত্র ভার॥
শরদে শিশির মিশি, প্রকাশিছে দিশি দিশি,
আপনার প্রভাব শীতল।
হেরি সেই নব ছবি, উত্তাপ কমায় রবি,
প্রখরতা ক্রমশঃ বিকল॥
রেতে পড়ে যে তুহিন, তৃণ পত্র অগ্রে লীন,
প্রাতে তাই ঝরে যায় সব।

মর্দ্দিত স্তনের খেদে, মরিতেছে কেঁদে কেঁদে,
এই মত করি অনুভব ॥
বিরল না থাকে কেহ, শুয়িয়া মিলায় দেহ,
প্রিয়া প্রিয় আলিঙ্গন করে।
নিশিতে কি শীতে ভয়, এমনি মিশিতে হয়,
নাগরী নাগরে হৃদি পরে ॥
পূর্ণ প্রায় ইক্ষুদণ্ড, শোভাকরে ভূমিখণ্ড,
হেরিলে চক্ষের পাপ যায়।
মানস মন্দিরে হেন, শতভাব ধরে যেন,
অবিরত পূর্ণ সুখ পায় ॥
সুখে থাকি বকসব, করে আমোদের রব,
বকীগণে করে বকাবকি।
প্রিয় প্রিয়া সম্মিলনে, বিশেষ সন্তোষ গণে,
কাব্য রস বসে তাই বকি ॥
দক্ষিণ পবন নাই, বায়ুহীন সব ঠাঁই,
প্রায় বটে কিঞ্চিৎ উত্তরে।
ভাবের সাগরে মথি, অমিয়া তুলিয়া তথি,
সংযোগিরা সংযোগে উত্তরে ॥
না শীত নিদাঘ নয়, পথিকের মনে হয়,
সুখোদয় গতি বিধি লাগি।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, ব্যায়ামে আরাম পায়,
অনায়াসে হয় সুখ ভাগী ॥

বায়ু সেবা হেতু কেহ, অনাবৃত করি দেহ,
নাহি আর উপবনে যায়।
ঘর্ম্মের নির্গম গায়, কিছুই না দেখা যায়,
নানা ভোগ যোগ্য দিন পায়॥
হেমন্ত কালের গুণে, বলিহারি শত গুণে,
কত গুণে বাধিত করহ।
যাঁহার ইচ্ছায় হয়, তাঁহার সে পদেলয়,
করি মনে প্রিয়জন রহ॥

কুমারের জয়পুরে গমন এবং নারীগণের বিতর্ক।

চড়িয়া তুরগ রাজ, চলিলেন যুবরাজ,
সুরসেন হন সহকার।
সেনাগণ যথা ঠাটে, কার সাধ্য কেবা আঁটে,
পাছে পাছে চলিল তাঁহার॥
নৃপতি কুমার অতি, প্রফুল্ল প্রফুল্ল মতি,
শ্বশুর মন্দিরে উপনীত।
রমণী সানন্দ মনে, উত্তরেন নিকেতনে,
সহচরীগণের সহিত॥
রাজা জয় সিংহ রায়, নিতে নিজ জামাতায়,
আগুবাড়ি সত্বর আইল।

শুনি বাণি অপরূপ, উথলি কৌতুক কূপ,
দেখা ছলে সকলে ধাইল ॥
কিবা জরা কি আতুর, মোটা বুদ্ধি কি চতুর,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ যত।
শত শত দলে দলে, চলে কত কুতূহলে,
বলে কয় বুদ্ধি সাধ্য মত ॥
যত কুল নারীচয়, সকলে বিস্মিতা হয়,
গবাক্ষে করিয়া দৃষ্টিপাত।
চন্দ্রতারা দ্যুতি হর, অপরূপ মনোহর,
দেখা যায় একি অকস্মাৎ ॥
বিধি কি বিরলে বসি, গড়িছিল মুখ শশী,
অকলঙ্ক সুধার সদন।
তাই বা কলঙ্কী শশি, আকাশে রয়েছে পশি,
লাজে সদা লুকায় বদন ॥
যদি কভু পায় দিন, পূর্ণমাসী শুভ দিন,
পূর্ণরূপ প্রকাশিলে পাছে।
রাহু আসে দৈব বলে, গ্রহণ গ্রাসের ছলে,
তুল্য হবে এরূপের কাছে ?॥
কেহ কহে তাই বটে, লইল আমার ঘটে,
কেহ বলে তাহা কিছু নয়।
শুনেছি পুরাণ পর্ব্বে, সুবিদিত আছে সর্ব্বে,
দেবরাজ হবে মনে লয়॥

কহে আর বুদ্ধিমতী; এতো নহে শচীপতি,
এঁর কোথা সহস্র লোচন।
আমি করি অনুমান, এই হবে পঞ্চবাণ,
নহে মন কে করে মোহন ॥
আর জন বলে সই, এ কথা বা ঘটে কই,
অঙ্গ হীন সে পোড়া মদন।
আমি দেখি সেই ছবি, সমুদিত নবরবি,
প্রকাশিয়া হৃদয় গগন ॥
অন্যে কয় তাহা নয়, সে করে তাপিত হয়,
এরূপে শীতল করে আঁখি।
তাই বলি বিদ্যমান, কুমার এ মূর্ত্তিমান,
ইচ্ছা হয় হৃদে তুলি রাখি ॥
হাসি কহে আর জন, কুমার যে ষড়ানন,
এঁর কোথা দেখিলে সে বেশ।
ভুলেছে তোমার মন, আমি ভাবি সে কারণ,
জানিতে না পার সবিশেষ ॥
এ রাজ কুমার হয়, এ যে সে কুমার নয়,
আঁচা আঁচি নয়নের বাদে।
করি রূপ নিরীক্ষণ, নাহি ভুলে কোন জন,
রাজ কন্যা ভুলেছে কি সাধে ॥
এইরূপে নারী দলে, বিতর্কেতে কত বলে,
কুমারের বাখানে পরস্পরে।

কুমার রমণী লয়ে, যান শ্বশুর আলয়ে,
রাজা রাণী আনন্দ অন্তরে ॥

জয়পুরে মহোৎসব।

স্তবকাবলী ত্রিপদী।

নৃপতি সমাদরে, কুমারে নিল ঘরে,
কন্যারে কত স্নেহ করিল।
মহিষী হৃষ্টা হয়ে, জামাতা কন্যা লয়ে,
বিবিধ সুমঙ্গলাচরিল ॥
এখানে নরপতি, কুমার সেনা প্রতি,
তুষিয়া বাসা দেন নগরে।
সুরেরে নিজ স্থলে, রাখেন কুতূহলে,
করেন আলাপন সাদরে ।
রাজার অনুমত, ব্রাহ্মণ শত শত,
মঙ্গল আচরণ করিল।
নিয়ম শাস্ত্র মত, রাখেন অবিরত,
সে যশ দেশে দেশে পূরিল ॥
বেদের উচ্চারণ, করেন দ্বিজগণ,
বিচারে গোলযোগ রটিল।
ভাণ্ডারে বহুধন, করেন বিতরণ,
দীনের শুভদিন ঘটিল ॥

ঘটকে কুল কয়, আটক নাহি রয়,
বিবাহে যত দোষ মিটিল।
ভট্টের যত বোল, হট্টের যত গোল,
মহান কোলাহল উঠিল॥
তম্বুরাধরে সুর, মৃদঙ্গ সুমধুর,
মন্দিরা বীণা আদি বাজিছে।
গাইছে সপ্ত স্বরে, শ্রবণ মনোহরে,
নবীনা নৃর্ত্তকীরা নাচিছে॥
নিশিতে উজ্জ্বলিত, দীপেতে দীপান্বিত,
আতশ বাজি কত ছাড়িছে।
এরূপে প্রতি ঘরে, আমোদ সবে করে,
ক্রমশো মহোৎসব বাড়িছে॥

রমণীর মান।

অতঃপর নিরন্তর, সুখেতে নাগর বর,
নিবসেন শ্বশুর আগারে।
সদা সুরসেন সঙ্গে, রাজনীতি কাব্য রঙ্গে,
দিবা কাটে রাজ দরবারে॥
প্রেয়সীকে রাখি বুকে, নিশা কাটে মন সুখে,
নারী সহ কৌতুক বচনে।
শীতের প্রারম্ভ কালে, এত সুখ কোন্ কালে,
প্রিয়া সহ থাকিতে গোপনে॥

নব প্রেম অনুরাগে, প্রেমিকের মনে জাগে,
দিবা নিশি তাহার সমান।
নিশিতে যে সুখ যোগ, দিবায় কি হয় ভোগ,
তাই ভাবি আকুল পরাণ॥
অনঙ্গের বাণে লীন, রাজপুত্র এক দিন,
চলি যান রমণী মহলে।
দেখি তাঁরে সখীগণ, ভাবে বুঝি যে লক্ষণ,
হাসিয়া পলায় কুতূহলে॥
সখীরা পলায়ে যায়, নাগর সময় পায়,
রমণীকে করে টানা টানি।
ধনী বলে ছিছি ছাড়, বাড়াইলে কত বাড়,
দিবসে এ কাজে বড় হানি॥
রায় বলে ক্ষান্ত হও, ও কথা বুড়ারে কও,
কেন কর এ রসে অলস।
দিবসে ও মুখ চাঁদে, নবীন সুধার স্বাদে,
না জানি পাইব কত রস॥
এত বলি যুবা বর, হানিয়া কটাক্ষ শর,
জোর করি নারীকে ধরিল।
পতির দেখিয়া রতি, রতা হয় রসবতী,
কাজে কাজে লাজ পলাইল॥
সারিতে দিবস যাগ, উভয়েরি অনুরাগ,
আলু থালু দোঁহে অচেতন।

নাগর নারীরে ধরে, বদনে দংশন করে,
দেখি ভয়ে পলায় মদন ॥
স্মররাজ চলে যায়, যুবরাজ লাজ পায়,
ত্বরায় বাহিরে যেতে চায়।
রমণী ধরিয়া করে, গমনে নিষেধ করে,
কুমার ঠেকিল বড় দায় ॥
গেলে রমণীর রোষ, না গেলে অধিক দোষ,
যেতে হবে রাজার সভায়।
ভাবিয়া বিগত বোধ, নাহি মানে অনুরোধ,
হাত ছাড়ইয়া যায় রায়।
পতির দেখিয়া রীত, ধনীভাবে বিপরীত,
মন ভারি হয় উচ্চাটন।
সখীগণ এ সময়, আসিয়া ইঙ্গিতে কয়,
শুনি আরো হয় জ্বলাতন॥
একে বলে আর সখী, দেখ দেখি কি নিরখি,
আজ দেখি অপরূপ রূপ।
রমণীর মুখ চাঁদ, ছিল অকলঙ্ক ছাঁদ,
সে বাদ ঘুচালে নবভূপ ॥
বিধির বিধান ভালো, বিধুর হৃদয় কালো,
তাতে তবু হয় সুশোভন।
গুণ কোথা দোষ ভিন্ন, কুমারী বদনে চিহ্ন,
ভালমতে সেজেছে এখন ॥

শুনি সখীদের বাণী, ধনী মনে অনুমানি,
দর্পণে দেখিল সুবদন।
দশন দংশন দাগ, আরক্তিম গণ্ড ভাগ
দেখি রোষে রমণী তখন॥
মজি নব অভিরোষে, অন্তরে প্রভুকে দোষে,
পুরুষ প্রকৃত শঠ জাতি।
পর দুখে নহে দুখী, আপনার সুখে সুখী,
তার সহ প্রণয় অখ্যাতি॥
পুরুষ বঞ্চক বড়, কেবল কথায় দঢ়,
মুখে মধু মনে বিষধার।
দেখ কি করিল আজ, কেমনে খাইয়া লাজ,
দেখাইব এমুখ আমার॥
একি পীরিতের ধারা, আপনার কার্য্যসারা,
রহিল না সাধিলাম কত।
করেছেন যেই কাজ, আসুন নিশিতে আজ,
প্রতিফল দিব তার মত॥
এত ভাবি গুরুমানে, রহিলেন নিজ স্থানে,
হোথা রায় না জানে সংবাদ।
রজনীর আগমনে, গিয়া প্রিয়া নিকেতনে,
দেখে তথা ঘটেছে প্রমাদ॥
বসনে বদন ঢাকি, সজল লোহিত আঁখি,
দেখে নারী আছে কোপ ভরে।

দেখিয়া এরূপ ভাব, রায় করে অনুভাব,
অভিমান আমারি উপরে ॥
নারীরে মিনতি করি, কহে শুন প্রাণেশ্বরি,
এতরোষ কিসের কারণ।
যদি মোর লাগি মান, ক্ষম দোষ কর ত্রাণ,
কথা কও জুড়াক জীবন ॥
আগে দোষ দেখে রাজা, পরে দুষ্টে দেয় সাজা,
তুমি বল কি দোষ আমার।
আমিতো তোমার বটে, যা ঘটাবে তাই ঘটে,
সাজা দেও করি সুবিচার ॥
রায় কহে সবিনয়, নারী কথা নাহি কয়,
দেখিল যে মান গুরুতর।
মানি নাই উপরোধ, সহজে যাবেনা ক্রোধ,
পুন রায় কহে সকাতর ॥
ইন্দীবর শোভা ঢাকি, তব সুনীলিম আঁখি,
আজি ধরে কোকনদ রূপ।
বারেক চাহলো ধনি, তবুতো সন্তোষগণি,
দেখি সেই রূপ অপরূপ ॥
পড়ি বস্ত্র রূপ ফাঁদে, তোমার বদন চাঁদে,
না হেরি ব্যাকুল মম মন।
বসন মোচন কর, চিত্তের আন্ধার হর,
ধরি করে রাখলো বচন ॥
কমলের কোমলতা, জিনি তব তনুলতা,
সুধা দিয়া গড়েছে অধর।

সুকুমার বেলা ।

সকলি কোমল হেন, হৃদয় পাষাণ কেন,
তাই ধনি ভাবি নিরন্তর ॥
হইয়া ক্রোধের বশ, কেন লও অপযশ,
সেতো তব অন্তরঙ্গ নয় ।
পরের মর্য্যাদা রাখি, স্বজনে লুকাও আঁখি,
একি কভু উপযুক্ত হয় ॥
নাগর যতেক কয়, নাগরী সান্ত্বনা নয়,
রহে নিদারুণ মানভরে ।
যুবরাজ ভাবে তবে, এর কি উপায় হবে,
এমান ভাঙ্গাব কিবা করে ॥
যার লাগি দেশ ত্যাগী, হইয়া নিন্দার ভাগি,
রহিয়াছি সেই করে হেন ।
সাধিলাম ধরি করে, তবু রৈল মান ভরে,
কত দোষ করিয়াছি যেন ॥
এত ভাবি রাজ সুত, হয়ে কিছু রোষ যুত,
বাহির মন্দিরে গেল চলে ।
নিশি ক্রমে অবশেষ, সখী আসি মিলে শেষ,
রমণী শয়নে পড়ে ঢলে ॥

রমণীর কলহান্তরিতা দশা বর্ণনা ।

লঘু ত্রিপদাবলী ।

পিরীতের রীত, দেখ বিপরীত,
উচিত না করি বিষাদ পায় ।

সুকুমার বিলাস।

নাথ চলে গেলো, সখীগণে এলো,
রমণী পড়িল বিষম দায় ॥
শিরে কর রাখি, ছল ছল আঁখি,
অনিমিখে ধনী, নিরখি রয়।
সজল নয়নে, কহে সখীগণে,
হারাই বঁধুরে হৃদয়ে লয় ॥
হায় একি কাজ, করিলাম আজ,
কিছার মিছার করিয়া মান।
এখন কি করি, কহ সহচরি,
বঁধুরে না হেরি বিদরে প্রাণ ॥
ধরি দুটী হাত, সাধিলেন নাথ,
কহিলেন কত মধুর বাণী।
আমি অভাগিনী, হইয়া মানিনী,
সে কথা না শুনি এতেক হানি ॥
হয়ে মিছা মানী, কহি নাই বাণী,
তাঁহার বচন শুনিনি কাণে।
শুনলো আবার, ফিরে একবার,
চাইনি তাঁহার বদন পানে ॥
আহা মরি মরি, কিসে প্রাণ ধরি,
প্রভুরে এতই দিয়াছি দুখ।
যে আমার, প্রাণের আধার,
তারে এভার দিয়া কি সখ ॥

সে যে প্রাণধন, আমার কারণ,
কতই বেদনা পেয়েছে সই।
তাহার বিহিত, এই কি উচিত,
মান করি তাঁর নিকটে রই, ?॥
সাধিল যখন, আমার তখন,
প্রভু পায়ে ধরা উচিত ছিল।
বুঝিবা এখন, বিধি বিড়ম্বন,
দিয়া সে রতন কাড়িয়া নিল॥
আমার এ দোষে, যদি প্রভু রোষে,
আপনার দেশে চলিয়া যায়।
তবে কি হইবে, পরাণ যাইবে,
নাবুঝে সখি কি করিছি হায়॥
সখি যাও যাও, বঁধুরে ফিরাও,
তিনি বিনা প্রাণ রবেনা কভু।
বঁধু ফিরে এলে, তাঁর মুখ চেলে,
কভু মোরে ফেলে যাবে না প্রভু
যদি সখি বল, আমি যাই চল,
এত বলি ধনী আকুল কেঁদে।
সখীরা বুঝায়, তাতে কিবা পায়
আরো জ্বালা তায় দ্বিগুণ [illegible]॥
মণি হারা ফণি, রমণী [illegible]নি,
আলু থালু বেশ প[illegible] [illegible]হেন।
[illegible]
উচিত না করি বিষাদ পায়।

কি বলে কি করে, ধৈর্য্য নাহি ধরে,
বাণে বেঁধা বনে হরিণী যেন ॥
বামা কহে বাণী, শুন ঠাকুরাণি,
এখন এ খেদে বল কি হবে ?।
কিছু ভয় নাই, দেখ আমি যাই,
আনিয়া মিলাই বুঝিবে তবে ॥

কুমারের সহিত বামার কথোপকথন।

একাবলীচ্ছন্দঃ।

রমণীর প্রিয় সজনী বামা।
চলিল বিবিধ বিলাসে রামা ॥
ওখানে কুমার জাগিয়া রাত।
আরামে ভ্রমেন হলে প্রভাত ॥
কাননে কুসুম আনন ছলে।
বামা হেন কালে তথায় চলে ॥
সখী যায় থেকে থমকে থেকে।
কুমারে দেখিয়া নাহিক দেখে ॥
দেখিলেন সখী চলিয়া যায়।
বামাকে তখন ডাকেন রায় ॥

সুকুমার বিলাস।

ওহে সখি একি দেখি কেমন।
ফুল তুলিবারে এত যে মন॥
শুনি ছলে বামা উঠে চমকি।
প্রণমিয়া তবে দাঁড়ায় সখী॥
জিজ্ঞাসে কুমার তারে তখন।
রমণী আমার আছে কেমন॥
সখী বলে প্রভো শুনি কি বাণী।
তোমার অধিক আমি কি জানি॥
রায় বলে কেন কর ছলনা।
কি দোষেতে দোষী তাহা বলনা॥
না জানি আমি কি করেছি দোষ।
কি কারণে ধনী করেছে রোষ॥
সাধিলে পাড়িলে কহে না কথা
সে সব সাধন বৃথায় তথা॥
বামা বলে কিছু জানিনা আর।
কিসে মন ভারি হইল তাঁর॥
বদনে দেখেছি দশন দাগ।
তাই ভাবি বুঝি হয়েছে রাগ॥
কহিলেন মোরে বল্যো নাগরে।
না আসেন যেন আমার ঘরে॥
জানি জানি তিনি রসিক বড়।
মনে ফাঁকী মথে কথায় দড়॥

আইলে নিকটে কথা হবেনা।
সাধিলেও ফিরে মান রবেনা॥
শুনিয়া নাগর বুঝে কারণ।
বামারে সাধিয়া কহে তখন॥
কহ সখি একি মানের রীত।
এ দোষে এতকি রোষা উচিত॥
যার আঁখি শরে অচেত চিত।
সে যে দোষী করে না হয় হিত॥
তুমি সখি এর কর বিচার।
যা হয় উপায় কর ইহার॥
বিরলে সকল বুঝায়ে বল।
যাতে মান ভাঙ্গা হয় সফল॥
বামা বলে প্রভো তব বচনে।
অবশ্য যাইব তাঁর সদনে॥
ভাঙ্গে যে এমান মনে না লয়।
বুঝালে বুঝেন তবেতো হয়॥
এত বলি বামা বিদায় হয়।
রমণীরে আসি সকল কয়॥
ধনী কহে তবে যাও ত্বরায়।
প্রভুরে ডাকিয়া আন হেথায়॥

মানান্তে মিলন।
ত্রিপদাবলী।

হাসি তবে বামা চলে, কুমারেরে আসি বলে,
এস প্রভো এবেযেন কিছু রাগ কমেছে।
কত মত সাধি পাড়ি, তাড়া দিলে নাহি ছাড়ি,
তবু কি বুঝাতে পারি প্রায় হারি হয়েছে॥
কত কথা বানাইয়া, কত মিছা শুনাইয়া,
হাত ধরি পায় পড়ি তবু রোষ যায় না।
শেষে কহিলাম সার, প্রভুকে পাবেনা আর,
মিছা করি মন ভার প্রেমকভু পায় না॥
দেখাইয়া কত ভয়, তবে মোর কথা রয়,
নহিলে কি সহজে দারুণ মান মিটিত।
আরো কহি যুবরাজ, আপনারো নাহিলাজ,
করেছেন যেই কাজ তায় দায় ঘটিত॥
তাঁরে কিবা দিব দোষ, মিছানহে অভিরোষ,
প্রণয়ের বশ তিনি তাই পুন ঘটনা।
আমাদের হলে পরে, দেখিতাম প্রিয় বরে,
পায়ে ধরাইয়া তারে করিতাম মোচনা॥
রায় বলে চল চল, বিলম্বে নাহিক ফল,

পায় ধরা দায় বড় একি মনে মেনেছো।
পায় পড়ি যদি পায়, পুরুষ কি ছাড়ে তায়,
সকলেরি এক মন তাহা কিসে জেনেছো॥
এত বলি ত্বরা রায়, রমণীর পাশে যায়,
উভয় উভয়ে দেখি অনিমিখে রহিল।
ধরি রমণীর করে, মৃদু সুমধুর স্বরে,
ক্ষমা কর নম দোষ, যুবরাজ কহিল॥
ধনী আঁখি জল ছলে, রায় গলে ধরি বলে,
তোমার কি দোষ নাথ মোর দোষ সকলি।
মিছা দোষে করি মান, বেদনা দিয়াছি প্রাণ,
করিয়াছি অপরাধ না বুঝিয়া কেবলি॥
এইরূপে দোঁহে রঙ্গে, করুণ বচনে সঙ্গে,
প্রেমের জলধি যেন উথলিয়া উঠিল।
বিচ্ছেদের শেষ হলে, প্রেমবাড়ে দুনা বলে,
উভয়েতে সেই ছলে সেই রসে রসিল॥

শীত বর্ণনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

এইরূপে নিরন্তর, রমণী নাগর বর,
কুতূহলে করেন বিলাস।
ক্রমশ হিমন্ত গেলো, অতিশয় শীত এলো,

রবি যান দক্ষিণ-প্রবাস ।।
জীবনের ধন যিনি, প্রবাসে গেলেন তিনি,
বিরহে পদ্মিনী ডুবে জলে ।
দুরন্ত মাঘের শীত, জীব মাত্র ভয়ে ভীত,
ত্রিভুবন কাঁপে যাঁর বলে ।।
ভাস্কর নিষ্কর প্রায়, অস্ত নিকট আশায়,
হিমকর হয় হীনকর ।
জল বায়ু ভীত হয়ে, শীতের আশ্রয় লয়ে,
জীবে আরো করেন কাতর ।।
দীনের বিষম দিন, সদা কায় বস্ত্র হীন,
তৈল বিনা অঙ্গে উঠে খড়ি ।
তপনে বা হুতাশনে, শীতকাটে সযতনে,
সুখ ভোগ নাহি এক ঘড়ি ।।
সন্ন্যাসী মহান্ত যত, ছাই মাখে অবিরত,
কুণ্ডজ্বালি সর্ব্বদা পোহায় ।
হায়রে গাঁজার রীত, কোথায় পলায় শীত,
গীত গেয়ে রজনী পোহায় ।।
যাহাদের আছে বিত্ত, তাদের হরিষ চিত্ত,
নিত্য পরে নূতন পোষাক ।
নব অন্ন নববাস, সুখী তারা বারো মাস,
বিশেষতঃ শীতে বড় জাঁক ।।
যুবক প্রবাসে যান, তাহার নালিশে টান,

সর্ব্বদেশে শীত দুই মাস।

নারী বিনা নাই ঘুম, লেপেতে কি হয় উম,

নিশি যায় করে আসপাশ ॥

যুবক যুবতী যোগ, তাদের পরম ভোগ,

সেখানে শীতের নাই সাড়া।

যদি কিছু শীত লাগে, জাগে দোঁহে রতি রাগে,

ভয়ে শীত হয় কাছ ছাড়া ॥

সোহাগা তথা হতে, শীত চলে ভাবি পথে,

আগে যায় বিরহীর বাড়ী,

বিরহিণী একাসরে, দুনা জোরে তারে ধরে,

বিনা দোষে তোড়ে তার হাড়ি ॥

যাহারা নবোঢ়া বালা, তাদের দ্বিগুণ জ্বালা,

দিনে ছুটি রাত্রি যত ত্রাস।

পতি করে তাড়াতাড়ি, বালিকা না ছাড়ে আড়ি,

সারা রাত কান্দিয়া কাটায়,

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, শীতে ভীত সব তাঁরা,

এই শীতে প্রাতে হন স্নান ;

আতপান্ন ঘৃতধার, ভোজনে অমৃত পান,

তৃপ্ত হয়ে তাই শুদ্ধ খান ॥

বলবান মল্ল যারা, দুঃখ করি সুখী তারা,

মাটি মেখে আনন্দে বেড়ান।

তাল ঠুকে করে দণ্ড, কেবল পাপের দণ্ড,

নারী দেখে যমের সমান ॥

দীন দুঃখি বেশ্যা যারা, তাহারা জীয়ন্তে মরা,
সরু বস্ত্রে অঙ্গ নাহি আঁটে।
যদ্যপি পুরুষ পায়, তবেই তো দুঃখ যায়,
তাহারি কম্বলে রাত কাটে॥
দুরন্ত কালের ভয়, [illegible] মন,
[illegible] সরিষার [illegible]।
তোর অভিনব মধু, লয়ে মধুব্রত বধূ,
আপন ভাণ্ডারে রাখে তুলে।
[illegible] নাড়, ঝাটে নাহি খোজ ঝাড়,
ভুজঙ্গের তাকে বাস স্থান।
ফুরাইল [illegible] সব, মটর গোধূম যব
রাখে শুধু কৃষকের মান॥
[illegible]
জলহীন ক্ষুদ্র নদী মুখ।
প্রবল পশ্চিমে বায়, লেগে অঙ্গ ফেটে [illegible]
তুলার জামায় খালি সুখ॥

কুমারের স্বদেশে গমন এবং জয়পুরাগমন এবং রাজ্যাভিষেকাদি।

শীত যায় দেখি রায় ভাবেন তখন।
কত কাল রব আর শ্বশুর ভবন॥
যাবৎ বৎসরাবধি ছাড়িয়াছি দেশ।

মোর লাগি পিতা মাতা মনে পান ক্লেশ।।
অতঃপর দেশে যেতে উচিত আমার।
পিতা মাতা চরণ দেখিব পুনর্ব্বার।।
যাইতে সুবিধা বড় শীতের সময়।
রৌদ্রের উত্তাপে পথে কষ্ট অতিশয়।।
এত ভাবি সুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
রায় নিবেদন করিলেন মনের বাসনা।।
শুনিয়া ভূপাল কন চিন্তিত হইয়া।
তোমারে বিদায় দিয়া থাকি কি লইয়া।।
কন্যা বিনা অপত্য আমার নাহি আর।
সাধ ছিল তোমারে দিতাম রাজ্য ভার।।
সেহ উজ্জ্বলা একা দুহিতা আমার।
সে যদি না থাকে তবে সকলি আঁধার।।
আপনার বলিতে কে আছে তোমা বই।
তুমি গেলে রাজত্বে নৈরাশ আমি হই।।
আমি বৃদ্ধ রাজ্য ভার বিষম জঞ্জাল।
একান্ত যাইবে যদি থাক কিছু কাল।।
রায় বলে হেথা থাকা নেতো মম সাধ।
নাহি গেলে মাতা পিতা পাবেন বিষাদ।।
বহুদিন দেখি নাই তাঁদের চরণ।
ব্যাকুল হয়েছি বড় বিষাদিত মন।।
আজ্ঞা কর একবার যাই নিজ দেশ।

পুনর্ব্বার আসিব তাহাতে কিবা ক্লেশ ।
এমতে কুমার বহু কহেন রাজায় ।
না পারিয়া নরপতি শেষে দেন না ।
রাণীকে সংবাদ দিতে যান নরপতি
রায় যান নারী পাশে মৃদুমন্দ গতি ॥
অন্য কথা আলাপিয়া কহে রায় শেষে ।
ব্যাকুল হয়েছে মন যাব নিজ দেশে ॥
রহিয়াছি এত কাল প্রণয়ে তোমারি ।
বিলম্ব অধিক আর করিতে না পারি ॥
জননীর মনে তায় আছে বড় সাধ ।
আনন্দেতে দেখিবেন তব মুখ চাঁদ ॥
রাজার হয়েছে আজ্ঞা ভয় নাই তার ।
এবে চল ফিরে দোঁহে আসিব আবার ।
ধনা বলে একি কথা কহ অকস্মাৎ ।
কেমনে কি মনে হলো বল প্রাণনাথ ॥
মা বাপে ত্যজিয়া যেতে কেঁদে উঠে মন ,
আর কিছু কাল হেথা থাক প্রাণধন ॥
রায় বলে তা শুনিব আর যা কহিবে ।
আমার এ কথা তব রাখিতে হইবে ॥
প্রবোধিয়া যুবরাজ কহে কত মত ।
না মানে রমণী তাহা কাঁদে অবিরত ॥
ভাবে রায় এতে নারী নাহি দিবে সায় ।

সখীগণে রাখিয়া বাহিরে এলো রায় ॥
ওখানে মহিষী ভবে শুনি এ সংবাদ ।
শিরে করে করাঘাত ভাবিয়া বিষাদ ॥
রমণীরে কোলে করি করেন রোদন ।
শোকের সলিলে ভাসে উভয় নয়ন ॥
এখানে নৃপতি করিলেন আয়োজন ।
অসংখ্য পাথেয় দ্রব্য আর বহু ধন ॥
[illegible] সহ কন্যাকে যৌতুক করি দান ।
[illegible] যোগ্য করেন বিধান ॥
শোকাকুল রাজরাণী ব্যাকুলা রমণী ।
মা বাপেরে প্রণমি বিদায় হয় ধনী ॥
শ্বশুর শাশুড়ী পদে করিয়া প্রণতি ।
শুভক্ষণে যাত্রা [illegible] ॥
সসৈন্যে যুবক রাজ সুরসেন সঙ্গে ।
নারী সহ দেশে [illegible] আইলেন রঙ্গে ॥
নারী সহ কুমার আসিয়া নিজ ধাম ।
জনক জননী পদে করেন প্রণাম ॥
সুরসেন উপনীত নৃপতি সদন ।
বহু সম্ভাষেন তাঁরে রাজা শ্রীমোহন ॥
পুরবাসি লোকগণে আজ্ঞা করি আনি ।
পুত্র বধূ বরণ করিয়া লন রাণী ॥
রাজা রাণী পুত্র পুত্রবধূ পেয়ে ঘরে ।

কুতূহলে মঙ্গল আচার কত করে॥
দান ধ্যান মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
আমোদের সীমা নাহি বিজয় নগরে॥
রমণী লইয়া কুমারের বড় সুখ।
বিস্তর কি কব আর তাহার কৌতুক॥
পরে রায় মনে করি প্রতিজ্ঞা আপন।
নারী সহ গেল পুনঃ শ্বশুর ভবন॥
জয় সিংহ পরলোকে করিলে গমন।
তথা রায় রাজ্য পদে অভিষিক্ত হন॥
পরে তথা পাত্রবরে নিয়োগ করিয়া।
স্বীয় দেশে আসিলেন রমণী লইয়া॥
হেথায় সময় দেখি রাজা শ্রীমোহন।
যুবরাজে স্বীয় রাজ্যে করেন বরণ॥
রমণী প্রফুল্ল মতী রায় পায় সুখ।
ক্রমে দোঁহে দেখিলেন পুত্র কন্যা মুখ॥
কালে রাজা রাণী দোঁহে স্বর্গগত হন।
কুমার স্বকীয় রাজ্য করেন পালন॥
কুশলে কুমার কাল করুন যাপন।
সুকুমার বিলাস হইল সমাপন॥

সম্পূর্ণং।

নথ	সুখ	২৭
বিরহিনী	বিরহিণী	১২
জয়পুনরাগমন	জয়পুরে পুনরাগমন	১৭